"রবিপীতজলা তপাত্যয়ে
পুনরোঘেন হি যুজ্যতে নদী।

শ্রীননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ।

১৩১৪

কলিকাতা, ৪১ নং সুকিয়াস্ ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীরাজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশিত।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

কলিকাতা,
১৭নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন ;
"কালিকা-যন্ত্রে"
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ।

ভূমিকা

—০ঃ০ঃ০—

এতকাল পরে ক্ষুদ্র 'কোহিনুর' সহসা এরূপ বৃহৎ আকারে কেন পরিণত হইল, তাহার একটু কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক। ভিন্নরুচি পাঠকবর্গ 'কোহিনুর' দেখিয়া কি বলেন, কিছুদিন সাগ্রহে তাহার প্রতীক্ষা করিয়া দেখিলাম, সমালোচকগণের এ ক্ষুদ্র পুস্তক সম্বন্ধে, বিশেষতঃ ইহার কলেবর সম্বন্ধে, বিস্তর মতভেদ আছে। কিছুদিন হইল পশ্চিমোত্তর ও দাক্ষিণাত্য প্রদেশের কতিপয় বঙ্গভাষানুরাগী সাহিত্যিক তাঁহাদের প্রাদেশিক ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ করিবার জন্য আমাকে সম্মতিদান করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে ইহার তৃতীয় সংস্করণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলাম। সেই সময়ে কেহ কেহ বলিয়াছিলেন যে, 'কোহিনুর' উপন্যাসের ঘটনাবলী ও চরিত্রসমূহ আরও একটু বিশদরূপে চিত্রিত হইলে ভাল হয়। কিন্তু মহীশূর-প্রদেশের সুবিখ্যাত বঙ্গসাহিত্যানুরাগী শ্রীযুক্ত ভি, বেঙ্কটাচার্য্য মহোদয় এই মতের সমর্থন করেন নাই। 'কোহিনুরে'র কিছুমাত্র সংশোধন ও পরিবর্ত্তন অনাবশ্যক বলিয়া, ও তৃতীয় সংস্করণের জন্য অপেক্ষা না করিয়া, তিনি গত বৎসর কানারিস্ ভাষায় ইহার অনুবাদ করিয়া মহীশূরাধিপতিকে উপহার দিয়াছেন। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গদেশের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ

সমালোচক তাঁহার সুপরিচিত সংবাদপত্রে 'কোহিনুর' সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন ;—"গ্রন্থকার উপন্যাস-রচনায় সুপরিচিত। ইঁহার ভাষার ঝঙ্কারে কোকিলের কুহুরব। আলাপে পঞ্চম। কোকিলের ঝঙ্কার আছে, আলাপ আছে, কিন্তু গান নাই। থাকিলেও আমরা বুঝি না। 'কোহিনুর' অনেকটা সেইরূপ। যেমন ভাষা, চরিত্র অঙ্কনের কৃতিত্ব সর্ব্বত্র তেমন দেখিলাম না। চরিত্র যেখানে প্রস্ফুট, সেখানে মহীয়ান্; যেখানে ফুটে নাই, সেখানে কেবল যেন গান-হীন কোকিল-কুহর।" আমার সাহিত্যসেবী বন্ধুগণের মধ্যে অনেকেই এই প্রবীণ সমালোচক মহাশয়ের মতের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। এই সকল কারণে তৃতীয় সংস্করণে 'কোহিনুরের' কলেবর বাড়াইতে হইল। উপন্যাসের আখ্যানভাগের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। কেবল ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি অধিকতর পরিস্ফুট করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব, রাঠোর-বীর দুর্গাদাস, রাণা জয়সিংহ, "অভিমানিনী" রাণী কমলাদেবী ও যোধপুর-রাজমহিষী অরুন্ধতী প্রভৃতি ঐতিহাসিক চরিত্র—এবং ফকির, কালাপাহাড়, কেশরীসিংহ ও বিলাসকুমারী প্রভৃতি অর্দ্ধ-কাল্পনিক চিত্রগুলি একটু ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছি। প্রয়াস বিন্দুমাত্র সফল হইয়াছে কিনা এবং এখনও তৃতীয় সংস্করণের 'কোহিনুর' "গানহীন কোকিল-কুহর" রহিল কিনা, তাহা সহৃদয় পাঠকের সহানুভূতির উপর নির্ভর করে।

উপক্রমণিকা

কোহিনুর

উপক্রমণিকা।

(১)

আজ রাজস্থানে আহেরিয়া উৎসব। জনকোলাহলপূর্ণ রাজনগর আজ জনশূন্য। রাজপথে পথিক নাই, লোকালয়ে জনরব নাই, রাজধানীতে কোলাহল নাই। আজ বালক, বৃদ্ধ ও যুবা, সকলে কানন-ভিতরে, গিরিকন্দরে, অথবা শৈলশিখরে, মৃগয়ায় গিয়াছে। সবে মাত্র সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। পশু-যুদ্ধের রঙ্গভূমি হইতে এখনও কেহ ফিরিয়া আসে নাই। অন্য দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে রাজসমুদ্রহ্রদের তটে এত লোকের সমাগম হয়, আজ সেখানে কেহ নাই। কেবলমাত্র হ্রদের পার্শ্ববর্ত্তী বিষ্ণু-মন্দিরের দ্বারদেশে, শিশিরমথিতা পদ্মিনীর ন্যায় একটী শুভ্র-বসনা, আলুলায়িতকুন্তলা বিধবা যুবতী, ফুলবিল্বদল সম্মুখে রাখিয়া, যুক্ত করে ও অবনত শিরে, নিমীলিত নয়নে ও কাতর

বচনে, ভগবানের নিকট কি অভীষ্ট ভিক্ষা করিতেছিলেন। আর তাঁহার কিঞ্চিৎ দূরে, শুক্লদশমীর অপূর্ণকলা বালেন্দুর মত, দশ বৎসরের বালিকা, কুসুমস্তবকনম্র কিংশুকতরুর তলে দাঁড়াইয়া, ঊর্দ্ধে চাহিয়া কি দেখিতেছিল।

এই সময়ে একটী পঞ্চদশ বৎসরের বালক হ্রদের তীরে আসিয়া দাঁড়াইল। বালকের কলেবর রুধিরাক্ত, কটিবন্ধে কোষবদ্ধ তরবারি, দুই হাতে দুইটী পাখী। বালক শোণিতাক্ত কলেবর ধৌত করিবার জন্য হ্রদের সোপানোপরি দাঁড়াইল। কিন্তু পাখী দুইটী কার কাছে রাখিবে? হাত হইতে ছাড়িয়া দিলে, বনের পাখী আবার বনে ফিরিয়া যায়! বালক কিংশুক-তলে বালিকাকে দেখিতে পাইল। তাহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে? এখানে একলা দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে চেয়ে কি দেখ্‌চ?"

বালিকা উচ্চ শাখার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "অই দেখ, কত বড়, কেমন সুন্দর, ফুল ফুটে র'য়েছে!"

"তুমি কি অই ফুলটী নেবে?"

"কেমন ক'রে নেব? ওযে অনেক উঁচু ডালে ফুটে র'য়েছে?"

বালক হাসিয়া বলিল, "উচ্চ শাখার ফুল কি কেহ কখনও পাড়্‌তে পারে না? তুমি আমার পাখী দুটী ধর, আমি এখনই তোমাকে অই ফুলটী এনে দিচ্চি।"

বালিকা সহর্ষে পাখী দুইটী হাতে লইয়া, কিংশুক-তরুর দিকে চাহিয়া বলিল, "কিন্তু তোমার গায়ে যে কত কাঁটা ফুটবে?"

বালক বলিল, কাঁটা ফুট্‌বে ব'লে, রাজপুত কি ফুল তুল্‌তে ভয় পায়? এই দেখ, আজ আমিও পর্ব্বতের উপর পশু-যুদ্ধে গিয়েছিলেম। কিন্তু আমি বালক ব'লে, সকলে আমাকে পশ্চাতে থাক্‌তে ব'ল্‌লে। একটা বন্যবরাহের সঙ্গে সোলাঙ্কি-সেনাপতি বিক্রমসিংহের সম্মুখ-যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। আমি দেখ্‌লেম, সেনাপতি পশু-যুদ্ধে পরাস্ত হন, আর বরাহ-দন্তে তাঁর উদর বিদীর্ণ হয়! আমি তখন তরবারি হাতে ল'য়ে পশ্চাৎ হ'তে সেনাপতির সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালেম। এই দেখ, আমার বক্ষস্থলে বরাহদন্তের নিশান র'য়েছে, এখনও রক্ত প'ড়্‌চে! কিন্তু আমি কি ভয় পেয়েছিলেম? তারপর পাখী দুটী ধর্‌বার জন্য যখন আবার বনের ভিতর প্রবেশ ক'র্‌লেম, এই দেখ, আমার সর্ব্বাঙ্গে কত কাঁটা ফুটেছিল! আর আমি একটা ফুল তুল্‌তে ভয় পাব?"

বালিকা ফুল পাইবে, বড় আহ্লাদ হইল। কিন্তু মনে ভয়, পাছে তাহার জন্য ফুল তুলিতে গিয়া বালকের গায়ে কাঁটা ফুটে! বালিকা চিন্তা করিয়া, মৃণাল-সুকুমার গ্রীবা-সঞ্চালনে গণ্ডযুগল-স্পর্শী চিকুরদাম সরাইয়া, বলিল, "কিন্তু তোমার গায়ে যদি কাঁটা ফোটে, তা হ'লে আমাকে তিরস্কার ক'র্‌বে না তো?"

বালক দেখিল, বালিকার মুখখানি যেমন সুন্দর, কথাগুলি তেমনই মধুর! পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সবে মাত্র সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। অস্তমিত রবির রক্তিম মূর্ত্তির ছায়া, রাজসমুদ্রের চলোর্ম্মিপুঞ্জে প্রতিফলিত হইয়া, বালিকার বালেন্দু-বদন আরও উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। প্রকৃতির শ্যামল বক্ষে ফাল্গুনী মধুযামিনীর মোহময়ী

কান্তির ঈষৎ অস্পষ্ট ছায়া পড়িয়াছিল। পাপিয়া উচ্চ কণ্ঠে, সপ্তম তানে, লোকমনোমোহিনী সুধাংশু-প্রণয়িনীকে সম্ভাষণ করিতেছিল। রাজসমুদ্রের বীচিমালা, চারিপার্শ্বের শ্বেতমর্ম্মর-সোপানাবলি বিধৌত করিয়া, প্রেম-কল্লোলে, পুলক-হিল্লোলে নাচিতেছিল। মৃদুসমীরণ, তরঙ্গ আলিঙ্গনে তপনতপ্ত চঞ্চল দেহ শীতল করিয়া, যামিনীকে সঙ্গে আনিবার জন্য ছুটিতেছিল। দূরে, আকাশ-প্রান্তে, শুক্লযামিনীর নীলবসনের অঞ্চলে, দুই একটী হীরকখণ্ড দেখা যাইতেছিল। সুধাংশু নীল আকাশের ভিতর হইতে মুখ তুলিয়া, যেন আশায় ও নিরাশায়, ভয়ে ও ভরসায়, চাহিয়া দেখিতেছিল।

বালক একবার চারিদিক দেখিয়া, আবার বালিকার চকিত-হরিণীর মত চঞ্চল নয়নের দিকে চাহিয়া বলিল, "যদি তোমার জন্য ফুল তুল্‌তে গিয়ে অই শৈলখণ্ডের সকল কাঁটাগুলি আমার হৃদয়ে বিঁধে যায়, তবুও আমি তোমার উপর রাগ ক'র্‌ব না।"

বালক লম্ফ দিয়া কণ্টকময় শৈলখণ্ডের উপর উঠিল। এই সময়ে একটী পাখী বালিকার হাত হইতে উড়িয়া গেল। বালক ফুল লইয়া নীচে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কই? আমার শারিকা কোথায় উড়িয়ে দিলে?"

"আমি কি উড়িয়ে দিয়েছি?"

"তবে কেমন ক'রে উড়ে গেল?"

"আমি অন্যমনস্ক হ'য়ে তোমার ফুল-তোলা দেখ্‌ছিলেম, আর এমনি ক'রে—অই যা! ইটীও যে উড়ে গেল!"

বালিকার হাত হইতে অপর পাখীটীও উড়িয়া গেল। বালক রাগ করিল না; বালিকার লজ্জা ও ক্ষোভে রক্তিমবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমার ফুল নাও। আমি এখনই আবার পাখী দুটী ধ'রে আন্‌চি। তুমি এইখানে একটু দাঁড়াও।"

বালক আবার শৈলখণ্ডের উপর দৌড়িয়া গেল।

যে বিধবা যুবতী মন্দির-দ্বারে বসিয়া পূজা করিতেছিলেন, তাঁহার পূজা শেষ হইল। তিনি বালিকার নিকটে আসিয়া, তাহার মুখ-চুম্বন করিয়া বলিলেন, "চল, বাছা! সন্ধ্যা হ'ল। রাণার ফিরে আস্‌বার সময় হ'য়েছে।"

তিনি বালিকাকে ক্রোড়ে লইয়া চলিলেন। কিয়দ্দূর গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বারবার ঐ পাহাড়ের দিকে চেয়ে কি দেখ্‌চ, মা?"

বালিকা সজল-নয়নে উত্তর করিল, "কই, মা! সে যে আর ফিরে এল না?"

(২)

এক দিন নিদাঘ দ্বিপ্রহরে, উদয়পুরের রাজপ্রাসাদে মহারাণা জয়সিংহের জ্যেষ্ঠা মহিষী কর্ণাবতী মলিন মুখে, অবনত বদনে, পালঙ্কোপরি বসিয়াছিলেন। কয়েক দিন হইতে মহিষীর হৃদয়ে শান্তি নাই। তাঁহার দ্বাদশ বৎসরের শিশুতনয় কুমার অমর সিংহ, আজ দুই মাস হইল, আহেরিয়া উৎসবের দিন শৈলশৃঙ্গে মৃগয়ায় গিয়াছিল। সেই দিন অবধি কুমার একাকী ম্লানমুখে বসিয়া থাকে, সময়ে আহার করে না, কাহারও সঙ্গে ভাল করিয়া

কথা কহে না। কখনও বা নিশীথে একাকী রাজসমুদ্রতটে গিয়া বসিয়া থাকে। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে স্পষ্ট উত্তর পায় না। এই দুই মাস কাল নানা অনুসন্ধান করিয়া, রাজবৈদ্যগণকে বার-ম্বার জিজ্ঞাসা করিয়া, মহিষী, পুত্রের চিত্তবিকারের কারণ কিছুই নির্ণয় করিতে পারেন নাই।

দেবী কর্ণাবতীর অনতিদূরে, অপর পালঙ্কে, কনিষ্ঠা রাজ-মহিষী কমলাদেবী দর্পণ-সম্মুখে বসিয়া, আপন হাতে কেশবিন্যাস করিতেছিলেন ও মৃদু অস্ফুট, মধুর রবে গীত গাহিতেছিলেন। পশ্চাতে পরিচারিকা নীরবে দাঁড়াইয়াছিল। ইতিহাস-পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, ইতিহাসে প্রমার-রাজবংশ-সম্ভূতা কমলা-দেবী, "অভিমানিনী রাণী" নামে অভিহিতা আছেন। কমলাদেবী কেশবিন্যাস সমাপন করিয়া, দর্পণে আপন তাম্বুল-রাগে রঞ্জিত অধরের প্রতিবিম্ব বারম্বার নিরীক্ষণ করিয়া, কর্ণাবতীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি তো কাহারও কথা শুন্‌বে না, দিদি! আপনি যা ভাল বুঝ্‌বে, তাই ক'র্‌বে! আমার পরামর্শ শুন্‌লে, এতদিনে সকল গোল মিটে যেত।"

"কি পরামর্শ, ভগিনি?"

"যদি আমার কথা শোন, তা হ'লে বলি। তা না হ'লে, মিছে অরণ্যে রোদন বই তো নয়!"

"শুন্‌ব না কেন, দিদি? অমর আমার যেমন, তোমারও তো তেমনি। আমি পেটে ধ'রেছিলেম ব'লে কি তুমি তার কেহ নও?"

"আমি তো তাই মনে করি. কিন্তু লোকে তাতো বোঝে না! সে যা হ'ক্, আমি ব'ল্‌চি কি যে, আর কালবিলম্ব না ক'রে, ছেলের বিয়ে দাও। আমি তাকে সেদিন অনেক জিজ্ঞাসা ক'রে শেষে বুঝ্‌তে পার্‌লেম যে, রাজসমুদ্রের তীরে একদিন একটী সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তার দেখা হয়। তারপর, সেই অবধি আর তাকে দেখ্‌তে না পেয়ে, তার মন এমন হ'য়েছে। আমি নিশ্চয় ব ল্‌তে পারি, শীঘ্র শীঘ্র একটী সুন্দরী মেয়ে অনু-সন্ধান ক'রে বিবাহ দিয়ে ফেল্‌তে পার্‌লে, আবার তার মন ভাল হবে, সকল ভাবনা দূরে যাবে।"

কর্ণাবতী একটু বিস্মিতা হইয়া বলিলেন, "বিবাহ দিলেই যদি সে আরোগ্য হ'ত, তা হলে আর ভাবনা ছিল কি?"

কমলাদেবী সাভিমানে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আমার কথা তোমার মনঃপূত হবে না, আমি তা খুব জানি! আমি তো আগেই ব'লেছিলেম, তোমাকে পরামর্শ দেওয়া অরণ্যে রোদন!"

কর্ণাবতী অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "রাগ করিও না. ভগিনি! যা ক'র্‌লে ভাল হয়, তারই পরামর্শ জিজ্ঞাসা ক'র্‌চি। বিবাহ দেওয়াই যেন ঠিক হ'ল. কিন্তু যে মেয়ের সঙ্গে রাজসমুদ্র-তটে সাক্ষাৎ হ'য়েছিল, তার সন্ধান কোথায় পাব? আর সে যে কে, তাই বা কি প্রকারে জান্‌তে পার্‌ব, বল!"

"তুমি, দিদি! যেন আকাশ থেকে প'ড়্‌লে! সে মেয়ে বই কি আর সুন্দরী মেয়ে পৃথিবীতে নেই? উদয়পুরের মহা-রাণার ছেলের জন্য সুন্দরী মেয়ের অভাব কি, বল দেখি? এই

যে সেনাপতি বিক্রমসিংহের মেয়ে বিলাসকুমারীর মত নিখুঁত সুন্দরী আজ পর্য্যন্ত কেহ কখন দেখে নাই! তার সঙ্গে কেন বিয়ে দাও না? ঠিক কথা মনে প'ড়েছে, দিদি! আমার মাথা খাও, আমার মরামুখ দেখ, বিক্রমসিংহের মেয়ের সঙ্গে অমরের বিয়ে দাও! তুমি তো তাকে দেখেছ?"

"কই, আমি তাকে কখনও দেখি নাই!"

"আহা, মেয়ে তো নয়, যেন বীণাপাণী! সেবারে আমি যখন বাপের বাড়ী যাই, বিক্রমসিংহ আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন কিনা, তাই তিনি মেয়েকেও নিয়ে গিয়েছিলেন। আর কথায় কাজ নাই, দিদি! আমার এই সাধটী পূর্ণ কর,—বিলাসকুমারীর সঙ্গে অমরের বিয়ে দাও। তা হ'লে এজন্মে আর কখনও তোমার সঙ্গে ঝগড়া ক'র্‌ব না!—কখনও তোমার কথা অমান্য ক'র্‌ব না!"

"আমরা যেন বিক্রমসিংহের মেয়ের সঙ্গে অমরের বিবাহ দেওয়াই স্থির ক'র্‌লেম, কিন্তু রাণা কি এত অল্প বয়সে পুত্রের বিবাহ দিতে সম্মত হবেন?"

"সে ভার আমার উপর। কেন, রাণা কি কানা হ'য়েচেন নাকি? রাণা কি দেখ্‌তে পাচ্চেন না যে, বাছার আমার সোনার অঙ্গ দিন দিন কালী হ'য়ে যাচ্চে? রাণার ঘটে কি এতটুকু বুদ্ধি নাই যে, বিবাহ দিলেই সকল দিক রক্ষা হবে?"

কর্ণাবতী মনে মনে বলিলেন, "রাণার ঘটের বুদ্ধিদায়িনী তো তুমি!" প্রকাশ্যে বলিলেন, "তা যেন হ'ল, কিন্তু অমর যদি সম্মত না হয়?"

"না, দিদি! তোমার পায়ে পড়ি, আর এ শুভকর্ম্মে বাধা দিও না। আমি এখনি গিয়ে রাণাকে সম্মত ক'র্‌চি।"

চঞ্চলবুদ্ধি, সরলহৃদয়া, অভিমানিনী রাজ্ঞী, রাণা জয়সিংহকে আপন প্রস্তাবে সম্মত করিয়া বিবাহের উদ্যোগ করিবেন বলিয়া, চঞ্চল চরণে রাণার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। রাণা কাঞ্চন-পালঙ্কোপরি সুষুপ্ত ছিলেন। কমলাদেবীর সাদর আলিঙ্গনে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল।

(৩)

আজ্‌মীর নগর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে পাহাড়ের উপর একটী পুরাতন দুর্গ ছিল। সে দুর্গ অচলগড় নামে এখনও প্রথিত আছে। দুর্গস্বামী সোলাঙ্কি সেনাপতি বিক্রমসিংহ, অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া, সেই দুর্গে অবস্থান করিতেন। বিক্রমসিংহের আর কেহ নাই, কেবল একমাত্র একাদশবর্ষীয়া দুহিতা, দেবযানী। দেবযানী বেশভূষা বড় ভালবাসে বলিয়া, তাহার পিতা তাহাকে আদর করিয়া কখন কখন 'বিলাসকুমারী' বলিতেন। বিলাস-কুমারীর যখন এক বৎসর মাত্র বয়স, তখন তাহার জননীর মৃত্যু হয়। ভার্য্যার পরলোক গমনের পর, বিক্রমসিংহ দার-পরিগ্রহ করেন নাই। সেই অবধি দশবৎসর কাল, বিলাসকুমারী পিতার অবিচ্ছিন্ন স্নেহ ও অতুল আদরে প্রতিপালিতা। রাজপুত-বীর পুত্রকে যেমন শিক্ষা দেন, সেনাপতি বিক্রমসিংহ কন্যাকে সেইরূপ শিক্ষা দিতেন। তিনি স্বয়ং তাহাকে সংস্কৃত পড়াইতেন, স্বয়ং

তাহাকে শস্ত্র-বিদ্যা শিখাইতেন, এবং সময়ে সময়ে যুদ্ধস্থলে সঙ্গে লইয়া যাইতেন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেনাপতি ছাদের উপর বসিয়াছিলেন। বিলাসকুমারী, পিতার পৃষ্ঠে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া, এক হাতে চিরুনি ও অপর হাতে সুরভি তৈল লইয়া, পিতার পক্ককেশ রঞ্জিত করিতেছিলেন। বিলাসকুমারী বলিতেছিলেন, "পনর বছরের বালকের এত সাহস! না জানি, পিতঃ! বড় হ'লে সে কত বড় বীর হবে!"

বিক্রমসিংহ হাসিয়া বলিলেন, "কত বার, বৎসে! তোমার মুখে অই কথাটী শুনেছি!"

বিলাসকুমারী উত্তর করিল, "পিতঃ! সেই বীরবালকের কথা বারবার আমার মনে পড়ে। আহেরিয়া উৎসবের দিন সে তোমার জীবন রক্ষা ক'রেছিল, সেই জন্য আমি তাকে বড় ভালবাসি। বন্যবরাহের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌বার সময় তোমার হাত থেকে তরবারি প'ড়ে গিয়েছিল; সেই বীরবালক তরবারি হাতে তোমার সম্মুখে না এলে, বরাহের দাঁতে তোমার বক্ষ বিদীর্ণ হ'ত। সত্য বল্‌চি, পিতঃ! তাকে একবার দেখ্‌তে আমার বড়ই ইচ্ছা করে!"

"সেজন্য ভাবনা কি, বৎসে! এবার যখন রাণার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌তে যাব, তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে গিয়ে কুমার অমরসিংহের সঙ্গে তোমার দেখা করিয়ে দিব।—ওকি, মা! সব তেলটুকু মুখের উপর ঢেলে দিলে?"

বালিকা অপ্রতিভ হইয়া, পিতার মুখ হইতে তেল মুছাইয়া দিয়া বলিল, "তা কেন চল না, পিতঃ! আজই রাণার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রবে?"

এই সময়ে পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল, "রাজমহিষী কমলাবতী একবার দেবযানীকে দেখ্‌তে ইচ্ছা করেন, তাই তিনি দূতী-সঙ্গে শিবিকা পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

বিলাসকুমারী একটু বিস্মিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "রাজমহিষী আমাকে কেন দেখ্‌তে চেয়েছেন, পিতঃ!"

বৃদ্ধ সেনাপতি ব্যঙ্গ করিয়া উত্তর করিলেন, "বোধ করি, তোমার সঙ্গে তিনি কুমার অমরসিংহের বিবাহ দিবেন।"

(৪)

শিবিকা লইয়া দূতী কমলাদেবীর মহলে আসিল। কমলাদেবী, দৌড়িয়া গিয়া বিলাসকুমারীকে কোলে লইয়া, বার বার তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "তুই এখানে কেন, বিলি?"

"আপনি যে আমাকে আন্‌তে পাঠিয়েছিলেন।"

"আমাকে কি তুই চিন্‌তে পেরেচিস্‌? বল্‌ দেখি, আমি কে?"

বিলাসকুমারী, কমলাদেবীর ক্রোড় হইতে নামিয়া, ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "আপনি রাণী!"

কমলাদেবী পুনরপি বালিকাকে আলিঙ্গন করিয়া, তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "তোর কথাগুলি বড় মিষ্ট, তাই

তোকে এত ভালবাসি। তুই কেমন ক'রে জান্‌লি, আমি রাণী ? তুইও রাণী হ'বি ? বল্‌,—শীগ্‌গীর বল, তোর রাণী হ'তে সাধ হয় কি না ?"

বালিকা হাসিয়া বলিল, "সাধ হ'লেই কি রাণী হওয়া যায় ?"

"আমি যে তোকে রাণী ক'র্‌ব। তা বুঝি তুই জানিস্‌ না? কেবল রাণী নয়, রাণীর উপর রাণী—মহারাণী! অই সিংহদ্বারের দিকে চেয়ে দ্যাখ্‌, কে যাচ্চে। ওকে কি তুই চিনিস্‌ ?—ওকি ? অমন ক'রে চমকে উঠলি যে ? ওকে কি আর কখনও দেখেচিস্‌ ? বল্‌,—শীগ্‌গীর বল্‌।"

"উনি কুমার অমরসিংহ।"

"তুই কেমন ক'রে জান্‌লি ?"

"পিতার মুখে ওঁর কথা অনেকবার শুনেছি। আহেরিয়া উৎসবের দিন উনি আমার পিতার প্রাণ রক্ষা ক'রেছিলেন।"

"তোর সঙ্গে যদি ওর বিয়ে দিই, তুই কি হ'বি, তা জানিস্‌ ?"

কমলাদেবী যে সত্য সত্যই কুমার অমরসিংহের সঙ্গে বালিকার বিবাহ দিবার স্থির করিয়াছেন, বিলাসকুমারী তাহার কিছুই জানিত না। সে মনে করিল, রাজ্ঞী ব্যঙ্গ করিতেছেন। তাহার চক্ষে একবিন্দু জল আসিল। কমলাদেবী বলিতে লাগিলেন, "ওকি! তোর চোখে জল কেন ? রাণী হ'বি, অমন চাঁদের মতন বর পাবি, আবার কাঁদ্‌চিস্‌ ? লোকে যে সাত জন্ম তপস্যা ক'রে অমন বর পায় না। না, বুঝেছি! অমর তোর দিকে

চেয়ে দেখ্‌লে না, তাই তোর মনে কষ্ট হ'য়েছে! তা সে জন্য দুঃখ কি? বিয়ের দিন, শুভ-দৃষ্টির সময়, যখন তোকে দেখ্‌বে, তখন অবধি তোকে কত ভালবাস্‌বে, দেখ্‌তে পাবি!"

"শুভ-দৃষ্টি কাকে বলে, রাণি?"

"আবার আমাকে 'রাণী' ব'ল্‌চিস্? আজ থেকে আমাকে 'মা' ব'লে ডাক্‌বি! শুভ-দৃষ্টি কাকে বলে, আর আট দিন পরে পূর্ণিমার রাত্রে জান্‌তে পার্‌বি। আমি অনেক কষ্টে রাণাকে সম্মত ক'রে, সব ঠিক ক'রে, তবে তোকে আন্‌তে পাঠিয়েছিলেম। এখন চল্, তোকে একবার আমার দিদির কাছে নিয়ে যাই। তোমার যে এমন চাঁদপানা মুখ,আপনার চোখে না দেখ্‌লে, তাঁর কিছুতেই বিশ্বাস হবে না। দিদির কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করিও! যেন ভুলে যেও না, তা হ'লে তিনি রাগ ক'র্‌বেন! আর দেখিস্, বিলি! যেন মনে থাকে. দিদিকে ব'ল্‌বি 'বড় মা', আর আমাকে বল্‌বি—'মা'!"

কমলাদেবী, বিলাসকুমারীর হাত ধরিয়া, জ্যেষ্ঠা রাজমহিষীর মহলে গেলেন।

(৫)

আজ পূর্ণিমার রাত্রি। অচলগড়ের চারিপার্শ্বে আজ বহু লোকের সমাগম। আজ রাত্রে সেনাপতি বিক্রমসিংহের কন্যা দেবযানীর সঙ্গে মহারাণা জয়সিংহের পুত্র অমরসিংহের বিবাহ হইবে। সন্ধ্যার পর গগনভেদী বাদ্যধ্বনি উঠিল। অতুল

সমারোহে বরযাত্রিগণ বিবাহ-সভায় সমবেত হইলেন। দুই প্রহর রাত্রে বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হইল। সেনাপতি বিক্রম-সিংহ, রাজাধিরাজ-তনয়কে কন্যা সম্প্রদান করিবেন বলিয়া, অতুল আনন্দে বিলাসকুমারীকে ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন। রাণা জয়-সিংহ পুত্রকে সম্মুখে লইয়া বসিলেন। নারায়ণ সম্মুখে রাখিয়া, পুরোহিত পূত মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। বালিকা কন্যা, অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে, আপন ভাবী-জীবনের অধীশ্বর অমরের অনিন্দ্য মুখ-শ্রী প্রীতিফুল্ল-নয়নে দেখিতে লাগিল। বালক অমরসিংহ আপন ভবিষ্য-জীবনের চিরসহচরী বালিকার দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার মুখমণ্ডলে স্ফূর্ত্তিচিহ্ন প্রকটিত হইল। তাহার মনে সন্দেহ ছিল যে,—তাহার পিতা যাহার সঙ্গে বিবাহ দিতেছেন, হয়তো সে রাজসমুদ্রতটের লাবণ্যময়ী বালিকা নহে, হয়তো তাহার কনিষ্ঠা মাতা কমলাদেবী তাহার চিত্ত-বিনোদনের জন্য কৈতব-বচনে আশ্বাস দিয়াছেন। পাছে সে বিবাহে অস্বীকৃত হয়, এই জন্য হয়তো লোকে মিথ্যা কথা রটনা করিয়াছে। বাস্তবিক, পাছে অমর সেনাপতি-কন্যার সঙ্গে বিবাহে অসম্মত হয়, এই আশঙ্কায়, কনিষ্ঠা মহিষী মিথ্যা জনরব রটনা করিয়াছিলেন যে,—রাজসমুদ্রতটে অমর বিক্রমসিংহের কন্যা দেবযানীকে দেখিয়াছিল। এ কথা যে অলীক জনরব মাত্র, অমর তাহা জানিত না! তথাপি তাহার মনে একটু সন্দেহ ছিল। এখন তাহার সে সন্দেহ অপনীত হইল। বালিকার মুণ্ডমণ্ডল অবগুণ্ঠনে আবৃত ; কিন্তু অমর দেখিল, তাহার ক্ষুদ্র তনু ঠিক

সেই রাজসমুদ্রের বালিকার মত সুন্দর, সুললিত, সুবর্ণলতা। ঠিক সেইরূপ শরতের শুভ্রকৌমুদীর মত বর্ণ! ঠিক তেমনি চম্পককলির মত অঙ্গুলি! ঠিক তেমনি আধ-ফোটা রক্তকমলের মত চরণ! পুরোহিত, মন্ত্রপাঠ সমাপন করিয়া, বর-কন্যার করযুগল সম্মিলিত করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। শুভ-দৃষ্টির সময় আসিল। রমণীগণ শুভ-দৃষ্টির জন্য বর-কন্যাকে একত্র দাড় করাইয়া, উভয়ের মস্তকের উপর মন্ত্রপূত পট্টবস্ত্র রাখিয়া, কন্যার অবগুণ্ঠন খুলিয়া দিলেন। কন্যা, অপাঙ্গদৃষ্টিতে বরের মুখের দিকে চাহিয়া, আবার মুখ অবনত করিল। বর একবার কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া চমকিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। অমর আর একবার পূর্ণ-দৃষ্টিতে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। সহসা রমণীগণের মঙ্গলগীতি, শঙ্খধ্বনি ও আনন্দ-রব অতিক্রম করিয়া, বালক অমর উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "একি! এ তো সে নয়!"

"একি লো! একি লো! বর যে পালায়!"

অমর দ্রুতপদে সেখান হইতে বাহিরে আসিল। তাহার গতিরোধ করিবার জন্য অনেক লোক তাহার নিকট দৌড়িল। বালক তরবারি উত্তোলন করিয়া বলিল, "সাবধান! কেহ আমাকে স্পর্শ করিও না!"

অমর বাহিরে আসিয়া, একজন অশ্বারোহী সৈনিককে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া, তাহার অশ্বে আরোহণ করিয়া দ্রুতবেগে অশ্বচালনা করিল।

(৬)

দিন গেল, মাস গেল, বৎসর গেল। কুমার অমরসিংহের চিত্তবিকার দিন দিন বাড়িতে লাগিল। রাণা কুমারের উপর বড়ই অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি পুত্রকে অসম্পূর্ণ বিবাহ সম্পূর্ণ করিতে আদেশ করিলেন। কুমার পাছে পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করে এই আশঙ্কায়, মহিষী কর্ণাবতী, কুলপুরোহিতকে ডাকাইয়া, তাঁহার নিকট সকল কথা বিবৃত করিলেন। পুরোহিত, রাণার নিকট গিয়া তাঁহাকে অনেক প্রবোধ দিলেন, "কুমার বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে স্বয়ং বিবাহ সম্পূর্ণ করিয়া ভার্য্যা পরিগ্রহ করিবেন। মিবার-রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কে কবে আপন ধর্ম্মপত্নী ত্যাগ করিয়াছে?"

একদিন মহিষী কর্ণাবতী একাকিনী বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন। কমলাদেবী তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, "এখনও ব'লুচি, দিদি, আমার কথা শোন! তা হ'লে আর কোন ভাবনা থাকবে না।"

কর্ণাবতী বিরক্তি-সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার কি?"

কমলাদেবী বলিলেন, "বিলাসকুমারীকে তার পিত্রালয় হ'তে আনিয়ে এইখানেই কিছুদিন রাখ। দেখ, তাতেও অমরের মন ভাল হয় কিনা! তা আমার পরামর্শ তুমি তো শুনবে না!"

"তোমার পরামর্শ শুনেই তো শেষে এই হ'ল!"

অভিমানিনী রাজমহিষী সরোষে বলিলেন, "আমার পরামর্শ শুনে? তুমি অমরের মা, আর আমি তার শত্রু? তাই আমি

জেনে শুনে মন্দ পরামর্শ দিয়েছিলেম ? অমন চাঁদপানা মেয়ে তোমার ছেলের পছন্দ হবে না, তা আমি জান্‌তেম্ ? আমি হাত গুণ্‌তে জানি ? আমি জ্যোতিষ-শাস্ত্র প'ড়েছি, না ?"

"যা হবার তা হ'য়েছে, আর তোমার পরামর্শে প্রয়োজন নাই।"

কমলাদেবী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "তা সত্যই তো! তুমি অমরকে পেটে ধ'রেছিলে, তুমিই তার মা! আমি পর বই তো নয়। আমি অভাগী, পুত্রহীনা বন্ধ্যা নারী; আমার কথা কে শুন্‌বে? আমি আর এখানে থাক্‌তে চাই না। রাণাকে গিয়ে এখনি ব'ল্‌চি, তিনি আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিন।"

কমলাদেবী কাঁদিতে কাঁদিতে রাণার কাছে গেলেন। রাণার সঙ্গে তাঁহার কি কথোপকথন হইল, আমরা তাহা জানি না। কিন্তু পরদিন প্রভাতে, রাণা জয়সিংহ, মন্ত্রীর উপর রাজকার্য্যের ভার দিয়া, কমলাদেবীকে সঙ্গে লইয়া, জয়সমুদ্রের নিভৃত প্রমোদভবনে চলিয়া গেলেন।

(৭)

যুবরাজ অমরসিংহের সঙ্গে সোলাঙ্কি-সেনাপতির কন্যার অসম্পূর্ণ বিবাহের কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিলাসকুমারীর নিরুপম রূপলাবণ্য জনরবের সহস্র রসনায় ঘোষিত হইতে লাগিল। যবন-সেনাপতি আফ্‌জুল খাঁ, জনরব সত্য কি না জানিবার জন্য, একদিন কৌশলক্রমে বিক্রমসিংহের

সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার ছলনায় অচলগড়ে আসিয়া, বিলাসকুমারীকে দেখিল। বিলাসকুমারী তখন চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা। অনাঘ্রাত পারিজাত-কলিকার আঘ্রাণ-লালসায় দানবের হৃদয় আকুল হইল।

কিছুদিন পরে, একদিন নিদাঘ-নিশীথে বিলাসকুমারী ছাদের উপর পিতার নিকট সুষুপ্তা ছিল। সহসা বহুলোকের কোলাহলে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। বালিকা উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, চারিদিকে সশস্ত্র মুসলমান! আর একি! নিদ্রিত পিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, শোণিতাক্ত তরবারি হস্তে—একজন বীভৎস-মূর্ত্তি যবন! পাপিষ্ঠ যবন-সেনাপতি আফ্‌জুল খাঁ সুষুপ্ত বীরের বক্ষে তরবারি প্রহার করিল। বিলাসকুমারী মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। দানব-সেনাপতি, মূর্চ্ছিতা বালিকাকে বক্ষে ধরিবার জন্য, বাহুযুগল প্রসারিত করিয়া, অট্টহাস্যে অগ্রসর হইল। দুর্গ-মধ্যে যে অল্পসংখ্যক সৈন্য ছিল, তাহারা আকস্মিক কোলাহল শুনিয়া ছাদের উপর দৌড়িয়া আসিতেছিল। মুসলমানগণ ছাদে উঠিবার দ্বারে গিয়া তাহাদের গতিরোধ করিতে লাগিল।—একি! এ আবার কে? সহসা আফ্‌জুল খাঁ সত্রাসে সবিস্ময়ে দেখিল, সম্মুখে একজন ভীষণ-মূর্ত্তি ফকির! তাহার দক্ষিণ করে ভীষণ কৃপাণ দুলিতেছে। বিশাল আরক্ত লোচনযুগলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ হইতেছে। তাহার ভ্রূকুটীকুটিল মুখমণ্ডল জ্বলন্ত জটাকলাপে অর্দ্ধাবৃত! বিস্তৃত উরসোপরি শ্বেতশ্মশ্রুরাশি বিলম্বিত! আফ্‌জুল খাঁ চমকিয়া পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইল। ফকির এক

হাতে আফ্জ্লের কেশাকর্ষণ করিয়া, ও অপর হাতে দীর্ঘ কৃপাণ শূন্যদেশে উত্থিত করিয়া বলিলেন, "পাপিষ্ঠ! আমার হাতে মৃত্যু তোর পাপের উপযুক্ত দণ্ড নহে। পলায়ন কর্।"

আফ্জ্ল খাঁ প্রাণ লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল। তাহার অনুচরগণ, একবার সেই ভীমমূর্ত্তি ফকিরের দিকে দেখিয়া, আফ্জ্ল খাঁর পশ্চাতে ছুটিল। দুর্গের সেনাগণ, "মার মার" শব্দে তাহাদের পশ্চাতে ধাবিত হইল।

ফকির বিক্রমসিংহের নিস্পন্দ শরীর পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার দেহ হইতে সম্পূর্ণরূপে প্রাণ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। তখন তিনি মূর্চ্ছিতা বিলাসকুমারীকে ভূতল হইতে উঠাইয়া, আপনার স্কন্ধে লইয়া, ধীরে ধীরে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। কিয়দ্দূর গিয়া বালিকা চেতনা লাভ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার পিতা কোথায়?"

ফকির করুণকণ্ঠে উত্তর করিলেন, "বৎসে, আজ হ'তে আমি তোমার পিতা!"

প্রথম খণ্ড

দানব-সম্রাট

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দানব-সম্রাট।

শুনিয়াছি, একদিন সম্রাট আকবর অমাত্যবর্গকে সম্ভাষণ করিয়া, আপন সিংহাসনের দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া, তার স্বরে, তীব্র ভাষায় বলিয়াছিলেন,—

"যে দিন মুসলমান-সম্রাট এই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য-শাসনে হিন্দু-মুসলমানে প্রভেদ জ্ঞান করিবে, সেই দিন, নিশ্চয় জানিও, অই রত্ন-সিংহাসন শতধা চূর্ণ হইবে!"

রাজকুলগুরু আকবরের সে ভবিষ্যবাণী বুঝি পূর্ণ হয়! সত্য-দ্বেষী, কপটাচারী, স্বার্থপর, নিষ্ঠুর ঔরঙ্গজেব ভারতের সিংহাসনে। শোণিত-সাগর সন্তরণ করিয়া, দুরাকাঙ্ক্ষার কঠোর শেলাঘাতে ভারতবাসীর জাতীয় হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া, ভ্রাতার শোণিতে, পিতার অশ্রুজলে, আকবরের পবিত্র প্রেতাত্মার তর্পণ করিয়া, পবিত্র ইস্‌লাম-ধর্ম্ম স্বার্থসিদ্ধির আশায় বিকৃত ও কলঙ্কিত করিয়া, ঔরঙ্গজেব দানব-দর্পে, পিশাচ-গৌরবে, ভারতের সিংহাসনে আসীন! ধর্ম্মের পূর্ণ অবতার দেব মহম্মদ, পাপের উচ্ছেদ-সাধন-ব্রতে অবনীতলে প্রেমরাজ্য সংস্থাপন করিয়া, স্বর্গীয় উপদেশে মানবজাতিকে মুগ্ধ ও পুলকিত করিয়াছিলেন। দানব-সম্রাটের

আদেশে, সেই স্বর্গীয় উপদেশমালা লোকসমাজে আজ কলুষিত ও রাক্ষসধর্ম্মে পরিণত! আজ পুণ্যভারতে সেই পবিত্র মুসলমান-ধর্ম্মের পুণ্যব্রত প্রচারকগণ পাপ-প্ররোচনায় 'যবন' ও 'ম্লেচ্ছ' নামে অভিহিত! সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত পদাঘাত-প্রপীড়িত হিন্দুর হাহা-রবে ও যবন-পিশাচের অট্টহাস্যে প্রতিধ্বনিত। ম্লেচ্ছের লোম-হর্ষণ অত্যাচারে ও পশুবৎ পাপাচারে আর্য্যজাতি বিস্মিত ও স্তম্ভিত! বিংশ কোটী হিন্দু ধর্ম্মলোপের ও পাপস্পর্শের আশঙ্কায় নীরব ও ম্রিয়মাণ। যমুনাতটে আর বেদপাঠ-শব্দ নাই, জাহ্নবী-তরঙ্গে আর শঙ্খঘণ্টার প্রতিধ্বনি নাই, মন্দির-মধ্যে আর মঙ্গল-আরতি নাই! অধীতশাস্ত্র, অধ্যয়নব্রত পণ্ডিত, বেদ ও পুরাণ, সাংখ্য ও পাতঞ্জল, গীতা ও উপনিষদ, মনু ও পরাশর, মাঘ ও কালিদাস, ভূমিমধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছে। কেন না, সংস্কৃত পুস্তক দেখিলে, যবন তাহার অগ্নিসংস্কারের ব্যবস্থা করে! অসীম আয়াসে নিৰ্ম্মিত, অশেষ যত্নে রক্ষিত, অসংখ্য জনে সমাদৃত, অনন্ত প্রেমে পূজিত, দেবমূর্ত্তি সকল অতি নিভৃত গৃহের ভিতরে, পল্লবরাশির অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন। বাদশাহের আদেশ, হিন্দুর দেবমূর্ত্তিতে মুসলমান-মসজিদের সোপান নির্ম্মিত হইবে! জ্যোতির্ম্ময়ী পবিত্রতাময়ী আর্য্যললনা, সীতা ও দ্রৌপদীর, সাবিত্রী ও দময়ন্তীর জীবন্ত-মূর্ত্তি, মর্ত্ত্যলোকে দেবরমণী, পিশাচ-ভয়ে অন্তঃপুরে লুকাইয়াছে। যবনের ঘোষণা, ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির জন্য ললনাকুলের সৃষ্টি! রত্নপ্রসবিনী ভারতভূমি অরণ্যে পরিণত! কৃষাণ কৃষিকার্য্যে যাইতে সাহস করে না; গৃহের দ্বার

বন্ধ করিয়া, গাভী ও গোবৎস সকল গোপনে রাখিয়া, ভূতলে পড়িয়া রোদন করে। কেন না, গোমাংস ভক্ষণ না করিলে যবনের জঠরানল পরিতৃপ্ত হয় না!

সম্রাট ঔরঙ্গজেব আপন জুম্মা-মস্‌জিদের ছাদে দাঁড়াইয়া মুদ্রিত নেত্রে নমাজ পড়িতেছিলেন। চাটুকার আফ্‌জুল খাঁ তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া, ঠিক্ সম্রাটের অনুকরণে নমাজ পড়িতেছিল। নমাজ শেষ হইলে, ঔরঙ্গজেব পার্শ্ববর্ত্তী মর্ম্মরপ্রস্তর-নির্ম্মিত বেদীর উপর জানু পাতিয়া, কিয়ৎক্ষণ করজোড়ে মুদ্রিত নেত্রে থাকিয়া চক্ষু উন্মীলন করিলেন। আফ্‌জুল খাঁ, সম্মুখবর্ত্তী মেজের উপর হইতে একখানি চিত্রপট হাতে লইয়া, ভূমিতল স্পর্শ করিয়া সেলাম করিয়া, সম্রাটের সম্মুখে দাঁড়াইল। সম্রাট সস্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল, আফ্‌জুল! আবার কি আবেদন? কোরাণ-শরীফের অবমাননা ক'রে, কোন্ কাফের আজ আবার তোমার হৃদয়ে বেদনা দিয়েছে?—ওখানি কিসের চিত্রপট?"

আফ্‌জুল উত্তর করিল, "এখানি অনেক দিনের পুরাতন, সেই ভুট্টাভোজী, অশ্বারোহী, বিকটমূর্ত্তি, কাফের-সেনাপতির চিত্রপট। এই দেখুন, শ্বেত অশ্বে আরোহণ ক'রে, তরবারি-বিদ্ধ ভুট্টা দগ্ধ ক'রে, উদর পূর্ণ ক'র্‌চে!"

অকস্মাৎ সম্রাটের প্রফুল্ল মুখমণ্ডলে কালিমা ব্যাপ্ত হইল। তিনি চিত্রপটের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "বুঝেছি! সেই দুর্দ্ধর্ষ রাঠোর-সেনাপতি দুর্গাদাসের চিত্রপট! তবে বল,

আজিকার এই শান্তিময় মহম্মদীয় সাম্রাজ্যে আবার কোন্ অনর্থ সংঘটিত হ'য়েছে? সত্য কথা, আফ্‌জুল, এই ভুট্টাভোজী কাফেরের কালান্তক-মূর্ত্তি স্মৃতিপথে উদিত হ'লে, আমার হৃৎপিণ্ড কম্পিত হয়!"

আফ্‌জুল করজোড়ে কহিল, "জাঁহাপনা! আজ দুই বৎসর হ'ল, আপনি এ দাসকে এই কাফের-সেনাপতির ছিন্নমুণ্ড আপনার পদতলে উপহার দিতে আদেশ ক'রেছিলেন। আজ তার উপযুক্ত সুযোগ উপস্থিত হ'য়েছে।"

"কেন? কি সুযোগ উপস্থিত হ'য়েছে?"

"কাফের স্বয়ং গত রাত্রে এ নগরে এসেছে।"

"একাকী?"

"না, প্রভো! একাকী নহে। অল্পসংখ্যক রাঠোর-সেনা ও রাঠোর-নারী, যশোবন্তসিংহের শিশু-পুত্রকে ল'য়ে তার সঙ্গে এসেছে।"

সম্রাটের মুখমণ্ডলে হর্ষচিহ্ন প্রকটিত হইল। তিনি বলিলেন, "বুঝেছি! পার্ব্বত্য-প্রদেশে দুরাত্মা যশোবন্তসিংহের মৃত্যুর পর তাহার পরিবারবর্গ যোধপুরে প্রত্যাগমন ক'র্‌চে! এ আনন্দ-সংবাদ এতক্ষণ আমাকে কেহ বিদিত করে নাই, বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়!—আফ্‌জুল! তুমি শীঘ্র কুমার আক্‌বরকে আমার নিকট আস্‌তে বল।"

আফ্‌জুল সম্রাটের আদেশ পালনের জন্য প্রস্থান করিল।

সম্রাট আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "এতদিন পরে মোগল-সাম্রাজ্যের চিরশত্রু সবংশে নির্ম্মূল হবে! যশোবন্ত সিংহের শিশু-পুত্রকে আজই জল্লাদের কুঠারতলে সমর্পণ ক'র্‌ব!"

অল্পক্ষণ মধ্যেই কুমার আক্‌বর আফ্‌জুলের সঙ্গে আসিয়া করজোড়ে দাঁড়াইলেন। ঔরঙ্গজেব বলিতে লাগিলেন, "কুমার! আমাদের এ মহম্মদীয় সাম্রাজ্যের অবশিষ্ট কাফের-শত্রু যশোবন্ত সিংহকে ও তাঁহার পুত্র পৃথ্বীসিংহকে কত কৌশলে নিহত ক'রেছি। কিন্তু এখনও সেই বিষধর-বংশে একটী শিশু-সর্প জীবিত আছে। অবিলম্বে তারও প্রাণসংহার আবশ্যক। আফ্‌-জুলের মুখে শুন্‌লেম, সেই শিশুসর্প আজ এখানে এসেছে।"

কুমার আক্‌বর উত্তর করিলেন, "পিতঃ! আমি জানি, যোধ-পুরাধিপতি যশোবন্তসিংহের মৃত্যুর পর তাহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গ ও অনুচরগণ, মৃত রাঠোররাজের শিশুপুত্রকে সঙ্গে ল'য়ে, আজ দিল্লী নগরে আশ্রয় গ্রহণ ক'রেচে। তারা শীঘ্রই যোধপুরে প্রত্যাগমন ক'র্‌বে।"

"আর যোধপুরে গিয়ে এই শিশুসর্পের জন্য নূতন রাজসিংহাসন প্রস্তুত ক'র্‌বে! তাই তোমাকে আদেশ ক'র্‌চি, যশোবন্তের অনুচরগণকে, প্রলোভন দানে কিংবা ভয় প্রদর্শনে, এই শিশুকে আমার নিকট সমর্পণ ক'র্‌তে বল। যতদিন এই শিশুকে শমন-ভবনে পাঠাতে না পারি, ততদিন আমার হৃদয়ে ঘোরতর আশঙ্কা থাক্‌বে।"

কুমার উত্তর করিলেন, "পিতঃ! আজ যশোবন্তসিংহের পরিবারবর্গ ও পতিপুত্রহীনা যোধপুর-রাজমহিষী বিষম বিপদে পতিত। আপনি সমগ্র ভারতের সম্রাট, তাই সেই নিরাশ্রয়া, শোকাতুরা বিধবা রাজমহিষী আপনারই সিংহাসনতলে আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছে। এ সময়ে এই আশ্রিত রাজপরিবারের প্রতি এরূপ ব্যবহার রাজধর্ম্ম-বিগর্হিত ব'লে বোধ হয়।"

সম্রাটের মুখমণ্ডল ক্রোধে আরক্তিম হইল। তিনি সরোষে উত্তর করিলেন, "ক্ষান্ত হও, মূর্খ! আমাকে রাজনীতি শিক্ষা দিতে হবে না। বিপন্ন হ'ক্, অথবা আশ্রিত ও পদানত হ'ক্, কাফেরের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন ক'র্‌তে হবে—এ অপূর্ব্ব রাজনীতি কোথায় শিক্ষা ক'র্‌লে? এখন আমি অনুমতি ক'র্‌চি, শীঘ্র আমার আদেশ প্রতিপালন কর। কৌশলে অথবা বলপ্রয়োগে, প্রলোভন প্রদর্শনে অথবা তরবারি সঞ্চালনে, যেমন ক'রে পার, শিশু-রাজকুমারকে জননী-ক্রোড় হ'তে অপহরণ ক'রে, জল্লাদের কুঠারতলে নিক্ষেপ কর। অবিলম্বে রাঠোর অনুচরগণকে আমার আদেশ বিদিত কর যে, যোধপুররাজের শিশুপুত্রকে দিল্লীশ্বরের নিকট সমর্পণ না ক'র্‌লে, তারা দিল্লীনগর পরিত্যাগ ক'রে অন্য কোথাও যেতে পার্‌বে না। একাকী যেতে সাহস না হয়, আফ্‌জুলকে সঙ্গে ল'য়ে যাও।—যাও, আফ্‌জুল, শীঘ্র যাও। সেই ভুট্টাভোজী রাঠোর-সেনাপতিকে বল,—যশোবন্তের শিশুপুত্রকে আমার নিকট পাঠিয়ে দিলে, তার প্রতিদানস্বরূপ, আমি তাকে সমগ্র মাড়ওয়ার দেশের অধিপতি

ক'র্ব। আর তা না হ'লে এখনি কাফের-রক্তে দিল্লীর রাজপথ প্লাবিত হবে! মোগল-সেনাগণকে আদেশ কর, রাঠোরদলের আবাস-স্থান চারিদিক্ হ'তে অবরুদ্ধ করে। কেহ যেন পলায়ন ক'র্তে না পারে। যাও, আক্‌বর! একবার আমার আদেশ লঙ্ঘন ক'রে, তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মোয়াজিমের কি দুর্দ্দশা ঘ'টে-ছিল, তাহা যেন স্মরণ থাকে।"

কুমার আক্‌বর কোন উত্তর না দিয়া, মস্তক অবনত করিয়া, সম্রাটের আদেশ পালনে সম্মতি প্রকাশ করিয়া, চাটুকার আফ্‌জ্‌লের সঙ্গে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রাঠোর-বীর।

দিল্লী নগরে, বিস্তীর্ণ প্রাসাদের অভ্যন্তরে, প্রাঙ্গণ-মধ্যে যোধপুর-রাজমহিষী অরুন্ধতী দেবী তাঁহার শিশুপুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার সম্মুখে রাঠোর-সেনাপতি দুর্গাদাস দণ্ডায়মান। দুর্গাদাস বলিতেছিলেন, "দেবি! আমরা নিশ্চয়ই বিষম ভ্রমে পতিত হ'য়েছি! আমি পূর্ব্বেই ব'লেছিলেম, রাজশিশু অজিতসিংহ ও রাঠোর-রাজবংশের ললনাগণ সঙ্গে দিল্লী নগরে আসা কোনক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। আমরা জেনে শুনে কাল-সর্পের গহ্বরে প্রবেশ ক'রেছি!"

রাজমহিষী উত্তর করিলেন, "কেন? আমরা দিল্লীশ্বরের নিকট আবার কি অপরাধ ক'রেছি? আমি আজ রাজরাজেন্দ্র-রাণী হ'য়ে তাঁর জন্য পথের ভিখারিণী! তিনি বিনাদোষে আমার বীর পুত্র, রাঠোর-রাজকুলের অমূল্য রত্ন, আমার হৃৎপিণ্ড চূর্ণ ক'রে অপহরণ ক'রেছেন। তিনি কত ছলনা, কত প্রবঞ্চনা ক'রে আমার রাজাধিরাজকে যমভবনে পাঠিয়েছেন। তাঁর সকল সাধ তো পূর্ণ হ'য়েছে! তবে আজ আবার সশস্ত্র মোগল-সৈন্যে এ শোক-ভবন কেন বেষ্টিত হ'য়েছে?"

দুর্গাদাস উত্তর করিলেন, "দেবি! দাসের অপরাধ মার্জ্জনা ক'র্বেন। এখনও দানব ঔরঙ্গজেবের দেবরুধির তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত হয় নাই! আপনি কি বুঝ্তে পার্ছেন না, আপনার এই নব-প্রসূত শিশুতনয়, এই রাঠোর-রাজকুল-কমলের ক্ষুদ্র কলিকা এখনও আপনার বারিহীন হৃদয়-সরোবরে বিরাজ ক'র্ছে?"

রাজমহিষী অরুন্ধতী, ক্রোড়স্থিত শিশুপুত্রকে গাঢ় আলিঙ্গনে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, বারংবার তাহার মুখচুম্বন করিয়া, সাশ্রু-নয়নে বলিলেন, "না! না! দুর্গাদাস! অসম্ভব কথা! এ ক্ষুদ্র শিশুও কি ভারত-সম্রাটের শত্রু? আমার এ দানবদলিত শুষ্ক নন্দনবনের পারিজাত-কলি বৃন্তচ্যুত ক'র্তে ইচ্ছা করে, কোন্ দানবের হৃদয় এত কঠোর?"

দুর্গাদাস কঙ্কালস্থ অসি স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "আর তা যদি হয়, দেখ্ব, কোন্ দানবের এত সাহস! দেবি! আপনি এখন অন্তঃপুরে যান। মোগল-সেনাগণ কি জন্য আমাদের বাসভবন অবরোধ ক'রেছে, সে সংবাদ অবিলম্বে আপনাকে বিদিত ক'র্ব। আপনি কিছুমাত্র চিন্তিত হবেন না। দুর্গাদাস আপনার চিরদাস।"

রাজমহিষী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা তো এইমাত্র বাদ্‌শাহের আমখাসে গিয়েছিলে। বাদ্‌শাহ তোমাদিগকে কি ব'ল্লে?"

দুর্গাদাস উত্তর করিলেন, "আপনি তো জানেন, আরঙ্গশা শঠতা ও কপটতার জীবন্ত মূর্ত্তি! সে স্পষ্টরূপে কোন কথা না

ব'লে এইমাত্র ব'ল্‌লে, 'তোমরা দিল্লী নগর পরিত্যাগ কর্‌বার পূর্ব্বেই আমার আদেশ জান্‌তে পাবে। আমি অল্পক্ষণ মধ্যেই তোমাদের নিকট সংবাদ পাঠাব।”

দুর্গাদাস বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন, দ্বারদেশে রাঠোর-সেনাগণ সমবেত ও তাঁহাদের সম্মুখে সম্রাট-তনয় আক্‌বর, আফ্‌জুল খাঁর পার্শ্বে নীরবে বিষণ্ণমুখে দণ্ডায়মান! দুর্গাদাস, আক্‌বরকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া, তাঁহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন। আক্‌বর বলিলেন, “বীর রাঠোর-সেনাপতি! আজ আমি নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও, পিতার নিকট হ'তে দৌত্য গ্রহণ ক'রে, আপনার সঙ্গে সাক্ষাত ক'র্‌তে এসেছি। তিনি আপনার নিকট যে সকল সংবাদ পাঠিয়েছেন, সেনাপতি আফ্‌জুল খাঁ সে সকল কথা আপনাকে ব'ল্‌বেন। পাছে আমি তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করি, সেই জন্য তিনি আফ্‌জুল খাঁকে আমার সঙ্গে পাঠিয়েছেন।—তবে, আফ্‌জুল! রাঠোর-সেনাপতির নিকট পিতার আদেশ বিবৃত কর। আমি এখন জুম্মা-মস্‌জিদে প্রত্যাগমন ক'র্‌চি। তুমি কিছুক্ষণ পরে, রাঠোর-সেনাপতির অভিপ্রায় অবগত হ'য়ে, আমার সঙ্গে সাক্ষাত করিও।”

কুমার আক্‌বর ধীরে ধীরে কি ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেলেন। আফ্‌জুল খাঁ, যেন কোন্ কথায় সম্রাটের আদেশ রাঠোর-সেনাপতির নিকট বিবৃত করিবে ঠিক্ করিতে না পারিয়া, একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। আবার ভূতলে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দুর্গাদাসের দিকে চাহিয়া দেখিল। অকস্মাৎ

তাহার আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। সেই শ্বেত অশ্বারূঢ় ভুট্টা-ভোজী রাঠোর-বীরের চিত্রপটের জীবন্ত মূর্ত্তি স্বচক্ষে সম্মুখদেশে প্রত্যক্ষ করিল! তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল।

দুর্গাদাস বলিলেন, "সেনাপতি মহাশয়! সম্রাট কি আদেশ দিয়েছেন, শীঘ্র বলুন।"

বীর রাঠোর-সেনাপতির সেই গম্ভীর স্বর কাপুরুষ আফ্‌জুলের অন্তর-মধ্যে বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় ধ্বনিত হইল। সে মনে মনে ভাবিল, "কি জন্য এই কাফের-বীরের চিত্রপট দেখ্‌লে স্বয়ং বাদ্‌শাহের মনে ভয় হয়, তা এতদিন পরে বুঝ্‌লেম!"

দুর্গাদাস আবার বলিলেন, "কি ব'ল্‌তে এসেছেন, বলুন।"

আফ্‌জুল বলিল, "আমাকে অভয় দান করেন তো—"

দুর্গাদাস হাসিলেন।

কোষাধ্যক্ষ চন্দ্রভানু বলিলেন, "তুমি দূত মাত্র। তোমার কিসের ভয়?"

আফ্‌জুল নিরুত্তর।

সেনাপতি রঘুনাথ হাসিয়া বলিলেন, "আমরা কাপুরুষ শত্রুকে ঘৃণা ও ক্ষমা করি। তোমার ভয় নাই।"

আফ্‌জুল চারিদিকে চাহিয়া বলিল, "তবে—তবে বলি।—আপনাদের আশ্রয়ে—কিন্তু যদি আপনাদের কেহ সজোরে আমার গর্দান ধারণ ক'রে আমাকে যমালয়ে পাঠান, তবে আমাকে রক্ষা করেন, এমন একজনও মুসলমান এখানে নাই।"

"তবে তুমি গিয়ে বাদ্‌শাহকে বল যে, আমরা সকলে তাঁর আমখাসে উপস্থিত হ'য়ে, তিনি যা আদেশ করেন, তাই শুন্‌ব।"

আফ্‌জুল বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! তাও কি হয়? তাহ'লে বাদ্‌শাহের নিকট উপস্থিত হবামাত্র, তিনি আমাকে শূলে চড়িয়ে দিতে হুকুম দিবেন। তবে—যা থাকে অদৃষ্টে—আমি বলি শুনুন। বলি—বলি—এই ব'ল্‌চি, শুনুন! বাদ্‌শাহ আজ্ঞা দিয়েছেন, যশোবন্তসিংহের যে একটী শিশু আপনাদের সঙ্গে আছে, তাকে আজ বাদ্‌শাহের নিকটে পাঠিয়ে দিলে—"

"তার পর বল—শীঘ্র বল, ভয় নাই।"

"তার পর—তিনি অতি উত্তম কথাই ব'লেছেন—বাদ্‌শাহের নিকট এই ছেলেটাকে পাঠিয়ে দিলে, তিনি সমস্ত মাড়ওয়ার দেশ সেনাপতি দুর্গাদাসকে আর তাঁর সঙ্গিগণকে ছেড়ে দিবেন। তাঁরা পরম সুখে পুত্র-পৌত্রাদি—"

দুর্গাদাসের বজ্রগম্ভীর স্বর আবার আফ্‌জুলের কর্ণে প্রবেশ করিল। দুর্গাদাস বলিলেন, "ক্ষান্ত হও, যবন! আমরা বুঝেছি!"

আফ্‌জুল ভূতলে বসিয়া পড়িল। আবার সাহসে ভর করিয়া বলিল, "বাদ্‌শাহের আদেশের মর্ম্ম এখনও আপনি বুঝ্‌তে পার্‌লেন না। তিনি আপনাদের পরম হিতৈষী। তিনি এত বড় মাড়ওয়ার দেশ সমস্ত আপনাকে দান ক'র্‌বেন।"

রঘুনাথ বলিলেন, "বাদ্‌শাহ পাগল হ'য়েছেন নাকি? মাড়ওয়ার দেশ চিরকাল স্বাধীন,—তাঁর সেখানে কি অধিকার? আর আমরা যদি বাদ্‌শাহের এ প্রস্তাবে সম্মত না হই?"

আফ্‌জুল বলিল, "হাঁ, বেশ কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। আর যদি আপনারা এই ছেলেটাকে তাঁর নিকটে দিয়ে আস্‌তে সম্মত না হন, তা হ'লে—তা হ'লে—"

"তা হ'লে কি ?—শীঘ্র বল ?"

আফ্‌জুল খাঁ উত্তর করিল, "তা হ'লে—তা হ'লে কি কুক্ষণেই আজ বাদ্‌শাহের আদেশ ল'য়ে এখানে এসেছি!—তিনি ব'লেচেন,—আমার কিন্তু অপরাধ গ্রহণ ক'র্‌বেন না—তিনি ব'লেচেন, তা হ'লে আজ দিল্লীর রাস্তায় আপনাদের সকলের রক্তের ঢেউ খেল্‌বে! তিনি কাহাকেও পলায়ন ক'র্‌তে দিবেন না।"

সমবেত রাঠোর-বীরগণের কোষমুক্ত তরবারিসমূহ হইতে ঘোর ঝন্‌ঝনা-ধ্বনি উত্থিত হইল। আকস্মিক শত বিদ্যুত বিস্ফারণের ন্যায় সেই তরবারিসমূহের উজ্জ্বল জ্যোতি সূর্য্যকিরণে প্রতিফলিত হইল।

দুর্গাদাস উত্তর করিলেন, "এতক্ষণে বুঝ্‌লেম, আমার অনুমান সম্পূর্ণ সত্য! এই জন্যই দানব-সম্রাট আমাদের আবাসস্থান অবরোধ ক'রেছে—শুন, দানব-সেনাপতে। তোমার দানব-সম্রাটকে গিয়ে বল, আমরা তাঁর আদেশ পালনে অসম্মত হ'লেম। তাঁকে সংবাদ দেও, আমার সঙ্গে পাঁচশত রাঠোর-সেনা আছে। সেই পাঁচশত রাঠোরের পাঁচশত তরবারি হ'তে আজ যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হবে, তাতে দিল্লীশ্বরের লক্ষ যবন-সেনা ভস্মীভূত হবে। এই পাঁচশত রাঠোরের একজনের

হৃদয়ে একবিন্দু শোণিত থাকৃতে, আমরা স্বর্গগত দেব যশোবন্ত সিংহের শিশুপুত্রকে দানব-হস্তে সমর্পণ ক'র্‌ব না। কাপুরুষ সম্রাটকে বলিও, আমরা রাজপুত-বীর। আমরা অতি আনন্দে মৃত্যুকে আলিঙ্গন ক'রে থাকি। যাও, শীঘ্র এখান হ'তে প্রস্থান কর!"

আফ্‌জুল কম্পিত কলেবরে, কেহ তরবারি হস্তে তাহার পশ্চাতে আসিতেছে কিনা সেই ভয়ে বারংবার পশ্চাতে দেখিতে দেখিতে, দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

দুর্গাদাস আপন অনুচরবর্গের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "রাঠোর-বীরগণ! সুজাবৎ ও চন্দাবৎ কুলের বংশধরগণ! আজ আমাদের মনুষ্য-জীবন ধন্য হবে। আজ আমরা সকলে হৃদয়ের শোণিত দানে স্বর্গগত যশোবন্তসিংহের শিশুপুত্রকে রাক্ষস-সম্রাটের হাত হ'তে রক্ষা ক'র্‌ব। রাক্ষস ঔরঙ্গজেব স্বপ্নেও যাহা কল্পনা করে নাই, তা আজ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ ক'র্‌বে। আজ সে এখনই দেখ্‌তে পাবে, পাঁচশত মাত্র রাজপুতবীর পাঁচসহস্র যবন-সেনাকে যমসদনে পাঠাতে পারে। আজ এই রাজধানী দিল্লীনগরে যবন-শোণিতের তরঙ্গ উত্থিত হবে। অই উর্দ্ধে চেয়ে দেখ, দেব যশোবন্তসিংহ অমর-ভবন হ'তে প্রীতিফুল্লনয়নে রণসমুদ্রে ঝাঁপ দিবার জন্য উৎসাহ দান ক'র্‌চেন! তবে আর বিলম্বে কাজ নাই। আপন আপন অশ্ব সুসজ্জিত কর। একবার সকলে সানন্দে সমকণ্ঠে বল,—"জয়! দেব যশোবন্তসিংহের জয়!"

অকস্মাৎ সেই রণোন্মত্ত রাঠোরদলের জয়ধ্বনি, দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া, তীব্র রবে, বিশ্রাম-ভবনে আসীন সম্রাট ঔরঙ্গজেবের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সমশের।

কুমার আক্বর সম্রাটের বিশ্রাম-ভবনে আসিয়া ম্লান মুখে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। সম্রাট বলিলেন, "বুঝেছি, মূর্খ রাঠোর-সেনাপতি আমার আদেশ পালনে অসম্মত হ'য়েছে! কিন্তু সে কি জানে না, দিল্লীশ্বরের অগণ্য সেনা, মুহূর্ত্ত মধ্যে একে একে তাদের সকলের মস্তকচ্ছেদ ক'রে, অই ভুজঙ্গ-শিশুকে এখনি আমার সম্মুখে জল্লাদের শাণিত কুঠারতলে অর্পণ ক'র্বে?"

আক্বর কম্পিত-কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "পিতঃ! আজ যে ভয়ঙ্কর দৃশ্য প্রত্যক্ষ ক'র্লেম, স্বপ্নেও তা কল্পনা করি নাই। আমি দূর হ'তে দেখ্লেম, আফ্জুলের মুখে আপনার অনুমতি শুনে, পাঁচশত রাঠোর-বীর সহসা উন্মত্ত হ'য়ে, ঘোর হুহুঙ্কারে, পাঁচশত তরবারি হাতে ল'য়ে নৃত্য ক'র্তে লাগ্ল! সহসা সেই পাঁচশত উলঙ্গ অসি হ'তে দিগন্তব্যাপী ভীষণ কালানল নিঃসৃত হ'ল! অই শুনুন, এখনও সেই তরবারির ঘোর ঝন্ঝনা-ধ্বনি দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হ'চ্চে! তার পর—"

সম্রাট উপহাসে উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন, "তার পর তুমি সেই ক্ষিপ্ত কুক্কুরদলের দংষ্ট্রাঘাত ভয়ে, নারীর অঞ্চলের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণের আশায় পলায়ন ক'র্‌লে! তার পর, আর কি ব'ল্‌তে ইচ্ছা হয়, বল।"

আক্‌বর যেন সম্রাটের কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া বলিতে লাগিলেন, "তারপর যে ভীষণ দৃশ্য প্রত্যক্ষ ক'র্‌লেম, তা মনে করে এখনও হৃৎপিণ্ড কম্পিত হ'চ্চে। রাঠোর-বীরগণ মোগল-সেনাহস্তে মৃত্যুমুখে মুখে পতিত হ'লে, পাছে তাদের রমণীগণ শত্রুর নিকট অপমানিত হয়, এই আশঙ্কায়, একটী বারুদপূর্ণ কক্ষ-মধ্যে রমণীগণকে অবরুদ্ধ ক'রে, তাতে অগ্নি-সংযোগ ক'র্‌লে! একবার মাত্র শত রমণীর উচ্চ কণ্ঠ-ধ্বনির সঙ্গে ভীষণ বজ্রনিনাদ উত্থিত হ'ল! মুহূর্ত্ত-মধ্যে আবার সকলি নীরব হ'ল। শত রমণী-দেহ একসঙ্গে ভস্মরাশিতে পরিণত হ'ল!"

ঔরঙ্গজেব হাসিয়া বলিলেন, "অতি সুন্দর দৃশ্য! এই রাজদ্রোহী বিধর্ম্মী কাফেরগণ দিল্লীশ্বরের আদেশ লঙ্ঘনের বিষময় ফলের আস্বাদ গ্রহণ ক'র্‌তে আরম্ভ ক'রেছে! তবে কেন এই বিকটরূপী রাঠোর-সেনাপতির দল এখনও মোগল-সেনাগণের হস্তে নিহত হয় নাই?"

আক্‌বর বলিলেন, "দেব! সত্য কথা ব'ল্‌তে কি, আমার বিশ্বাস, যদি এই বীর রাজপুতগণ আপনার শত্রু না হ'য়ে মিত্র হ'ত, তবে নিশ্চয়ই এই দিগন্তব্যাপী অটল মহম্মদীয় রাজ্যের গৌরব দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হ'ত! তাই আপনার নিকট দাসের

বিনীত নিবেদন, এই রাঠোর-সেনাগণের অপরাধ মার্জ্জনা করুন। বিপন্না, নিঃসহায়া, শোকাতুরা রাঠোর-রাজমহিষীকে ও নিরপরাধ শিশুপুত্রকে ল'য়ে যোধপুরে প্রত্যাগমন ক'র্‌তে অনুমতি দান করুন।"

সম্রাটের মুখমণ্ডল অকস্মাৎ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। তিনি যেন সত্রাসে, কিয়ৎক্ষণ আক্‌বরের মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "বসন-মধ্যে, নিজের বক্ষস্থলে কালসর্প পোষণ ক'রেছিলেম, তা এতদিন জান্‌তে পারি নাই! হা! কি ব'ল্‌লি, মূর্খ আক্‌বর! আমি আরঙ্গশাহ—সমগ্র ভারতের কাফেরদলের উচ্ছেদ সাধন যার জীবনের চিরব্রত—আজ তোমার মত মূর্খের পরামর্শে, করতলগত চিরশত্রুগণকে পলায়ন ক'র্‌তে দিব? সেই ভুট্টাভোজী দুর্দ্ধর্ষ রাঠোর-সেনাপতিকে, যার কালান্তক ভীষণ মূর্ত্তি স্মৃতিপথে উদিত হ'লে মহম্মদীয় সাম্রাজ্যের ভবিষ্যতের অন্ধকার-কল্পনায় হৃদয় আকুল হয়, আজিকার এই পিঞ্জরবদ্ধ যোধপুর-রাজবংশের ভবিষ্যত নেতা, রাঠোর-রাজশিশুর সঙ্গে পলায়ন ক'র্‌তে দিব? হায়, কি কুক্ষণে সেই মোগল-সম্রাট কুলকলঙ্ক আক্‌বরের নামে তোর নামকরণ হ'য়েছিল! হা মূঢ়! নিশ্চয় জানিও, আমার অটল প্রতিজ্ঞা,—রাঠোর-রাজধানী যোধপুরের সঙ্গে সমগ্র রাজস্থান অচিরাৎ ভীষণ শ্মশানভূমে পরিণত ক'র্‌ব। যদি জীবনে মমতা থাকে, আমার সম্মুখ হ'তে দূর হও! আর যেন এ জীবনে আমাকে তোমার মুখদর্শন ক'র্‌তে না হয়।"

আকৃবরের সুকুমার মুখমণ্ডল রক্তিমবর্ণ ধারণ করিল। তিনি উত্তর করিলেন, "এই কি সমগ্র ভারতের অধীশ্বর, ত্রিংশ কোটী হিন্দু-মুসলমানের ভাগ্যবিধাতা, পবিত্র মহম্মদীয় ধর্ম্মের অবতার, ভারত-সম্রাটের উপযুক্ত প্রতিজ্ঞা? আপনি নিশ্চয় জান্‌বেন, ধর্ম্মের জয় অধর্ম্মের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। আমি দিব্যচক্ষে দেখ্‌তে পাচ্চি, ভারতভূমে মুসলমান-সাম্রাজ্যের অধঃপতনের আর বিলম্ব নাই।"

আকৃবর ধীরে ধীরে, চিন্তিত অন্তঃকরণে সম্রাটের নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন। তিনি প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া কাহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। অনেক স্থান অন্বেষণ করিয়া, সমবেত মুসলমান-সেনামণ্ডলীর নিকটে আসিলেন। সেই রাঠোর-রাজপুরুষগণের গতিরোধকারী, সমবেত সেনাগণ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে, একজন প্রৌঢ়বয়স্ক মুসলমান একাকী দাঁড়াইয়া, সকৌতূহলে, উন্মত্তপ্রায় রাঠোর-সেনাদল ও তাহাদের অবরোধ-কারী মোগল-সেনাদলের দিকে চাহিয়াছিল। আকৃবর তাহার নিকটে গিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন, "সম্‌শের আলি! এখানে একাকী দাঁড়িয়ে কি দেখ্‌চ?"

সম্‌শের চমকিয়া আকৃবরকে সেলাম করিয়া উত্তর করিল, "জাঁহাপনা! দাসের অপরাধ মার্জ্জনা ক'র্‌বেন! আপনি এখানে এসেছেন, তা এতক্ষণ দেখ্‌তে পাই নাই। এইমাত্র যে ভীষণ দৃশ্য প্রত্যক্ষ ক'র্‌লেম, তাতে আমি জ্ঞানশূন্য হ'য়েছি। অই রাঠোর-বীরগণের ভীমগর্জ্জন শুনে, আমি এখানে এসে দেখ্‌লেম,

মোগল-সেনাগণ রাঠোর-ভবন অবরোধ ক'রেছে, আর রাঠোর-সেনাগণ শূন্যে তরবারি সঞ্চালন ক'রে উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য ক'র্‌চে! তার পরে যা দেখ্‌লেম, তাতে আমার হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হয়ে গেল। দেখ্‌লেম, রাঠোরদল তাঁদের বহুসংখ্যক যুবতী রমণীকে, বোধ করি তাদের ভগিনী, বনিতা ও তনয়াগণকে, একত্র সম্মিলিত ক'রে, একে একে তাদের সকলের নিকট স্নেহালিঙ্গনে বিদায় গ্রহণ ক'রে, অই ভগ্নাবশেষ কক্ষ-মধ্যে তাদের সকলকে রুদ্ধ ক'র্‌লে! তাদের সকরুণ ক্রন্দন-ধ্বনি শুনে পাষাণও বিদীর্ণ হ'তেছিল। তারপরে সেই বারুদপূর্ণ কক্ষ অগ্নিসংযুক্ত হবামাত্র এককালে সহস্র বজ্রধ্বনি উত্থিত হ'ল ও নিমেষ-মধ্যে সেই কুসুমকোমল শত রমণীদেহ ভস্মরাশিতে পরিণত হ'ল! তারপর, অই দেখুন! রাঠোর-বীরগণ তরবারি হস্তে অই বহুসংখ্যক মুসলমানদলের প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হ'চ্চে! শুন্‌লেম, সম্রাট্‌ সেনাগণকে আদেশ দিয়েছেন,—অই রাঠোর-বীরগণের সংহার সাধন ক'রে, যোধপুররাজ যশোবন্তসিংহের শিশুপুত্রকে তাঁর নিকট সমর্পণ ক'র্‌তে হবে! যুবরাজ! দাসের প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা ক'র্‌বেন, সম্রাট এরূপ নিষ্ঠুর জঘন্য আচরণে কেন প্রবৃত্ত হ'য়েছেন, তা এ অধীনের ক্ষুদ্রবুদ্ধির অগম্য।"

আক্‌বর করুণ স্বরে উত্তর করিলেন, "সম্‌শের! আজ বাদ্‌শাহকে তাঁর বুদ্ধিভ্রংশের ও তাঁর নিষ্ঠুরতায় চরমসীমায় উপনীত দেখে, আমিও তোমার মত ক্ষুব্ধ বিস্মিত ও মর্ম্মাহত হ'য়েছি! কিন্তু এখন সে সকল কথার সময় নাই। আমি এতক্ষণ একটী

প্রয়োজনীয় কার্য্যসাধনের জন্য তোমায় অন্বেষণ ক'র্‌ছিলেম। সে কাজ সাধন করা তুমি বই আর কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। তুমি শৈশবাবধি আমাকে পিতার ন্যায় অতি স্নেহে প্রতিপালিত ক'রেছ, তুমি চিরদিন সম্পদে ও বিপদে আমার চিরসুহৃৎ। তাই তোমার উপর আজ একটী অতি গুরুতর কার্য্যের ভার অর্পণ ক'র্‌চি।"

সম্‌শের আলি উত্তর করিল, "যুবরাজ! অনুমতি করুন; আমি আপনার কার্য্য সম্পন্ন কর্‌বার জন্য জীবন সমর্পণ ক'র্‌তে প্রস্তুত আছি।"

আক্‌বর বলিলেন, "তবে শুন, সম্‌শের! আমি তোমাকে পূর্ব্বেই ব'লেছি, আমি পিতার নিষ্ঠুরতা ও অবিমৃশ্যকারিতায় যার-পর-নাই মর্ম্মাহত হ'য়েছি। আমি তাঁকে এই জঘন্য আচরণ হ'তে নিবৃত্ত কর্‌বার জন্য করজোড়ে ও সজল-চক্ষে মিনতি ক'রেছি। কিন্তু সকলি বিফল হ'য়েছে। এখন আমি প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, যে কোন উপায়ে হউক, এই নিরপরাধ রাঠোর-রাজ-শিশুর জীবন রক্ষা ক'র্‌তে হবে। অনেক চিন্তা ক'রে একটী উপায় অবধারণ ক'রেছি।"

সম্‌শের করজোড়ে বলিল, "অনুমতি করুন।"

"তুমি কালবিলম্ব না ক'রে, মিষ্টান্নবিক্রেতার বেশ ধারণ ক'রে, একটী মিষ্টান্নের ঝোড়া কাঁধে ল'য়ে, রাঠোর-সেনাপতি দুর্গাদাসের সঙ্গে গোপনে সাক্ষাত কর। তাঁকে তোমার সাধু অভিসন্ধির কথা বিদিত ক'রে এই রাজশিশুকে

সেই ঝোড়ার ভিতরে প্রচ্ছন্ন রেখে. তাকে দূরে ল'য়ে গিয়ে কোন নিভৃত স্থানে লুক্কায়িত রাখ। তারপর আমার নিকট গোপনে সংবাদ প্রেরণ করিও।"

সমশের বলিল, "কিন্তু আমি যে সত্য সত্যই শিশুর জীবন রক্ষা ক'রতে এসেছি. একথা কে বিশ্বাস ক'রবে? সকলে মনে ক'রবে, আমি বাদশাহের গুপ্তচর।"

আকবর উত্তর করিলেন. "তুমি জান না, রাঠোর-সেনাপতি দুর্গাদাস অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী। আমার বিশ্বাস. তোমার কথা যে সত্য. তুমি যে সত্য সত্যই তাঁর হিতসাধনের জন্য ছদ্মবেশে তাঁর নিকটে এসেছ. এ কথা তিনি বুঝ্‌তে পারবেন। তবে যাও, আর বিলম্বে কাজ নাই। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি. হিন্দু-মুসলমানের রক্ষক, সেই সর্ব্বদর্শী রাজরাজেশ্বর আল্লা. তোমাকে নিশ্চয়ই ইহার প্রতিদান দিবেন!"

সমশেরের মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইল। সে পবিত্রাত্মা আকবরের সাধু আদেশ পালনে সম্মত হইল। সেই অন্ধতমসাচ্ছন্ন পাপ-নগরীতে, অধর্ম্মের নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে মহম্মদের পবিত্র ধর্ম্মের নির্ম্মল জ্যোতি দেখা দিল। ভস্মস্তূপের অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন অনলকণা প্রধুমিত বহ্নি স্পর্শে প্রজ্বলিত হুতাশনে পরিণত হইল! সমশের আলি, জীবনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, সহাস্য-মুখে আকবরের আদেশ পালনের জন্য ছুটিল। আকবর অদূরে অন্তরালে দাঁড়াইয়া, আকুল চিত্তে সেই দেবদানবের ভীষণ সমরের পরিণামের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে দানব-সম্রাট ঔরঙ্গজেব সত্রাসে ও সবিস্ময়ে শুনিলেন,—ভুট্টাভোজী রাঠোর-সেনাপতি দুর্গাদাস, পাঁচশত তরবারির সাহায্যে পঞ্চসহস্র যবনসেনা মথিত ও বিচ্ছিন্ন করিয়া, দিল্লীর রাজপথে যবন-শোণিতের তরঙ্গ উত্থিত করিয়া, সম্রাটের প্রাসাদতল দানবমুণ্ডহারে শোভিত করিয়া, বীরদর্পে যোধপুর অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে! আর একজন মুসলমান, যোধপুর রাজশিশুকে সস্নেহে ও সাদরে বক্ষস্থলে লুকাইয়া, কোন্ অপরিজ্ঞাত নিভৃত প্রদেশে লইয়া গিয়াছে!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অপূর্ব্ব ফকির।

সবে মাত্র সূর্য্য উঠিয়াছে। রাঠোর-সেনাপতি দুর্গাদাস ও তাঁহার বিশ্বস্ত সহচর মুকুন্দ দাস, যোধপুর-রাজমহিষী অরুন্ধতী দেবী ও অম্বর-রাজতনয়া অম্বালিকাকে সঙ্গে লইয়া, একটী মস্‌জিদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মস্‌জিদের চারিদিক জনশূন্য। কয়েকদিনের পথশ্রমে, অনিদ্রায় ও অনশনে রাজমহিষী ও অম্বালিকার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল। দুর্গাদাস বলিলেন, "রাজমহিষি! এই মস্‌জিদ সেই মুসলমান-ফকিরের আবাস-স্থান।"

অরুন্ধতী দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা কই? সে ফকির কোথায়? এ মস্‌জিদ-ভবন তো মনুষ্য-সমাগম-শূন্য বোধ হ'চ্চে। তবে বুঝি আমার জীবনসর্ব্বস্ব শিশু আর জীবিত নাই! আমি যা অনুমান করেছিলেম, তাই বুঝি সত্য হ'ল! বাদ্‌শাহের গুপ্তচর আমার হৃদয়ের ধনকে কোথায় ল'য়ে গিয়ে হত্যা ক'রেছে!"

দুর্গাদাস উত্তর করিলেন, "দেবি! এরূপ অসম্ভব কল্পনায় বিচলিত হবেন না। মস্‌জিদের ভিতরে চলুন। সেই ফকিরের সঙ্গে এখানে অবিলম্বে সাক্ষাৎ হবে। আমি অনেক দিন হ'তে তাঁর সঙ্গে পরিচিত। আপাততঃ এইখানে শ্রান্তি অপনয়ন করুন।"

রাজমহিষী, ক্ষণমাত্র সেইখানে অপেক্ষা করিয়া, আবার সজল-চক্ষে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অকস্মাৎ তাঁহার আকুল প্রাণে আনন্দধারা প্রবাহিত হইল। তিনি দেখিলেন,—সম্মুখে একজন দীর্ঘাকৃতি, শ্বেতশ্মশ্রু, সহাস্যবদন, শরীরবন্ধ প্রথমাশ্রমের ন্যায়, মুসলমান-ফকির তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছেন, আর সেই ফকিরের পশ্চাতে কে একটী আলুলায়িতকুন্তলা শুভ্রবসনা জ্যোৎস্নারূপিণী যুবতী, একটী ক্ষুদ্র শিশুকে বক্ষে লইয়া, প্রীতিফুল্ল নয়নে শিশুর দিকে চাহিয়া, তাহার মুখচুম্বন করিতে করিতে, চঞ্চল চরণে তাঁহার দিকে আসিতেছে। অরুন্ধতী দেবী, ফকিরকে অভিবাদন করিয়া, তাঁহার শিশুপুত্রকে ক্রোড়ে লইলেন।

ফকির বলিলেন, "রাজ্ঞি! ভিতরে চলুন।"

মস্‌জিদের অভ্যন্তরে যোধপুর-মহিষীকে সঙ্গে লইয়া গিয়া, ফকির দুর্গাদাসকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "আপনারা পথশ্রমে ক্লান্ত হ'য়েছেন। স্নানাদি সমাপন ক'রে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করুন। তারপর রাজমহিষীর আদেশ গ্রহণ ক'রে, কর্ত্তব্য অবধারণ করা যাবে।"

দুর্গাদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "সমশের আলি এখন কোথায় ?"

ফকির বলিলেন, "তিনি এইখানেই অবস্থান ক'র্‌চেন। তিনি শিশুকে সঙ্গে ল'য়ে কোন নিভৃত স্থানের অন্বেষণ ক'র্‌ছিলেন. এ সংবাদ আমি পূর্ব্বেই জান্‌তে পেরেছিলেম। তাঁকে পথ প্রদর্শন কর্‌বার জন্য একজন শিষ্যকে তাঁর নিকটে পাঠিয়েছিলেম। তারপর আপনাকে সংবাদ দিয়েছিলেম। কিন্তু এখন সে সকল কথার সময় নাই।—বৎসে, বিলাসকুমারি! রাজমহিষী ও তাঁহার সঙ্গিনীকে তোমার অন্তঃপুরে ল'য়ে যাও।—রাজ্ঞি! আমি অনেক দিন হ'তে বৈরাগ্যব্রত অবলম্বন ক'রেছি, কিন্তু এখনও সংসার ত্যাগ ক'র্‌তে পারি নাই। এই মস্‌জিদে ও ইহার পার্শ্ববর্ত্তী ভবনে আমার শতাধিক শিষ্য, স্ত্রী ও পুরুষ, হিন্দু ও মুসলমান অবস্থান করে। তাহাদের মধ্যে অনেকেই আমার গুপ্তচর রূপে হিন্দুস্থানের নানা প্রদেশে পর্য্যটন করে ও দানব-সম্রাট ঔরঙ্গজেবের অত্যাচারের সংবাদসমূহ আমার নিকটে ল'য়ে আসে। আমার যতদূর সাধ্য, সেই সকল অত্যাচারের প্রতি-বিধান-চেষ্টা করি। আপাততঃ ইহাই আমার সাংসারিক জীবনের সারব্রত। আর আমার এই প্রিয়তমা পালিতা কন্যা আমাকে ইহজীবনের জন্য সংসারসূত্রে আবদ্ধ ক'রেছেন। ইঁহার সমস্ত পরিচয় ইঁহার নিজের মুখে শুন্‌তে পাবেন। তবে যাও, বৎসে! বিলম্ব করিও না। আজ শুভক্ষণে যোধপুর-রাজমহিষী তোমার আতিথ্য গ্রহণ ক'রেছেন। তাঁকে যথাসাধ্য পরিচর্য্যায় সম্মানিতা ক'রে জীবন সার্থক কর।"

আহারাদি সমাপন করিয়া, অরুন্ধতী দেবী বিলাসকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসে! তুমি কতদিন হ'তে এই ফকিরের মস্‌জিদে অবস্থান ক'র্‌চ? তোমার পরিচয় জান্‌বার জন্য আমার মনে বড়ই কৌতূহল জ'ন্মেছে!"

বিলাসকুমারী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "রাণী! আমার পূর্ব্বপরিচয় আপনার নিকট বিবৃত ক'র্‌লে, আপনার কোমল হৃদয় ব্যথিত হবে। সংক্ষেপে আপনাকে আমার পরিচয় দিলেই, আপনি আমার সম্বন্ধে অনেক কথা জান্‌তে পার্‌বেন। আমি মিবারের সেনাপতি, স্বর্গগত বিক্রমসিংহের কন্যা।"

অরুন্ধতী দেবীর মুখমণ্ডল সহসা আরক্তিম হইল। তিনি বলিলেন, "আমি জানি, বীর সোলাঙ্কি-সেনাপতির সুন্দরী বালিকা-কন্যাকে অপহরণ কর্‌বার জন্য, যবন-দস্যু নিদ্রিতাবস্থায় তাঁর অমূল্য জীবন হরণ ক'রেছিল!"

বিলাসকুমারী বলিল, "হাঁ, রাণী! সে আজ আট বৎসরের কথা। এই দেবসদৃশ মুসলমান ফকির, সহসা সেই রাত্রে পিতার মৃতদেহের নিকট উপস্থিত হ'য়ে, আমাকে পিশাচের হাত হ'তে রক্ষা ক'র্‌লেন। সেই দিন অবধি আজ পর্য্যন্ত তাঁর অতুল যত্নে তাঁরই নিকট প্রতিপালিতা হ'য়েছি। তাঁর অপরিসীম স্নেহ ও যত্নের কথা আর কি ব'ল্‌ব! আমার স্বর্গীয় পিতা আমাকে যে প্রকার শিক্ষা দিতেন, এই ফকির—আমার ইহলোক ও পরলোকের গুরুদেব—তা জান্‌তেন। সে জন্য তিনিও, পিতার মত আমাকে রাজপুত-সেনার বেশে সজ্জিত ক'রে, শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিতে

আরম্ভ ক'র্‌লেন। পিতা আমাকে সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ ও ধর্ম্মশাস্ত্র পড়াতেন, গুরুদেবও আমাকে পিতার মত কালিদাস ও ভারবী, গীতা ও উপনিষদ্ ও তার সঙ্গে মহম্মদীয় পবিত্র গ্রন্থ কোরাণ পড়াতে আরম্ভ ক'র্‌লেন। আমার স্বর্গীয় পিতা, আমি বেশ-ভূষা ভালবাস্‌তেম ব'লে, আমাকে কত সুন্দর বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত ক'র্‌তেন; আমার গুরুদেবও আমার জন্য কত বহুমূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কার সংগ্রহ ক'রে আমাকে প'র্‌তে দিতেন। আমি শৈশবকালে গীত-বাদ্য ভালবাস্‌তেম; তাই গুরুদেব তাঁর একজন বয়োবৃদ্ধা মুসলমান-শিষ্যাকে আমাকে সঙ্গীত-বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য নিযুক্ত ক'রেছিলেন। আমার গুরুদেব মুসলমান হ'য়েও সংস্কৃত ভাষায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত। গীতা ও উপনিষদ্ আদ্যোপান্ত তাঁর কণ্ঠস্থ। শস্ত্রবিদ্যায়, বোধ করি, রাজপুতানার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর তাঁর সমকক্ষ নহে। আমার এত অধিক বয়স হ'য়েছে, কিন্তু গুরুদেবের চক্ষে আমি এখনও বালিকা। আমার এই সকল শিক্ষা এখনও শেষ হয় নাই। আমি এখনও জয়দেব আবৃত্তি করি; এখনও গুরুদেবের শিষ্যার সঙ্গে সেতার বাজিয়ে গান গাই; এখনও পুরুষমানুষের বেশ ধারণ ক'রে তরবারি ল'য়ে যুদ্ধ ক'র্‌তে শিখি; আবার কত ভাল কাপড় ও গহনা প'রে, কত রকম ফুলের হার ও ফুলের অলঙ্কার নির্ম্মাণ ক'র্‌তে শিখি। আমি গুরুদেবের মুখে প্রতিদিন যে সকল মধুর স্বর্গীয় কথা ও পবিত্র উপদেশ শুন্‌তে পাই, তা মনে ক'র্‌লে, আমার এ অন্ধকার হৃদয়-মধ্যে আনন্দধারা প্রবাহিত হয়!"

অরুন্ধতী দেবী চিন্তিত ভাবে বলিলেন, "আমার যেন মনে হ'চ্চে, আমি শুনেছিলেম, বীর সোলাঙ্কি-সেনাপতি বিক্রমসিংহের একমাত্র কন্যা দেবযানীর সঙ্গে মিবারের রাণা জয়সিংহের পুত্র অমরসিংহের বিবাহ হ'য়েছিল।"

অকস্মাৎ বিলাসকুমারীর মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল! তাহার উজ্জ্বল লোচনে বারিবিন্দু দেখা দিল। সে কিয়ৎক্ষণ নিরুত্তর থাকিয়া, তাহার জীবনে এই প্রথম মিথ্যা কথা বলিল, "রাণী! হয়তো আপনি অমূলক জনরব মাত্র শুনেছিলেন। এখন আমারও একটা কথা জান্‌বার জন্য বড় কৌতূহল জন্মেছে, জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব? আপনার এই অপ্সরারূপিণী সঙ্গিনী আপনার সঙ্গে কোথা হ'তে এসেছেন? ইনি আপনার কে?"

অরুন্ধতী দেবী বলিলেন, "তুমি শুনে থাক্‌বে, আট বৎসরের অধিক হ'ল, রাক্ষস ঔরঙ্গজেব বীরধর্ম্মপরায়ণ অম্বরাধিপতি জয়সিংহের জীবন সংহার ক'রেছিল। অম্বররাজের কনিষ্ঠা মহিষী, আপন শিশুতনয়া অম্বালিকাকে মিবারের রাণার নিকট সমর্পণ ক'রে, মৃতপতির উদ্দেশে চিতারোহণে প্রাণত্যাগ ক'র্‌বেন ব'লে উদয়পুরে এসেছিলেন। আমিও সেই সময় উদয়পুরে আমার পিতৃভবনে এসেছিলেম। সেখানে বিধবা অম্বরমহিষীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁর এই বালিকা-কন্যাকে আমার নিকট সমর্পণ ক'রে চিতারোহণ ক'র্‌লেন। সেই অবধি আমি অম্বর-রাজতনয়া অম্বালিকাকে আমার কন্যার মত প্রতি-পালন ক'রেছি।"

বিলাসকুমারী বলিল, "রাণী! আজ আমার কি শুভ দিন! এত সৌভাগ্য আমার অদৃষ্টে ঘ'ট্‌বে, তা আমি স্বপ্নেও জান্‌তেম না। অই দেখুন, আমার গুরুদেব আপনার সেনাপতি দুর্গাদাসের সঙ্গে এই দিকে আস্‌চেন!"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

ফকিরের মন্ত্রণা।

বিলাসকুমারী সানন্দে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া, ফকিরকে বলিল, "গুরুদেব! এই যে রাণী অরুন্ধতীর সঙ্গিনী আজ আমাদের মস্‌জিদ-ভবন রূপের আলোকে উজ্জ্বল ক'রেছেন, ইঁহার পরিচয়—"

ফকির বলিলেন, "বৎসে! আমি দুর্গাদাসের প্রমুখাৎ ইঁহার পরিচয় অবগত হ'য়েছি। ইনি অম্বর-রাজকুমারী অম্বালিকা।"

ফকির অরুন্ধতী দেবীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এখন ভবিষ্যতে আপনি কি ক'র্‌বেন স্থির ক'রেচেন, আমাকে বলুন। আপনি অসঙ্কোচে আমার নিকট মনের ভাব প্রকাশ করুন। আমাকেও আপনি আপনার বীর-সেনাপতি দুর্গাদাসের মত বিশ্বস্ত ভৃত্য মনে ক'র্‌বেন। আমি স্বয়ং মুসলমান হ'য়ে যে মুসলমান্-সম্রাটের প্রতিযোগিতায় কৃতসংকল্প হ'য়েছি, এতে হয়তো আপনি বিস্মিত হ'য়েছেন। সম্ভবতঃ আপনার মনে নানা সংশয় উপস্থিত হ'য়ে থাক্‌বে।"

অরুন্ধতী দেবী বলিলেন, "দেব! আমি দুর্গাদাসের নিকট হ'তে, এখানে আস্‌বার পূর্ব্বেই, আপনার সমস্ত কথা শুনেছি।

আর আজ আপনার এই পালিতা কন্যা, লোকমনোমোহিনী বিলাসকুমারী আপনার সম্বন্ধে আমাকে অনেক কথা ব'লেছেন। আপনি যে মনুষ্যবেশে দেবতা, সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সংশয় নাই।"

ফকির ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "রাজ্ঞি! আমি হীনশক্তি, দরিদ্র বৃদ্ধ ফকির। আল্লার অসীম রাজ্যে আমি তৃণাদপি ক্ষুদ্র জীব। কিন্তু ক্ষুদ্র তৃণও অকারণ বিনা প্রয়োজনে উদ্ভূত হয় না। আমি লোকালয়ে, মনুষ্য-লোকে জন্মেছি। আমা হ'তে যদি মনুষ্যজাতির তিলমাত্র উপকার সাধিত হয়, তা হ'লেও আমার জীবন সার্থক। নতুবা আমার বিশ্বাস, আমি অরণ্যবাসী পশুর অপেক্ষাও অধম। আজিকার ভারত সম্রাট মোহবশে, দুরাকাঙ্ক্ষার মরীচিকা-ভ্রমে, ন্যায়, সত্য ও ধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। তিনি স্বার্থসিদ্ধির মন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে, দেব মহম্মদের পবিত্র উপদেশ, কোরাণ-শেরিফের সারনীতি কলঙ্কিত ক'র্‌তে কৃতসঙ্কল্প হ'য়েছেন। তিনি সম্রাট-কুলগৌরব আকবর শাহের উদার উচ্চ রাজনীতি পদদলিত ক'র্‌তে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'য়েছেন। এখন মুসলমান মাত্রেরই কর্ত্তব্য,—তাঁর এই অসার, আত্মধ্বংসী, নিষ্ঠুর নীতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ক'রে, সনাতন মহম্মদীয় ধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করে। সেই জন্য, আমি মুসলমান-ফকির হ'য়েও, মুসলমান-সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হ'য়েছি। এখন আপনার অভিসন্ধি অবগত হ'লে, আমি কি প্রকারে আপনার সাহায্য ক'র্‌তে পার্‌ব তা স্থির ক'র্‌ব।"

অরুন্ধতী দেবী বলিলেন, "দেব! আপনি তো জানেন, অন্যের কথা দূরে থাকুক, বাদ্‌শাহ আমার সঙ্গেই কত প্রকার নিষ্ঠুর পৈশাচিক আচরণ ক'রে আস্‌চেন। তিনি কত কৌশলে, আমার বীর পৃথ্বীসিংহকে বিনা অপরাধে কিশোর বয়সে যমসদনে পাঠিয়েছেন! তিনি কত ছলনা ক'রে, আমার রাজাধিরাজের জীবন সংহার ক'রেছেন! তার পরে আবার তিনি, আমার অন্ধকারময় হৃদয়কাননের এই ক্ষুদ্র কুসুমকলিকাটী অপহরণ কর্‌বার জন্য, কালান্তক মূর্ত্তি ধারণ ক'রেছেন! তিনি আমার এই কন্যাসদৃশা রাজতনয়াকে তার ক্ষত্রিয়গৌরব পিতা, মহারাজ জয়সিংহকে সংহার ক'রে—অকূলসাগরে ভাসিয়েছেন! তিনি আপনার এই প্রিয়তমা পালিতা কন্যার ন্যায় আরও কত শত রাজপুতনারীর সর্ব্বনাশ সাধন ক'রেছেন! তিনি আজ সমগ্র রাজস্থান শ্মশানে পরিণত ক'র্‌বেন স্থির ক'রেছেন! আমি ক্ষত্রিয়-রাজতনয়া, আমি রাজপুত-রাজমহিষী, তাই আমিও প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, আমি এ সকল অত্যাচার ও অপমানের প্রতিশোধ দিব! আমি রাক্ষস-সম্রাটকে সবংশে ও সসৈন্যে ভস্মীভূত কর্‌বার জন্য ভীষণ সমরানল প্রজ্জ্বলিত ক'র্‌ব!"

দুর্গাদাস কঙ্কালস্থ তরবারি কোষমুক্ত করিয়া বলিলেন, "আর আপনার এই চিরদাস, স্বর্গগত যশোবন্তসিংহের চিরবিশ্বস্ত ভৃত্য, এই অসি প্রহারে সেই ভীষণ সমরানলে সহস্র যবনমুণ্ড আহুতি দিবে! যবনের রুধির-স্রোতে ভারত-জননীর বক্ষ হ'তে দানবের পদচিহ্ন বিধৌত ক'র্‌বে!"

অরুন্ধতী দেবী বলিলেন, "দুর্গাদাস! এ ঘোর বিপদে তুমিই আমার ভরসা। তুমি যখন আমার সহায়, আর এই মনুষ্যবেশে দেবতা আমার উপর প্রসন্ন, তখন আমার প্রতিজ্ঞা যে সফল হবে, সে বিষয় আমি সংশয় করি না। আমি যাবতীয় রাজপুত-রাজগণের নিকট স্বয়ং উপস্থিত হ'য়ে, তাঁদের সকলের নিকট অসি ভিক্ষা ক'র্‌ব। আমি সমগ্র রাজপুত-জাতিকে, বহুদিনের গাঢ় নিদ্রা হ'তে উত্থিত হ'য়ে রণক্ষেত্রে ধাবমান হবার জন্য, মিনতি ক'র্‌ব।"

ফকির বলিলেন, "রাজ্ঞি! আমি আপনাকে অধিক আর কি ব'ল্‌ব, আমি দিব্যচক্ষে দেখ্‌চি, আপনার প্রতিজ্ঞা অচিরাৎ পূর্ণ হবে। এখন আপনার এই শিশুতনয়কে কোথায়, কাহার নিকটে রাখ্‌বেন স্থির ক'রেছেন, আমাকে বলুন।"

রাজ্ঞী উত্তর করিলেন, "আমি এই বালককে আপনারই নিকট সমর্পণ ক'র্‌ব মনে ক'রেছিলেম; কিন্তু দুর্গাদাস বলেন, আপনার এ আবাস-স্থান এখন অনেক যবনসেনা জান্‌তে পেরেছে। তাই আমি কল্পনা ক'রেছি, আপাততঃ নিভৃত আবুশৈলে তাকে লুক্কায়িত রাখ্‌ব।"

দুর্গাদাস বলিলেন, "আমি এখানে আস্‌বার পূর্ব্বে কতিপয় বিশ্বস্ত রাঠোরসেনা আবুশৈলের পথে পাঠিয়ে দিয়েছি। তারা আমার জন্য সেইখানে অপেক্ষা ক'র্‌চে। আমি শীঘ্রই মুকুন্দদাস ও শিশুরাজকে সঙ্গে ল'য়ে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌ব। অবশিষ্ট রাঠোর-সেনাগণকে আমি মণ্ডলগড়

দুর্গে পাঠিয়ে দিয়েছি। তারা সকলে রাজমহিষীর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা ক'র্‌চে।"

অরুন্ধতী দেবী বলিলেন, "আমি এখান হ'তে গিয়ে, সেই সকল সৈন্য সঙ্গে আপাততঃ কিছুদিন আমার পিতৃভবন উদয়পুর-রাজভবনে অবস্থান ক'রে,আমার এই মহাব্রত সাধনের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হব। অবিলম্বে আরবালি-গিরির অধিত্যকায় একটা নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ ক'র্‌ব। সেখানে সমস্ত রাজপুতরাজগণ সসৈন্যে সমবেত হবেন। দেব! আশীর্ব্বাদ করুন, আমার শেষ জীবনের এই একটী মাত্র অবশিষ্ট সাধ যেন পূর্ণ হয়!"

ফকির উত্তর করিলেন, "দেবি! আল্লা আপনার এই কল্যাণকর মহাব্রত সাধনে সহায় হবেন।"

রাজ্ঞী ফকিরকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "অনুমতি করুন, আমরা এখন বিদায় গ্রহণ করি।"

দুর্গাদাস বলিলেন,"এই সকল উদ্যোগ সম্পূর্ণ হ'লে, আরবালি-গিরিদুর্গের নির্ম্মাণ শেষ হ'লে, সেখানে সমবেত হবার পূর্ব্বে, আমি রাজমহিষীকে সঙ্গে ল'য়ে, এইখানে আবার আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌ব।"

বিলাসকুমারী এতক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া সকল কথা শুনিতে-ছিল। সে রাজমহিষীর দিকে চাহিয়া বলিল, "রাণী! আপনি নিজে গুরুদেবের নিকট প্রতিশ্রুতা হউন যে, আরবালি-দুর্গে যাবার পূর্ব্বে এখানে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌বেন।"

রাজমহিষী বিলাসকুমারীকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "বৎসে! তোমার গুরুদেব আমার প্রতি কৃপা ক'রে আমার এ ব্রতসাধনে সহায়তা ক'র্‌বেন ব'লেছেন। তাঁর পরামর্শ ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণের জন্য আমাকে শীঘ্রই আবার এখানে আস্‌তে হবে।"

বিলাসকুমারী সহর্ষে বলিল, "তবে ক্ষণমাত্র অপেক্ষা করুন। গুরুদেব আমাকে যে তরবারি দিয়েছেন, তা আপনাকে এনে দেখাই।"

বিলাসকুমারী চঞ্চলপদবিক্ষেপে পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষ হইতে একখানি শাণিত তরবারি হাতে লইয়া আসিয়া বলিল, "এই দেখুন, এই তরবার হাতে ল'য়ে আমি রাজপুত-সৈনিকবেশে যুদ্ধ শিক্ষা করি। আপনি যতদিন এখানে ফিরে না আস্‌বেন, আমি এই তরবারির পূজা ক'র্‌ব। তারপর এই তরবার সঙ্গে ল'য়ে, আপনার সঙ্গে আরবালি-দুর্গে গিয়ে, আপনার মহাব্রতে যোগদান ক'র্‌ব। রাণী! আপনার নিকট আর একটী ভিক্ষা আছে। এখানে আস্‌বার সময় অম্বর-রাজকুমারী অম্বালিকাকে সঙ্গে ল'য়ে আস্‌বেন।"

রাজমহিষী বলিলেন, "বৎসে! অম্বালিকা তো এখন সম্পদে বিপদে আমার চিরসঙ্গিনী। অম্বালিকা আমার সঙ্গে আসবে, তাতে আবার কি সন্দেহ?"

বিলাসকুমারী, অরুন্ধতী দেবীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া, সজলচক্ষে অম্বালিকাকে আলিঙ্গন করিয়া, তাহার মুখচুম্বন করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

রাজপুত-মাতা।

অচিরাৎ রাঠোর-সেনাপতি দুর্গাদাসের ভেরীরবে সমগ্র রাজস্থান নিনাদিত হইল। একে একে রাজপুত-রাজগণ সকলে, আরবালির অধিত্যকায় আরোহণ করিয়া, দুর্গাদাসকে আলিঙ্গন করিলেন। কেবলমাত্র রাজকুলশ্রেষ্ঠ মিবাররাজ এ মাতৃ-মন্দিরের মহাব্রতে যোগ দিলেন না! সমবেত রাজগণ রাণার নিকট সকরুণ আবেদন পাঠাইলেন। এ দুর্দ্দিনে সমগ্র রাজস্থানের দুঃখের রোদন রাণার অন্তর স্পর্শ করিল না দেখিয়া, ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হইয়া, রাজপুত-বীরগণ, ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিবার জন্য, উদয়পুর-প্রাসাদে মহিষী কর্ণাবতীর নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। দূতের করুণ কাহিনীতে ক্ষত্রিয় রাণীর অন্তর বিগলিত হইল। দূত চলিয়া গেলে, তিনি, তাঁহার পুত্র অমর-সিংহকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

অমরসিংহ মাতার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "মা, কি জন্য আমাকে ডেকেছেন?—এ কি, মা! আপনি রোদন ক'র্‌চেন? কি হ'য়েছে?"

মহিষী কর্ণাবতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "হাঁ, বৎস অমর! আজ মিবার-রাজবংশের এ ঘোর কলঙ্ক কে অপনয়ন ক'র্‌বে?"

"কিসের কলঙ্ক, মা? আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চি না।"

কর্ণাবতী বলিলেন, "তুমি কি এখনও শুন নাই, যোধপুর-মহিষী অরুন্ধতী ও তাঁহার বীর সেনাপতি দুর্গাদাস, দিল্লীর বাদ্‌শাহের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌বার জন্য বিপুল আয়োজনে প্রবৃত্ত হ'য়েছেন ও আরবালির অধিত্যকায় 'মাতৃমন্দির' নির্ম্মাণ ক'রেছেন? অরুন্ধতী রাণীর এ মহাব্রতে যোগ দিবার জন্য রাজপুতানার যাবতীয় রাজগণ সসৈন্যে মাতৃমন্দিরের দিকে অগ্রসর হ'য়েছেন।"

অমরসিংহ উত্তর করিলেন, "মা! আমি তো অনেক দিন থেকে এ শুভ সংবাদ শুনেছি। ম্লেচ্ছদলিত তমসাচ্ছন্ন ভারতে অরুণোদয়ের আর বিলম্ব নাই।"

কর্ণাবতী বলিলেন, "কিন্তু, বৎস! তুমি কি জান না, রাজস্থানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বংশে এতদিন পরে কি ঘোর কালিমা প'ড়েছে? মিবারাধিপতি মহারাণা, এ মহাব্রতে যোগ দেওয়া দূরে থাকুক, জয়সমুদ্রের প্রমোদভবনে কমলাদেবীর অঞ্চলের অন্তরালে লুকিয়ে র'য়েছেন।"

অমরসিংহ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উত্তর করিলেন, "পিতা এখনও এ মহাব্রতে সাহায্য কর্‌বার জন্য কেন অগ্রসর হন নাই, তা আমি বুঝ্‌তে পার্‌চি না।"

"হায়, অমর! কি পরিতাপের বিষয়! সমবেত রাজগণ এ পুণ্যসমরে যোগ দিবার জন্য তাঁর নিকট কতবার আবেদন

ক'রেছেন। অরুন্ধতী রাণী নিজে তাঁর নিকটে গিয়ে কত অনুনয় ক'রেছেন। কিন্তু তাঁর মোহনিদ্রা কিছুতেই ভঙ্গ হ'ল না। তাই তাঁরা সকলে পরামর্শ ক'রে রাণাকে অনুরোধ কর্‌বার জন্য আমার নিকটে দূত পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু আমি আর কে, রাণার সঙ্গে এখন আর আমার কি সম্বন্ধ আছে, তা তাঁহারা জানেন না।"

অমরসিংহ বলিলেন, "মা! আমি জানি, দূত আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে বিষণ্ণ মনে ফিরে গিয়েছে। জানি না, পিতা এত কাল একটা অহিফেনসেবী, অলস, অকর্ম্মণ্য মন্ত্রীর হাতে রাজ্য-ভার সমর্পণ ক'রে কেন নিশ্চিন্ত র'য়েছেন।"

"সে কথা তিনি জানেন, আর তাঁর কমলাদেবী জানেন!"

"ছোট মা এখন কেন এরূপ ব্যবহার ক'র্‌চেন তাও বুঝ্‌তে পারি না। তিনি তো আমাকে কত ভাল বাস্‌তেন! আমি তাঁর কাছে কি অপরাধ ক'রেছি, জানি না। এখান হ'তে যাবার পূর্ব্বে আপনি কি তাঁকে কোন কটু কথা ব'লেছিলেন?

"বিধাতা জানেন, আমি তো চিরদিন তাকে কনিষ্ঠা সহো-দরার মত দেখি। এখান হ'তে যাবার আগে সে আমাকে একদিন ব'লেছিল, 'বিক্রমসিংহের কন্যা বিলাসকুমারীকে এই-খানে এনে রাখ, তাহ'লেই অমরের মন ভাল হবে।' সে কথাটা তখন আমার ভাল বোধ হ'ল না। তাই তার প্রস্তাবে অসম্মত হ'য়েছিলেম। এই বই তার এ ঘোর অভিমানের আর তো কোন কারণ দেখ্‌তে পাই না।"

অকস্মাৎ অমরসিংহের মুখমণ্ডল মলিন হইল। তিনি কিছুক্ষণ অবনত মুখে থাকিয়া বলিলেন, "মাতঃ! অনুমতি করুন, এ দাস এই পুণ্যসমরে প্রাণ সমর্পণ ক'রে মিবারের গৌরব রক্ষা করে।"

"বৎস! একাকী তোমাকে এতদূর কেমন ক'রে পাঠাব?"

অমরসিংহ উত্তর করিল, "একাকী কেন, মাতঃ? সৈন্যগণ অনেক দিন হ'তে যবনশোণিত পানের জন্য লালায়িত হ'য়েছে। ইঙ্গিত পাবামাত্র, তারা আজিকার এ পুণ্য সমরে ধাবমান হ'য়ে, অতুল বীরত্ব-প্রদর্শনে জগৎকে বিস্মিত ক'র্‌বে।"

রাজ্ঞী ক্ষোভে ও অভিমানে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "বৎস! রাজার বিনা আদেশে তুমি সৈন্যগণকে যুদ্ধে ল'য়ে গিয়ে, তাঁর আর রাণী কমলাদেবীর ক্রোধানল দ্বিগুণ প্রজ্বলিত ক'র্‌বে!"

পুত্র করজোড়ে বলিল, "তবে অনুমতি করুন, মাতঃ! একাকী যাই।"

রাজ্ঞী সাশ্রুনয়নে বলিলেন, "বিধাতঃ! মিবারের মহারাণার পুত্রকে আজ যবন-সমরে একাকী যেতে হ'ল! তবে আর, বৎস! বিলম্বে কাজ নাই! এ রাজকুমারের বেশ পরিত্যাগ ক'রে, দীনহীন রাখালের বেশ পরিধান কর!"

"কেন, মা! রাখালের বেশ কেন প'র্‌ব?"

"হা বৎস! রাজস্থানের যাবতীয় রাজগণ কত সৈন্য-সামন্ত ল'য়ে এসেছেন। আর তুমি মিবারের বংশধর, একাকী, একমাত্র তরবারি ল'য়ে তাঁদের নিকটে গিয়ে দাঁড়াবে? তাঁরা জিজ্ঞাসা

ক'র্‌বেন—'মহারাণা কোথায়? তাঁর অসংখ্য সেনানিচয় কোথায়?' তখন কি উত্তর দিবে? নিখিল জগৎ রাণার কলঙ্ক ঘোষণা ক'র্‌বে! সে কলঙ্ক-ঘোষণা, সে নিন্দাবাদ কোন্ প্রাণে সহ্য ক'র্‌ব? তাই ব'ল্‌চি, বৎস! দীনহীন রাখালের বেশে গিয়ে, সমবেত ক্ষত্রিয়রাজগণের সঙ্গে দুই বৎসরকাল এই পুণ্য-যুদ্ধে আত্মসমর্পণ কর। এই দুই বৎসর কাহারও নিকট আত্মপরিচয় দিও না। কেহ জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে বলিও, তুমি মিবার দেশের একজন দরিদ্র কৃষাণ বালক।"

রাজপুত-মাতা অঞ্চলে অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া, পুত্রকে আপন হাতে দীন রাখাল-বেশে সজ্জিত করিয়া বলিলেন, "যাও, বৎস! আশীর্ব্বাদ করি, আর একবার এ সুরাসুর-সমরে ক্ষত্রিয়-শৌর্য্যের আলোকে বসুমতী উজ্জ্বল কর। যদি দেব প্রমথপতি তোমার জীবন রক্ষা করেন, দুই বৎসর পরে আবার আমাকে দেখা দিও।"

রাখালবেশী, রাজাধিরাজ-কুমার অমরসিংহ, জননীর চরণধূলি মস্তকে লইয়া, একাকী, একমাত্র অশ্ব ও একক তরবারি সঙ্গে রাজপ্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

হায়! আজ সে দিন কোথায় গেল? আজ সে দিনের সত্য কাহিনী উপন্যাসেও অসম্ভব ও উপহাসাস্পদ!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পথ প্রদর্শন।

নিদাঘ-নিশা অবসান প্রায়। ফকির তাঁহার মস্‌জিদের সম্মুখে, জ্যোৎস্নালোকে, একাকী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়াছিলেন। একজন অশ্বারোহী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ফকির চক্ষু উন্মীলন করিয়া বলিলেন, "এনায়ৎ আলি! আজ বহুদিন পরে তুমি ফিরে এসেছ। এখন কি নূতন সংবাদ, বল।"

এনায়ৎ আলি উত্তর করিল, "সম্প্রতি বাদ্‌শাহের সঙ্গে রাজপুতগণের কয়েকবার যুদ্ধ হ'য়ে গিয়েছে। অধিকাংশ যুদ্ধেই বাদ্‌শাহ পরাজিত হ'য়েছেন!"

ফকির বলিলেন, "সে সকল যুদ্ধ-সংবাদ আমি আজ রাঠোর-সেনাপতি দুর্গাদাসের নিকট আদ্যোপান্ত শুনেছি। দুর্গাদাস ও যোধপুর-মহিষী, আজ দু'দিন হ'ল, এখানে এসেছেন। এখন নূতন সংবাদ কিছু থাকে তো বল।"

"দুর্গাদাস ও যোধপুর-মহিষী বাদ্‌শাহের পাপ রাজ্য ধ্বংস কর্‌বার জন্য যে বিপুল আয়োজনে প্রবৃত্ত হ'য়েছেন, তাতে যোগ দিবার জন্য প্রায় সমস্ত রাজপুত-রাজগণ তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রেছেন। কেবল মিবারের রাণা জয়সিংহ—"

ফকির বলিলেন, "এ সংবাদও দুর্গাদাসের নিকট অবগত হ'য়েছি।"

"কিন্তু আপনি বোধ করি এখন জান্‌তে পারেন নাই যে, রাণা জয়সিংহের পুত্র অমরসিংহ ছদ্মবেশে একাকী এখানে এসেছেন।"

ফকির সবিস্ময়ে বলিলেন, "কোথায় তিনি? তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'য়েছিল?"

"পথিমধ্যে তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হ'য়েছিল। তিনি আমার নিকট আত্মপরিচয় গোপন ক'রেছিলেন। কিন্তু আমি পূর্ব্ব হ'তেই এ সংবাদ জান্‌তে পেরেছিলেম। তিনি আমাকে ব'ল্‌লেন,—'আমি মিবার দেশের একজন দরিদ্র রাখাল। রাঠোর-বীর দুর্গাদাসের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ কর্‌বার প্রয়োজন আছে।' আমি তাঁকে পথ প্রদর্শন কর্‌বার জন্য সঙ্গে ল'য়ে এসেছি।"

ফকির বলিলেন, "তাঁকে আমাদের এ মস্‌জিদে ল'যে এলে না কেন?"

"তিনি এখানে আস্‌তে অসম্মত হলেন। ব'ল্‌লেন,—'আমি একাকী দুর্গাদাসের নিকটে যাব।' তিনি অই প্রান্তর মধ্যে নদীতীরে বিশ্রাম ক'র্‌চেন। তাঁর শ্বেত অশ্ব বটবৃক্ষমূলে বাধা র'য়েছে।"

ফকির বলিলেন, "আমি এখনি যুবরাজ অমরসিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে, তাঁকে সঙ্গে ল'য়ে—একি! এ কোলাহল কিসের?"

এনায়ত বলিল, "আর একটী সংবাদ আপনাকে বিদিত ক'র্‌তে ভুলে গিয়েছিলেম। আজ পথিমধ্যে সংবাদ পেয়েছিলেম, আফ্‌জুল খাঁ জিজিয়া-কর আদায় কর্‌বার ছলনা ক'রে, হরদেবপুর গ্রামের নিরপরাধ, নিরীহ প্রজাগণের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ক'র্‌বে। বোধ করি, আফ্‌জুল খাঁ হরদেবপুর গ্রাম আক্রমণ ক'রেছে!"

ফকির বলিলেন, "তুমি এখন বিশ্রাম কর। আমি ইহার কর্ত্তব্য অবধারণ ক'র্‌চি।"

এনায়ত আলি চলিয়া গেল: ফকির কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া, পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষের গবাক্ষদ্বারে গিয়া স্নেহার্দ্রস্বরে ডাকিলেন, "বৎসে! বিলাসকুমারী! একবার আমার নিকটে এস। বিশেষ প্রয়োজন আছে।"

বিলাসকুমারী ফকিরের নিকটে আসিয়া বলিল, "গুরুদেব! আমাকে কি আদেশ ক'র্‌চেন?"

ফকির বলিলেন, "বৎসে! হঠাৎ একটী বিশেষ প্রয়োজনে তোমার সুনিদ্রা ভঙ্গ ক'র্‌তে হ'ল!

বিলাসকুমারী সলজ্জভাবে বলিল, "গুরুদেব! আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছিলেম, যেন—যেন—একজন আগন্তুক রাজকুমার আমাদের মস্‌জিদে এসেছে!"

ফকির বলিলেন, "কল্যাণি! তোমার স্বপ্ন এখনি সত্য হবে। অই শুন, হরদেবপুর গ্রামের অধিবাসিগণ ক্রন্দন ও চীৎকার ক'র্‌চে! পাপিষ্ঠ যবন-সেনাপতি আফ্‌জুল খাঁর সেনাগণ তাহাদিগকে আক্রমণ ক'রেছে। তাই তোমাকে এখনি একটী

গুরুতর কাজ সম্পন্ন ক'র্‌তে হবে। অই পার্শ্ববর্ত্তী প্রান্তরে, নদী-তীরে, একটী শ্বেত অশ্ব বটবৃক্ষমূলে বাঁধা আছে। আর সেই অশ্বের নিকটে একজন বীর যুবক নিদ্রিত আছে। তুমি তাকে যবন-সমরে পথ প্রদর্শন কর। আর তাকে আমার নিকটে সঙ্গে ল'য়ে এস। আর একটী কথা, বৎসে! সাবধান! হৃদয়কে আয়ত্ত রাখিও। তাঁকে আত্মপরিচয় দিও না কিংবা তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিও না।"

"আমি কি তবে সৈনিক-বেশে, তরবার ল'য়ে, ঘোড়ায় চ'ড়ে যাব?"

"না, বৎসে! এখনও তার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয় নাই।"

বিলাসকুমারী দ্রুতপদে চলিয়া গেল। ফকির মস্‌জিদের পার্শ্ববর্ত্তী অপর কক্ষ-সমীপে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, "বীর সেনাপতি দুর্গাদাস! রাঠোর-বীর মুকুন্দদাস! শীঘ্র একবার তরবারি ল'য়ে বাহিরে আসুন।"

ফকির মনে করিয়াছিলেন, দুর্গাদাস ও মুকুন্দদাস সেই কক্ষ মধ্যে নিদ্রিত ছিলেন। তাঁহাদের উত্তর না পাইয়া তিনি আপনা আপনি বলিলেন, "আমার এ আত্মবিস্মৃতি কেন হ'ল? দুর্গাদাস ও মুকুন্দদাস তো এইমাত্র প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন কর্‌বার জন্য নদী-তীরে গিয়েছেন!"

নিশাশেষে, হরদেবপুর গ্রাম হইতে অনতিদূরে, কালিন্দী-নদীতীরে, নির্জ্জন প্রান্তর মধ্যে, রাখালবেশী অমরসিংহ একাকী ভূতলে শয়ন করিয়া চিন্তা করিতেছিল। আট বৎসর হইল,

শৈশব-কালে, রাজসমুদ্রতটে, কিংশুক-তরুতলে, একটী বালিকা, কি জানি কোথা হইতে আসিয়া, তাহাকে একবার মাত্র দেখা দিয়া, কোথায় লুকাইয়াছে! সেই অবধি রাখাল কতবার কতস্থানে তাহার অন্বেষণ করিয়াছে; কিন্তু সে অপার্থিব নিধি, সে হরচূড়াস্খলিত সুধাংশুলেখা, এ জগতে আর মিলিল না। রাখাল যুবক ভাবিতেছিল, কি করিলে, কোথায় গেলে, আর একবার তাহাকে দেখিতে পায়!

ভাবিতে ভাবিতে যুবার নিদ্রা আসিল। সুপ্তাবস্থায় যুবক স্বপ্ন দেখিল,—যেন সে তাহার সেই অপার্থিব নিধির অন্বেষণ করিতে করিতে একাকী এক উচ্চ পর্ব্বতের চূড়ায় উঠিয়াছে। যেন সে পর্ব্বত নিস্তব্ধ ও প্রাণীসমাগমশূন্য! শিখরের সানুদেশে বিপুলকায়া, তরঙ্গসমাকুলা তটিনী ঘোর কল্লোলে ছুটিতেছে। যেন সেই নির্জ্জন গিরিশিখরে দাঁড়াইয়া যুবক উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "হায়! আর একবার কি মিলিবে না?"

কে যেন ঊর্দ্ধদেশ হইতে উত্তর দিল, "ভয় নাই! আবার মিলিবে!"

যুবক চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, একটি লাবণ্যময়ী আলুলায়িত-কুন্তলা রমণী, ঊর্দ্ধ হইতে আসিয়া, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, মধুর স্বরে বলিলেন, "আবার মিলিবে!"

রাখাল কাতর ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় মিলিবে? কত দিনে মিলিবে?"

রমণী উত্তর করিলেন, "অই, সম্মুখে চেয়ে দেখ!"

যুবা সাগ্রহে, সবিস্ময়ে, চাহিয়া দেখিল,—সম্মুখে অগণিত-সৌধমালাশোভিত, বিপুল, বিস্তৃত রাজধানী। তাহার মধ্যদেশে, বিস্তীর্ণ সভামণ্ডপে বসিয়া, অসংখ্য দানবদল ভীষণ শ্রবণবিদারক অট্টহাস্যে গগন প্রতিধ্বনিত করিতেছে! যেন সেই অট্টহাস্যের সঙ্গে চারিদিক হইতে অসংখ্য লোকের হাহারব মিশিতেছে! আর রাজধানীর চারিপার্শ্বে রক্তনদী লোহিততরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া ছুটিতেছে! সেই রক্ততরঙ্গের উপর শত-সহস্র নরশরীর, যজ্ঞোপবীতধারী ব্রাহ্মণের দ্বিখণ্ড দেহ, ক্ষত্রিয়বীরের ক্ষত উরস, অৰ্দ্ধছিন্নগ্রীবা কামিনীর কমনীয় বদন ভাসিতেছে ও ডুবিতেছে! আর সেই দানবসভার উপরিভাগে, অম্বরতলে, আকাশমঞ্চের উপর, অগণ্য দেবতা নিমীলিত-নয়নে, যুক্ত করে দণ্ডায়মান! সেই পরিম্লানমুখশ্রী অমরগণের নিমীলিতনয়ন ভেদ করিয়া, অজস্র অশ্রু, বর্ষার বারিধারার ন্যায়, রক্তনদীর তরঙ্গে মিশিতেছে!

রমণী কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন, "আরও উর্দ্ধে চেয়ে দেখ!"

যুবা শিহরিয়া দেখিল,—নীলগগনের উপর রত্নরাজিখচিত, সুবর্ণনির্ম্মিত পর্ব্বতখণ্ড। পর্ব্বতের পদমূলে, শ্বেতসলিলা, কনক-কমলশোভিতা মন্দাকিনী মৃদু-মধুর শব্দে, কলস্রোতনিনাদে প্রবাহিতা। পর্ব্বতবক্ষে, ফুল্ল পারিজাত-ফুলদলের উপর, অতি জ্যোতির্ম্ময়, অতি বিচিত্র সিংহাসন! যেন সে সিংহাসন, সুধাংশু-কিরণে অথবা কুসুম-সৌরভে নির্ম্মিত! সিংহাসন বেষ্টন করিয়া, অসংখ্য সুররমণী ললিতস্তুতিগানে অমর-প্রদেশ প্রতিধ্বনিত

করিতেছে! আর একি! কৃষাণ-যুবক পুলকিত প্রাণে, নিস্পন্দ নয়নে, বিস্মিত হৃদয়ে, রোমাঞ্চিত কলেবরে, দেখিল,—সেই রত্ন-গিরির উপরে, সেই কাঞ্চনকমলমালাময়ী মন্দাকিনীর তীরে, সেই সুধাংশুরশ্মিনির্ম্মিত সিংহাসনের সম্মুখে, সেই অসংখ্য সুরনারীর মধ্যদেশে, অসংখ্য তারাদলের মধ্যে পূর্ণশশীর ন্যায়, আলোকময়ী অমৃতময়ী কিশোরী মূর্ত্তি! এ তো সেই!—সেই হরচূড়াস্খলিত হিমাংশুলেখা, পূর্ণ গৌরবে, পূর্ণ সৌন্দর্য্যে, পূর্ণ শশিরূপে পরিণত!

রমণী মুগ্ধহৃদয় যুবার ললাট স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "তুমি কি অইখানে যেতে চাও? কিন্তু অনেক সাহস অনেক সাধনা চাই! অই ভীষণমূর্ত্তি, ভীমপরাক্রম দানবদলকে সম্মুখ-সমরে পরাভূত ক'রে, অই নিমীলিতনয়ন, বিষণ্ণবদন দেবগণের প্রসাদ লাভ ক'রে, অই রক্তনদী সন্তরণ ক'রে, তবে অইখানে যেতে হবে! পারবে কি?"

যুবা বলিল, "দেবি! আশীর্ব্বাদ করুন, অবশ্য পার্‌ব।"

রমণী অতি উচ্চ কণ্ঠে, অতি মধুর অথচ অতি তীব্র স্বরে, আকাশ, পৃথিবী ও পর্ব্বতশৃঙ্গ কম্পিত করিয়া বলিলেন, "তবে উঠ, আর ঘুমাইও না!"

যেন দৈত্য-রাজধানী প্রতিধ্বনিত করিয়া, রুধিরতরঙ্গ আলোড়িত করিয়া, দানবদলকে চমকিত করিয়া, দেবগণের শরীর রোমাঞ্চিত করিয়া, রত্নগিরি নিনাদিত করিয়া, দশদিকে প্রতিধ্বনি উঠিল,—"উঠ, উঠ, আর ঘুমাইও না!"

যুবার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সুখের স্বপ্ন ফুরাইল! সে নয়ন মার্জ্জনা করিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। একপার্শ্বে কালিন্দী নদী কুলকুল-রবে প্রবাহিতা, চারিদিকে নিস্তব্ধ জনশূন্য প্রান্তর! কোথায় সে পর্ব্বতশৃঙ্গ? কোথায় সে দানব-রাজধানী? কোথায় সে দেবগণ? কোথায় সে রত্নগিরি? কোথায় সে মন্দাকিনী-সৈকতবাসিনী, অপ্সরামধ্যবর্ত্তিনী, পূর্ণশশিরূপিণী, গৌরবময়ী, আলোকময়ী মূর্ত্তি! আর কোথায় সেই—একি! যুবা পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল, সেই আলুলায়িতকেশা, সুররমণী দণ্ডায়মানা! ইহাও কি স্বপ্ন? যুবা জাগ্রত, কি নিদ্রিত, নিশ্চয় করিবার জন্য আবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। আকাশে নক্ষত্র ফুটিয়াছে, শশাঙ্ক হাসিতেছে। নীচে নীলবসনা, চঞ্চলপ্রাণা তরঙ্গিণী তারা-হার পরিয়া নৃত্য করিতেছে। তবে ইহা স্বপ্ন নহে—সত্য!

রমণী তার স্বরে বলিলেন, "উঠ, উঠ, আর ঘুমাইও না!"

ইহা তো সেই মধুর, তীব্র, মনোমোহন কণ্ঠস্বর! চকিত-নয়নে চঞ্চল প্রাণে, রমণীর দিকে চাহিয়া যুবা উঠিয়া দাঁড়াইল।

রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নিকটে তরবারি আছে?"

সুপ্তোত্থিত যুবা মুগ্ধ ও বিস্মিত! বাক্‌শক্তি নাই!

রমণী উত্তরের প্রতীক্ষায় মুহূর্ত্তমাত্র নীরবে দাঁড়াইয়া, আবার বলিতে লাগিলেন, "তোমার নিকটে তরবারি আছে? হৃদয়ে সাহস আছে? বাহুতে বল আছে? ধমনীতে আর্য্যশোণিত আছে? হৃৎপিণ্ডে স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির জন্য মমতা আছে?—উত্তর দাও!"

"আছে।"

"তবে আমার সঙ্গে চল।"

রাখাল মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় রমণীর সঙ্গে চলিল।

রমণী চঞ্চলপদবিক্ষেপে কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া, মস্‌জিদ-সম্মুখে আসিয়া রাখালকে বলিলেন, "তুমি এইখানে ক্ষণমাত্র বিশ্রাম কর, আমি এখনি ফিরে আস্‌চি।"

রমণী মস্‌জিদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। রাখালকে অধিকক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করিতে হইল না। অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই রমণী ফকিরকে সঙ্গে লইয়া বাহিরে আসিলেন। রাখাল দেখিল, ফকিরের গৈরিকবসন পরিধান। তাঁহার দক্ষিণ করে ভীষণ কৃপাণ চন্দ্রালোকে চমকিতেছে। তাঁহার শ্বেতশ্মশ্রুশোভিত, জ্যোতির্ম্ময় মুখমণ্ডল ও জটাজূটে অর্দ্ধাবৃত, বিভূতিচর্চ্চিত, সুদীর্ঘ বীর বপু নিরীক্ষণ করিয়া, রাখালের শরীর রোমাঞ্চিত হইল, অন্তর ভক্তিরসে পরিপ্লুত হইল! এমন জ্যোতির্ম্ময় যোগিমূর্ত্তি রাখাল আর কখনও দেখে নাই! ফকির প্রীতিবিস্ফারিত লোচনে রাখালকে দেখিয়া, রমণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎসে! তুমি এইখানেই অপেক্ষা কর। আমি এই বীর যুবককে যবন-সংগ্রামে সঙ্গে ল'য়ে যাচ্চি।"

ফকির দ্রুতপদে অগ্রসর হইলেন। রাখাল তাঁহার পশ্চাতে চলিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কাফের না মুসলমান ?

"চুপ কর্ ! চুপ কর্ ! ঐ আরঙ্গশার আফ্‌জুল আস্‌চে !"

হরদেবপুর গ্রামে, গভীর রাত্রে, জননী শিশুকে ভয় দেখাইয়া ঘুম পাড়াইতেছিল। বাদ্‌শাহের প্রিয় সেনাপতি আফ্‌জুল খাঁ কাফের-ধর্ম্মের উচ্ছেদ-সাধনে বহুদিন হইতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছে। বিশেষতঃ "জিজিয়া" অর্থাৎ কাফের-কর আদায় করিবার সময়, সে কয়েকবার বিশেষ পরাক্রমের পরিচয় দিয়াছে। সম্প্রতি একবার হরদেবপুর ও তাহার নিকটবর্ত্তী অন্যান্য গ্রামের হিন্দুগণ "জিজিয়া" দিতে অসম্মত হয়। আফ্‌জুল বহুসংখ্যক সৈন্য সঙ্গে লইয়া, বিদ্রোহী পুরুষগণের হাত, স্ত্রীলোকগণের কান ও শিশুদিগের আঙ্গুল কাটিবার হুকুম দেয় ও অনেক 'কাফের'কে গো-রক্তে স্নান করাইয়া 'কোরাণ শেরিফে'র কল্মা পড়ায়। সেই অবধি এই গ্রামের আবালবৃদ্ধ সকলে আফ্‌জুলকে বড় ভয় করিত। বিশেষতঃ শিশুগণের দৃঢ় বিশ্বাস যে, আফ্‌জুল ভূতের পিতামহ ! তাই জননী আজ শিশুকে "আফ্‌জুল" বলিয়া ভয় দেখাইতেছে। শিশু আফ্‌জুলের নাম শুনিয়া, ক্রন্দন ত্যাগ করিয়া, প্রাণপণে মার গলা জড়াইয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিল।

হঠাৎ জননীর কণ্ঠ হইতে শিশু পড়িয়া গেল! জননী শিহরিয়া উঠিয়া বসিল! শিশু আবার ঘোর আতঙ্কে কাঁদিয়া উঠিল! সত্য সত্যই আফ্‌জুল! অকস্মাৎ গ্রাম-মধ্যে বড়ই একটা কোলাহল উঠিল ও গ্রামবাসিগণের সভয়-চীৎকারের সঙ্গে শব্দ উঠিল,—"আবার আফ্‌জুল!" জিজিয়া-কর তো এবার এ গ্রামের সকলেই দিয়াছে, আর কাহারও নিকট এক পয়সাও বাকী নাই; তবে আবার আফ্‌জুল কেন?—বহুসংখ্যক মুসলমান-সেনা, রুদ্ধদ্বার সকল পদাঘাতে ভগ্ন করিয়া, প্রতি গৃহস্থের বাটিতে প্রবেশ করিয়া, সোনা-রূপা লুটিতে লাগিল, ধেনু সকল বন্ধনমুক্ত করিয়া বাহির করিতে লাগিল, যুবতী স্ত্রীলোকগণের কেশ ধরিয়া বাহিরে লইয়া আসিতে লাগিল। গ্রামবাসিগণ কাঁদিতে কাঁদিতে জোড়হাতে বলিতে লাগিল, "দোহাই বাদ্‌শাহের! কোন অপরাধ করি নাই।"

কিন্তু কে শুনে? ঘোড়ার উপর হইতে আফ্‌জুল খাঁ আপন অনুচরগণকে হুকুম দিলেন, "সাবধান! যেন একজনও কাফের পালাতে না পারে! দেখিস্, যেন একটীও যুবতী কিম্বা গরু হাতছাড়া না হয়! বয়স্থা স্ত্রীলোক আর শিশুদের সকলকে ছেড়ে দে।"

নিরীহ গ্রামবাসিগণ বল প্রকাশের অবকাশ পাইল না, অস্ত্র লইবার সময় পাইল না। মুসলমান-সেনাগণ যুবা, বৃদ্ধ, যুবতী ও গাভী, সকলকেই দৃঢ়বন্ধনে বাঁধিয়া, অদূরবর্ত্তী শিবিরের দিকে লইয়া চলিল। নির্জ্জন প্রান্তর-মধ্যে যবন-সেনার হাসির গট্‌রা

উঠিতে লাগিল। কোন্ গরুটা প্রথমে জবাই হইবে, কোন্ যুবতীকে কে নিকা করিবে, আফ্‌জুল খাঁ খোদ কোন্ কোন্‌টাকে পছন্দ করিবেন,—ইহার তর্ক ও মীমাংসা হইতে লাগিল। এমন সময়ে পীরবক্স বলিল, "ও রহিম চাচা! দুটো কাফের বুঝি দড়ি ছিঁড়ে পালাচ্চে!"

রহিম খাঁ বলিল, "তাই তো, রে!—না! ওরা এদের কেউ নয়। অন্য গাঁয়ের লোক হবে।"

"অন্য গাঁয়ের হ'ক্, কাফের তো বটে?"

বাস্তবিক অদূরে দুই জন হিন্দু, কালিন্দী-তীরে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, মহাদেবের স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে, সেই পথ দিয়া আসিতেছিল। পীরবক্সের কথা শেষ হইতে না হইতে, তাহারা দ্রুতগতিতে নিকটে আসিল। একজন জিজ্ঞাসা করিল, "আজ এখানে কিসের এত গোলমাল, হে বাপু?"

পীরবক্স উত্তর করিল, "তুই আবার জিজ্ঞাসা ক'রচিস? কাফের! কম্‌নসিব! তোদের দু'জনকেও যে এদের সঙ্গে যেতে হ'বে, তা জানিস্?"

"এদের কোথা লয়ে যাচ্চ?"

"নবাব সাহেবের তাঁবুতে!—চাচা! দেখ্‌ছ কি? বাধনা এ দুই শালাকে!"

"এত তাড়াতাড়ি কেন হে, বাপু? আমরা তো আর পালাচ্চি না! যা জিজ্ঞাসা ক'রচি তা ব'লতে ক্ষতি কি? এত মানুষ গরু, স্ত্রীলোক ল'য়ে কি ক'রবে?"

"ওরে কাফের! কমবখৎ! বুঝ্‌তে পার্‌চিস না? এই সকল গরু জবাই ক'রে কাবাব তৈয়ার ক'র্‌ব, আর তার রক্তে এই কাফেরগুলোকে স্নান করাব!"

পীরবক্স অন্ধকারে দেখিতে পাইল না, তাহার শ্রোতার চক্ষু জবাফুলের মত রক্তবর্ণ হইল। সে বলিতে লাগিল, "তার পর এদের সকলকে এক একজন করে শূলে চড়িয়ে দেব। আর এই যুবতীগণকে আমরা সকলে নিকা ক'র্‌ব। আর এই যে" পীরবক্স আপনার বুক চাপড়াইয়া, পার্শ্ববর্ত্তিনী একটী অবগুণ্ঠনবতী যুবতীর গলায় হাত দিয়া বলিতে লাগিল, "এই যে বিবিজান্‌ চাঁদমুখখানি ঢেকে র'য়েছে, এই পীরবক্স খোদ, তাঁবুতে পৌঁছে এর সঙ্গে নিকা—"

পীরবক্সের বক্তৃতা শেষ হইবার পূর্ব্বেই, তাহার শ্রোতা অতি প্রচণ্ড বলে, তাহার বক্ষস্থলে পদাঘাত উপহার দিল। পীরবক্স চেতনা হারাইয়া দূরে গিয়া পড়িল। অপর ব্যক্তি এই সময়ে শীঘ্রহস্তে কয়েক জন বন্দীর বন্ধন-রজ্জু খুলিয়া দিল। পীরবক্স প্রচণ্ড শব্দে ভূপতিত হইল দেখিয়া, আর সকলে দৌড়িয়া আসিয়া আগন্তুক দুই জনকে আক্রমণ করিল। দূর হইতে আফ্‌জুল খাঁ হুকুম দিলেন, "এ দু'জনকেও এদের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে চল।"

কিন্তু কে কাহাকে বাঁধিবে? আগন্তুকদ্বয়, ক্ষিপ্রহস্তে সম্মুখবর্ত্তী আম্রবৃক্ষ হইতে শাখা ভগ্ন করিয়া, উচ্চ কণ্ঠে, গম্ভীর রবে গাহিল,—

"বম্ বম্ হর ! রুদ্র শঙ্কর ! দেব ত্রিপুরারি !
কালানল জ্বলত কপালে, বাজত বম্ বম্ রুদ্র-তালে,
ভীমনয়ন, ভ্রুকুটী ভালে, জয় প্রভু দৈত্যসংহারী !
জটা-জুটে জাহ্নবীধার, গরজে কণ্ঠে উরগহার,
জয় জয় ত্রিশূলধারী ! ভীমজটা ব্যোমচারী !
নাচত প্রমথ প্রেমরঙ্গে, ধাবত শূন্যে সুরদল সঙ্গে,
জয় জয় দেব ! মৃত্যুঞ্জয় ভবভয়হারী !

রুদ্রমূর্ত্তি বীরদ্বয় রুদ্র নাম গাহিতে গাহিতে, রুদ্রবলে, শাখা-প্রহারে, যবনসেনাগণকে ভূতলশায়ী করিতে লাগিল। বন্দীগণ বন্ধনমুক্ত হইয়া, সেই গম্ভীর, ভীষণ, লোমহর্ষণ "বম্ বম্ হর" শব্দে যোগ দিল। আফ্‌জুল খাঁ ভীত ও বিস্মিত অনুচরগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বেইমান ! সঙ্গে অস্ত্র থাক্‌তে তোরা কাপুরুষের মত দাঁড়িয়ে মার খাচ্ছিস্ ? তোরা ইচ্ছা ক'র্‌লে তো কাফেরগণকে এখনি যমালয়ে পাঠাতে পারিস্ !"

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে, বর্শা, সড়কি ও তরবারি বৃষ্টিধারার ন্যায় আগন্তুকদ্বয়ের উপর পড়িতে লাগিল। বীরদ্বয় অণুমাত্র বিচলিত হইল না, পদমাত্র পশ্চাতে সরিল না। নির্ভীক হৃদয়ে, অমানুষিক সাহসে, অবিচলিত চরণে, সেই অস্ত্রবৃষ্টির উপর অশনিপাতের ন্যায় শাখা প্রহার করিতে লাগিল, আর অশনি-নিনাদে মুখে বলিতে লাগিল,—"বম্ বম্ হর ! রুদ্র শঙ্কর !" বন্দীগণও যেন মন্ত্রবলে সহসা অসীম শক্তি ধারণ করিয়া, বৃক্ষশাখা ভগ্ন করিয়া, উন্মত্তের মত সাহসে যবনসেনা মথিত করিতে

লাগিল, আর মুখে বলিতে লাগিল, - "বম বম্ হর! রুদ্র শঙ্কর!" বন্দী রমণীগণ. মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় পশ্চাতে দাঁড়াইয়া. করতালি দিয়া, সমস্বরে, উচ্চ রবে, গাহিতে লাগিল,---"বম্ বম্ হর! রুদ্র শঙ্কর! দেব ত্রিপুরারি!"

কিন্তু তরবারির সম্মুখে বৃক্ষশাখা কতক্ষণ টিকিতে পারে? সশস্ত্র যোদ্ধার সঙ্গে নিরস্ত্র বীর কতক্ষণ যুঝিতে পারে? বুঝি দানবদলন রুদ্র-নামে, মৃতসঞ্জীবনী অমৃতধারা নিঃসৃত হয়! রণকোলাহল অতিক্রম করিয়া, অসির ঝন্ঝনা, আহত যোদ্ধার আর্ত্তনাদ, আততায়ী বীরের হুহুঙ্কার বিলীন করিয়া, একমাত্র "হর হর বম্ বম্" শব্দ! সেই বিচিত্র রঙ্গভূমে কেবল শতকণ্ঠ-নিঃসৃত, সপ্তমতানসংমিলিত, মধুর-গম্ভীর ধ্বনি—"বম্ বম্ হর! রুদ্র শঙ্কর! দেব ত্রিপুরারি।"

রণপ্রাঙ্গণের পার্শ্ব হইতে আর এক জনের কণ্ঠস্বর শুনা গেল। রঙ্গভূমি হইতে অদূরে, একপার্শ্ব হইতে, কে উচ্চ গম্ভীর নিনাদে সেই "বম্ বম্ হর" শব্দে যোগ দিল। সহসা সমর-প্রাঙ্গণে আসিয়া, তরুণ অরুণ-মূর্ত্তি রাখাল-যুবক, প্রলয়জলদান্তর্ব্বর্ত্তিনী সৌদামিনীর ন্যায়, দীর্ঘ অসি হস্তে রণরঙ্গে মাতিল।—আর একি! ঠিক সেই সময়ে একজন দীর্ঘকায় মুসলমান-ফকির, ঘূর্ণায়মান ভীম কৃপাণ করে, জলধি-গর্জ্জন তুল্য "হো আল্লা" শব্দে "বম্ বম্ হর" নিনাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিশাইয়া, হিন্দুর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, হিন্দুর সঙ্গে যবনসংহারে যোগ দিল!

নবম পরিচ্ছেদ।

মানুষ না ভূত?

"মুসলমান কখনও কাফেরের দলে মিশে মুসলমানের গায়ে হাত তোলে? ওটা নিশ্চয়ই ভূত!"

"ভূত তার আর সন্দেহ আছে? কিন্তু হিঁদুর ভূত ফকিরের বেশ ধ'র্‌লে কেন, আর মুখে 'আল্লা আল্লা' ব'ল্‌ছিল কেন, তা আমি এখনও ঠিক ক'র্‌তে পার্‌চি না। তা হিঁদুরা যদি এই রকম দু'চারটা ভূত হাতে রাখ্‌তে পারে, তাহ'লে তো মুসলমানের বড়ই বদ-নসিব দেখ্‌চি!"

"সে যাহ'ক্‌, এতক্ষণে ভূতগুলো চ'লে গিয়ে থাক্‌বে। চল না একবার গিয়ে দেখে আসি, নবাব-সাহেবের কি হাল হ'ল। ওদিকে চেয়ে দ্যাখ, চাচা! এই বুঝি—"

চারিজন হতাবশিষ্ট মুসলমান-সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া, দুই ক্রোশ দূরে বসিয়া এইরূপ কথোপকথন করিতেছিল। এমন সময়ে তাহারা দেখিতে পাইল, একজন অশ্বারোহী তাহাদের দিকে আসিতেছে। ভূতের ভয় এখনও তাহাদের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। তাহাদের বিশ্বাস, আজিকার এ অমানুষিক অসমসাহসিক সংগ্রাম ভৌতিক ব্যাপার! সেই তরুণতপন-

তুল্য রাখাল-যুবার ভীষণ অসি-সঞ্চালন, সেই জলদগম্ভীর "বম্ বম্ হর"-নিনাদের সঙ্গে মুসলমান-ফকিরের জলধিগর্জ্জনতুল্য "হো আল্লা"-ধ্বনি, সেই রুদ্রমূর্ত্তি বীরদ্বয়ের প্রচণ্ড বলে অস্ত্রবৃষ্টির মধ্যে বৃক্ষশাখা-প্রহার এখনও তাহাদের মনে জাগিতেছিল। তাহারা ভাবিল, হয়তো সেই প্রেত-চতুষ্টয়ের মধ্যে কেহ এক-জন অশ্বারোহীর বেশ ধারণ করিয়া, তাহাদের প্রাণবধ করিবার জন্য আসিতেছে। তাহারা সভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল। অশ্বারোহী বলিতে লাগিল, "ভয় নাই, পলায়ন করিও না।"

রহিম বক্স বলিল, "ও ফুফা! এতো দেখ্‌চি, আমাদের নবাব সাহেব!"

"ওরে মূর্খ। ভূতের কাণ্ড তুই কি বুঝ্‌বি? ভূত কত রকম রূপ ধ'র্‌তে পারে, তুই জানিস্? তোর যদি মর্‌বার সাধ থাকে, তুই এখানে থাক, আমরা পালিয়ে প্রাণ বাঁচাই!"

অশ্বারোহী আফ্‌জুল খাঁ, অল্পক্ষণ মধ্যেই পলাতক অনুচর-গণের সম্মুখে আসিয়া বলিল, "নিমকহারাম! তোরা মুসলমান হ'য়ে হিঁদুর ভয়ে পালাচ্চিস্? কাফেরকে যুদ্ধে পৃষ্ঠ দেখালে আখেরে কোথায় যেতে হয়, তা জানিস্?"

একটু অপ্রতিভ হইয়া, একটু সাহস পাইয়া, পলাতক সেনাগণ দাঁড়াইল। রহিম বক্স বলিল, "হাঁ—তা—তা হুজুর! আমিও তাই ব'ল্‌ছিলেম! কিন্তু ফুফা ব'ল্‌ছিলেন, আপনি আমাদের হজ্‌রত নন, আপনি হিঁদুর ভূত, হজ্‌রতের আকার ধ'রে আমাদের প্রাণবধ ক'র্‌তে এসেছেন!"

সক্রোধে হজ্‌রত আফ্‌জুল খাঁ রহিম বক্সের গোস্তাকির শাস্তি দিবেন বলিয়া তরবারি উঠাইলেন। রহিম বক্সের ফুফা পশ্চাতে সরিয়া বলিল, "দেখ্‌লি, রে মূর্খ! আমি যা ব'লেছিলেম, সত্য কি না? অই দ্যাখ তলোয়ার উঠিয়েছে। ও করিম চাচা! এখনও পালিয়ে প্রাণ বাচাও!"

আফ্‌জুল দেখিল, ভয়-প্রদর্শনে কোন ফল হইবে না। সে আশ্বাস-বাক্যে বলিল, "তোমরা কি মনে ক'রেছ, আজ আমরা ভূতের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রেছি? তা হ'লে আমরা কি প্রকারে বেচে থাক্‌তেম? ভূত হ'লে আমাদের কয় জনকেই বা ছেড়ে দেবে কেন? ভূতের হাতে প'ড়ে কি কেহ কখনও প্রাণ বাচাতে পারে?"

"তা সত্য! কিন্তু ওরা যদি মানুষ হবে, তা হ'লে মুসলমান ফকির হিঁদুর সঙ্গে যোগ দিয়ে মুসলমানকে মার্‌বে কেন?"

আফ্‌জুল উত্তর করিল, "মুসলমান কি কাফের হয় না? আমি এই ফকিরকে অনেক দিন থেকে জানি। সে কোথায় থাকে, তাও আমি তোমাদিগকে ব'লে দিতে পারি। হিঁদুরা একে ঘুস দিয়ে, লোভ দেখিয়ে, কাফের ক'রে নিয়েছে।"

"তা যদি এরা মানুষ, তবে চারজন হিন্দু দেড়শত মুসলমানকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে কচুকাটা ক'র্‌লে কেমন ক'রে?"

এবার খাঁ সাহেবের গোল বাধিল—কি উত্তর দিবেন। একটু ভাবিয়া বলিলেন, "তোমরা এত বুদ্ধিমান হ'য়ে এইটুকু বুঝ্‌তে পার্‌লে না? আগে হ'তেই তোমাদের মনে একটা আতঙ্ক

জন্মেছিল যে, এরা মানুষ নয়, ভূতযোনি! তাই তোমরা তো কেউ সাহস ক'রে লড়াই ক'র্‌লে না! এই ভূতের ভয়ই আজ আমাদের সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে! নহিলে, হিন্দুর সঙ্গে লড়াইয়ে কখনও মুসলমান হারে? এ কথা কি আর কখনও শুনেছ? কোরাণ শেরিফ আজ ভুলে গেলে নাকি?"

ক্রমে আফ্‌জুল আপন অনুচর চারি জনের প্রতীতি জন্মাইয়া দিল যে,—অমূলক আশঙ্কায় ভীত হইয়া, আজ মুসলমান-বীরগণ অকারণ প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছে, ইচ্ছা করিলে অনায়াসে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিত। তাহারা বলিল, "এখন হজ্‌রতের কি হুকুম, তাই বলুন।"

আফ্‌জল খাঁ সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, "আজ যে আমরা শিকার হাতে পেয়ে ছেড়ে দিয়েছি, এ বড় লজ্জার কথা। এ কথা কেহ কাহারও কাছে প্রকাশ করিও না। যার সঙ্গে দেখা হবে, তোমরা তাকেই ব'লবে যে, 'পাঁচ হাজার হিন্দু, তরবারি ও বন্দুক নিয়ে, হঠাৎ পঁচিশ জন মুসলমানকে ঘেরাও করে; তাতে জন কতক মুসলমান মারা গিয়েছে বটে, কিন্তু হিন্দু যে কত ম'রেছে, তার সংখ্যা নাই। আর দেখ, আজিকার এই ফকিরকে আর হিন্দু তিন জনকে উপযুক্ত শাস্তি না দিলে, আর আমার মান থাকে না। অই লড়াইয়ের জায়গা হ'তে আধ ক্রোশ দূরে, নদীর ধারে, একটা পুরাতন মস্‌জিদ দেখ্‌তে পাবে। এই ফকির সেই মস্‌জিদে থাকে। হিন্দু তিন জনও ফকিরের সঙ্গে মস্‌জিদে গিয়েছে। তোমরা গোপনে সংবাদ রাখ, ইহারা কি করে,

কোথায় যায় ! আমি এখন বাদ্শাহের নিকটে গিয়ে, আজিকার এ অপমানের প্রতিশোধ লবার জন্য উপযুক্ত যুদ্ধ-সজ্জা করি। শীঘ্রই দেখ্‌তে পাবে, সমস্ত হিন্দুস্থানে হিন্দুরক্তের ঢেউ খেল্‌বে। এখন তোমরা অতি সাবধানে আমার এ আদেশ পালন কর। উপযুক্ত পুরস্কার পাবে।"

অনুচর চারিজনকে বিদায় দিয়া, আফজুল খাঁ অশ্বারোহণে আজ্‌মীর অভিমুখে ধীরে ধীরে চলিলেন। ধীরে ধীরে, কেন না তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বড় বেদনা হইয়াছিল। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিবার সময়, বৃক্ষশাখা একবার তাঁহারও পৃষ্ঠে পড়িয়াছিল। অনুচরগণের দৃষ্টির বাহিরে গিয়া, খাঁ সাহেব পৃষ্ঠে হাত দিয়া, বিকট মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন. "আয়ে তোবা! কাফেরচে বজ্জাত আস্ত !"

দশম পরিচ্ছেদ।

ইহাও কি স্বপ্ন ?

যুদ্ধ শেষ হইবার কিয়ৎক্ষণ পরে, রাখাল-যুবক, ফকির ও হিন্দুবীরদ্বয়ের সঙ্গে, মসজিদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ফকির বলিলেন, "বৎস! এই আমার মন্দির। ভিতরে প্রবেশ ক'রে শ্রান্তি অপনয়ন কর।"

রাখাল বলিল, "মন্দির না মস্‌জিদ ?"

ফকির হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, "পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মে, মন্দির ও মস্‌জিদ, হিন্দু ও মুসলমান, আল্লা ও ভগবান, মহম্মদ ও জনার্দ্দন, কোরাণ ও উপনিষদ উভয়ই সমান। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট শাজিহান, স্বয়ং ইহাকে 'মুসলমান-মন্দির' নামে অভিহিত করেন। কিন্তু এখন সে সকল বিষয়ের আলোচনার সময় নহে।"

ফকির হিন্দুবীরদ্বয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমার বিবেচনায় এখানে আর আপনাদের কালবিলম্ব করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। আজিকার এ সংবাদ শীঘ্রই বাদ্‌শাহের কর্ণগোচর হবে। আফ্‌জুল খাঁও ইহার প্রতিশোধের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা ক'র্‌বে। যাতে শীঘ্রই আপনারা অভীষ্ট স্থানে উপস্থিত হ'তে পারেন,

তার চেষ্টা করুন। আর আমার অনুরোধ, এই বীর বালককে আপনাদের সঙ্গে ল'য়ে যান। ভবিষ্যতে ইহা হ'তে অনেক উপকারের সম্ভাবনা।"

একজন হিন্দুবীর রাখাল-যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বীর বালক ! তুমি কি আমাদের সঙ্গে যেতে সম্মত আছ ?"

"কোথায় ?"

"রণ-সমুদ্রে।"

যুবা হর্ষোৎফুল্ল লোচনে উত্তর করিল, "বীরবর ! তৃষাতুর পথিককে আর কেন মৃগতৃষ্ণিকায় উন্মত্ত করেন ? রণসমুদ্র ? এ ম্লেচ্ছনিপীড়িত আর্য্যাবর্ত্তে কোথায় সে রণসমুদ্র ?"

"আজ তুমি যুদ্ধস্থলে কোথা হ'তে এসেছিলে ?"

"আমার পূর্ব্ব কথা সকল বিবৃত ক'র্‌তে হ'লে, অনেক সময় আবশ্যক করে। এই মাত্র জান্‌বেন,—আমি মিবার-দেশের দরিদ্র কৃষাণ, অনেক দিন হ'তে রণসমুদ্রের অন্বেষণ ক'র্‌চি। শুনেছি, রাঠোর-সেনাপতি দুর্গাদাস,আরবালি-গিরির অধিত্যকায় রণবেশে সজ্জিত হ'য়ে, ভেরীরবে আর্য্যাবর্ত্তের বীরগণকে আহ্বান ক'রেচেন। মিবারে আর সঙ্গী পেলেম না, তাই একাকী যাচ্চি !"

হিন্দুবীর সানন্দে যুবককে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "রাখাল বালক ! তুমি যার অন্বেষণ ক'রুচ, এই দেখ সেই দুর্গাদাসের হৃদয় তোমার হৃদয়ের সঙ্গে সম্মিলিত ! চল, ভাই ! আরবালির উন্নত শৃঙ্গ হ'তে দু'জনে, এমনি ক'রে হৃদয়ে হৃদয় মিলিয়ে, রণসমুদ্রে ঝাঁপ দিব !"

রাখাল সবিস্ময়ে হিন্দুবীরের দিকে চাহিয়া দেখিল! সে বলিল, "এই শ্বেতচন্দনশোভিত উন্নত ললাট, এই তেজোগর্ব্বশীল উজ্জ্বল লোচন, এই বীরত্বপূর্ণ বিস্তৃত উরস, এই শালপ্রাংশু বিশাল বাহু, এই কারুণ্যময় মধুর স্বর দুর্গাদাস বই আর কাহার? বৃক্ষশাখাপ্রহারে শতাধিক সশস্ত্র যবন সংগ্রামে মথিত করে. দুর্গাদাস নহিলে কার এত বাহুবল? দুর্গাদাস নহিলে "বম্ বম্ হর" নিনাদে হিন্দুর প্রাণশূন্য দেহ আর কে অমৃতের উচ্ছ্বাসে সজীব ক'র্‌তে পারে?"

রাখাল সবিস্ময়ে সেই বীর-দেহ নিরীক্ষণ করিতেছিল। ফকির সহাস্য-মুখে বলিলেন, "বীর বালক! আমি তোমার পরিচয় জান্‌তে পেরেছি। এখন দুর্গাদাস ও তাঁহার সহচরের নিকট হ'তে আত্মপরিচয় গোপন কর্‌বার কোন প্রয়োজন নাই।"

রাখাল বলিল, "আমি এখানে আস্‌বার পূর্ব্বে আমার জননার নিকট প্রতিশ্রুত হ'য়েছিলেম, কাহারও নিকট আত্মপরিচয় প্রকাশ ক'র্‌ব না: এখন আপনার যেরূপ অনুমতি।"

ফকির বলিলেন, "সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ইঁহারা আপনার পরিচয় কাহারও নিকট প্রকাশ ক'র্‌বেন না।—রাঠোর-বীর, দুর্গাদাস! ইঁহার পরিচয় অবগত হ'লে আপনি বিস্মিত ও পুলকিত হবেন। ইনি মহারাণা মিবারাধিপতির পুত্র অমরসিংহ।"

দুর্গাদাস আবার সপুলকে রাখালবেশী রাজকুমারকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "আমি আপনার চিরদাস। আমাকে আত্মপরিচয় দিতে সঙ্কুচিত হ'চ্চেন! আজ আমার জীবন ধন্য

হ'ল! আমার সঙ্গে চলুন,—অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখ্‌তে পাবেন! যোধপুর-রাজমহিষীর নূতন মাতৃমন্দিরে অযুত বীরের উলঙ্গ তরবারিতে বিংশ রাজমুকুট প্রতিফলিত হবে। এখন আমার সঙ্গে একবার মস্‌জিদের অভ্যন্তরে আসুন। রাজমহিষীর নিকট আপনাকে পরিচিত করি।"

অমরসিংহ বলিলেন, "যোধপুর রাজমহিষী তো এ ছদ্মবেশেও আমাকে চিন্‌তে পারবেন। তাঁকে অনুরোধ ক'র্‌বেন, যেন আমার পরিচয় আর কাহারও নিকট প্রকাশ না করেন। তবে চলুন, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।"

দুর্গাদাস রাখালবেশী অমরসিংহের হাত ধরিয়া মসজিদের ভিতরে লইয়া চলিলেন। মস্‌জিদের মধ্যদেশে বৃহৎ প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণে বনফুলের কানন। বোধ হয়, পূর্ব্বে এইখানে কুসুম-উদ্যান ছিল, এখন বনফুলের কাননে পরিণত হইয়াছে। বিবিধবর্ণ, বিবিধসৌরভ, অনাঘ্রাত ফুলদল, সেই নির্জ্জন কাননে নীরবে ফুটিয়া, নির্জ্জনে নীরবে সৌরভ বিকীর্ণ করিয়া, নির্জ্জনে নীরব ভাষায় কত প্রেমের কথা বলিতেছিল! উপরে শশাঙ্ক নীরবে রশ্মি বিকীর্ণ করিয়া, নীরবে ফুটন্ত ফুলদলের পরিমলে অমিয় মিশাইয়া, নীরবে হাসিতেছিল! সেই নির্জ্জন নীরব কুসুম-কাননে, দুইটী রমণী নীরবে দাঁড়াইয়াছিলেন।

দুর্গাদাস বলিলেন, "বীর-বালক! অভিবাদন কর। তোমার সম্মুখে যোধপুররাজমহিষী দেবরাণী অরুন্ধতী, আর তাঁহার পার্শ্বে অম্বররাজকুমারী অম্বালিকা!"

রাখাল দেখিল, সম্মুখে নিরাভরণা পট্টবস্ত্রপরিহিতা, রাজমহিষী আর তাঁহার পার্শ্বদেশে--মরি কি সুন্দর!-প্রস্তরখোদিতা সরস্বতী-মূর্ত্তির ন্যায়, আলেখ্যপটে অঙ্কিতা ভুবনেশ্বরীর ন্যায়, ভক্তজন-সম্মুখে জগদ্ধাত্রী প্রতিমার ন্যায়, হায়! ইহাও কি স্বপ্ন? একদিন রাখাল শৈশবে, আট বৎসর পূর্ব্বে, আহেরিয়া উৎসবের দিন, রাজসমুদ্র-তটে যে অপার্থিব নিধি একবার দেখিয়া আবার তখনি হারাইয়াছিল, ইহা তো সেই! যে হরচূড়াস্খলিত সুধাংশুলেখা, আট বৎসর পরে কাল আবার সন্ধ্যার সময়, স্বপ্নে, রত্নগিরির উপর মন্দাকিনীসৈকতে, পূর্ণ সৌন্দর্য্যে, ষোড়শ কলায় বিভাসিত দেখিয়াছিল, ইহা তো সেই—সেই পূর্ণশশিরূপিণী দিব্যালোকময়ী চারু মূর্ত্তি!

রাখাল, দুর্গাদাসের আদেশ মত, ভূতলে জানু পাতিয়া অভিবাদন করিতে গিয়া, জ্ঞানশূন্যের মত সেই চারুমূর্ত্তির চরণতলে লুটাইয়া পড়িল। আর অকস্মাৎ, জানি না কেন, অম্বররাজকুমারী অম্বালিকার শরীর কণ্টকিত হইল, হৃদয় কাঁপিতে লাগিল, সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়া আসিল। "হায়, দেবী! স্বপ্ন কি সত্য হয়?" বলিয়া, তিনি রাজমহিষী অরুন্ধতার পদমূলে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বিদায়।

প্রভাতে ফকিরের মস্‌জিদের দ্বারদেশে একটী রমণী একাকিনী দাঁড়াইয়াছিল। ফকির, ভুতলে জানু পাতিয়া, করদ্বয় হৃদয়ে সংযুক্ত করিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, স্তোত্র পাঠ করিতেছিলেন। পবিত্র দেবভাষায়, দেবকণ্ঠে নির্জ্জন মন্দির নিনাদিত করিয়া, বিশুদ্ধ অমৃতময় শব্দ-সমূহের অমৃতময় উচ্চারণে পার্শ্ববর্ত্তিনী রমণীর কলেবর রোমাঞ্চিত করিয়া, মুসলমান-যোগী অনাদিদেবের আরাধনা করিতেছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, তিনি চক্ষু উন্মীলন করিয়া রমণীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎসে! আজ তোমার মুখমণ্ডল মলিন দেখ্‌চি! আর কি কোন অশুভ সংবাদ আছে?"

রমণী যুক্তকরে উত্তর করিল, "আপনার নিকট বিদায় প্রার্থনা ক'র্‌তে এসেছি "

"কোথায় যেতে ইচ্ছা কর?"

"দেব! অভাগীকে অকারণ এ প্রশ্ন কেন? কোন্ মনোবৃত্তি আপনার অগোচর?"

ফকির বিষণ্ণ বদনে উত্তর করিলেন, "মন্দভাগিনি! বুঝ্‌তে পেরেছি, তুমি দুর্গাদাসের গিরি-দুর্গে যেতে ইচ্ছা কর। কিন্তু কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, তার উত্তর দাও।"

"অনুমতি করুন।"

"তোমার স্বামী, ছদ্মবেশী রাজকুমার অমরসিংহ তোমাকে চিন্‌তে পেরেছিল?"

বিলাসকুমারী ম্লান মুখে, বিকৃত স্বরে, উত্তর করিল, "আমাকে চিন্‌তে পার্‌বার কি সম্ভাবনা?"

"তুমি তাকে এতদিন পরে, দেখ্‌বামাত্র চিন্‌তে পেরেছিলে?"

"দেব! অপরাধ মার্জ্জনা করুন! আপনি অন্তর্যামী হ'য়েও নারীর হৃদয়বৃত্তি বুঝ্‌তে পারেন না!"

"তবে কি তুমি তার দর্শন-লালসায় কাতরা হ'য়েছ?"

বিলাসকুমারী বলিল, "আপনার ভ্রম হ'য়েছে! এ অভাগার হৃদয় আর তাঁর দর্শন-লালসায় আকুল নহে। তিনি আমাকে চিন্‌তে পারেন নাই, ভালই হ'য়েছে। এ জন্মে আর আমি তাঁর নিকট আত্মপরিচয় প্রকাশ ক'র্‌ব না। গত রাত্রে যে সময় মন্দির-মধ্যে অম্বর-রাজকুমারী অম্বালিকার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, আমি অন্তরালে থেকে সমস্ত দেখেছি। তার পর রাজকুমারীর সঙ্গে কথোপকথনে সমস্ত জান্‌তে পেরেছি। তিনি শৈশবকালে একদিন রাজকুমারী অম্বালিকাকে একবার রাজ-সমুদ্রতটে দেখেছিলেন। সেই অবধি তিনি অম্বালিকার প্রেমে আত্মহারা হ'য়েছেন। অম্বালিকা তাঁর পরিচয় এখনও জান্‌তে

পারে নাই। সে জানে, তিনি সত্য সত্যই মিবার-দেশের একজন দরিদ্র রাখাল। আমারও হৃদয়-মধ্যে নূতন আশার সঞ্চার হ'য়েছে। সেই অবধি ম্লেচ্ছ-বধের আশায় আমার অন্তর আকুল হ'য়েছে, প্রাণের মধ্যে পিতৃহন্তার প্রতিহিংসানল দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হ'য়েছে। বালিকার প্রগল্‌ভতা ক্ষমা ক'র্‌বেন। বীরের হৃদয়, নারীর প্রেম-লালসায় উন্মত্ত হ'লে, অসাধ্য সাধন ক'র্‌তে পারে। যদি তিনি জানেন যে, যবন-সংগ্রামে জয়লাভ ক'র্‌লে, তাঁর পবিত্র প্রেম-বাসনা চরিতার্থ হবে, তাহ'লে আপনি অচিরাৎ দেখ্‌তে পাবেন,—সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে যবন-রক্তের তরঙ্গ উত্থিত হবে, ভারতের শত্রু নিঃশেষিত হবে, আজিকার দানব-কুলের এ রাক্ষসলীলা আর্য্যজাতির বিজয়োৎসবে পরিণত হবে! তখন, দেব! দৈত্য-বিজয়ের মহোৎসবের সময়, এই দৈত্যদলহারী বীর-যুবার সঙ্গে সুন্দরীকুলেশ্বরী অম্বর-রাজকুমারীর পরিণয় উৎসব দেখে, জীবন সফল ক'র্‌ব।"

ফকির দয়ার্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, "বৎসে! এ কঠোর সাধনায় আপন হৃদয়কে কি আয়ত্ত রাখ্‌তে পার্‌বে?"

বিলাসকুমারী সজল-নয়নে উত্তর করিল, "আপনি যার গুরুদেব, হৃদয়কে আয়ত্ত করা তার পক্ষে অসাধ্য সাধনা নহে। এতকাল কি বৃথা আপনার চরণতলে শিক্ষালাভ ক'রেছিলেম? আশীর্ব্বাদ করুন, যেন এ হৃৎপিণ্ডকে এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত ক'র্‌তে পারি। রাণী অরুন্ধতী এখান হ'তে তাঁর মাতৃমন্দিরে যাত্রা কর্‌বার জন্য প্রস্তুত হ'য়েছেন। অনুমতি করুন, আপনার

কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব ও আমার তরবারি সঙ্গে ল’য়ে তাঁর সঙ্গে যাই; কিছুদিন পরে আবার আপনার নিকটে আস্‌ব।”

বিলাসকুমারী ফকিরকে অভিবাদন করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। যাইবার সময় একটী কথা বার বার তাহার মনে পড়িতে লাগিল। সে অভিবাদন করিলে, ফকির তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন; আজ তিনি আশীর্ব্বাদ করিতে ভুলিয়া গেলেন কেন?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—০—

প্রতিযোগিতা।

শারদীয়া শুক্লযামিনী অবসান প্রায়। সুধাংশু সারারাতি জাগরণে ক্লান্তিবশতঃ যেন ঘুমের ঘোরে আকাশপ্রান্তে ঢলিয়া পড়িতেছে। পর্ব্বতমধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ রাজপথের সম্মুখে পথশ্রান্ত দুর্গাদাস নিদ্রিত। তাঁহার পার্শ্বদেশে রাখাল শয়ন করিয়া কি চিন্তা করিতেছিল। কিঞ্চিৎ দূরে রাণী অরুন্ধতী ও তাঁহার নিকটে রাজকুমারী অম্বালিকা ও বিলাসকুমারী ভূমিশয্যায় শয়ান। অরুন্ধতী দেবী সুষুপ্তা, কিন্তু রাজকুমারী অম্বালিকা এত পথশ্রমের পরও নিদ্রিতা নহেন। তিনি নীলোৎপলনয়নে অস্তগামী সুধাংশুর দিকে চাহিয়া, কি দেখিতেছিলেন। রাখাল জানিত না যে, তাহার ন্যায় রাজকুমারীরও চক্ষে নিদ্রা নাই।

অকস্মাৎ অদূরে বহুসংখ্যক অশ্বের পদধ্বনি শুনা গেল। রাখাল চমকিয়া কটীদেশস্থ অসি কোষমুক্ত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ও দুর্গাদাসকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "বীরবর! তরবারি উন্মোচন করুন। বিলম্বের সময় নাই! অই দেখুন, সম্মুখে বহুসংখ্যক শত্রুসেনা!"

দুর্গাদাস দেখিলেন, অনতিদূরে অশ্বারোহী যবনসেনাদল তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তিনি বলিলেন, "আমরা তিন জন মাত্র। অসির রুধির-তৃষা তো পরিতৃপ্ত হবে। কিন্তু রাজমহিষী ও রাজকুমারীকে অবশেষে কে রক্ষা ক'র্‌বে?"

রাখাল বলিল, "পথ অতি সঙ্কীর্ণ! এককালে অধিক অশ্বারোহী অগ্রসর হ'তে পারে, এরূপ সম্ভাবনা নাই! আপনি রাজকুমারী, রাজমহিষী ও এই রমণীকে সঙ্গে ল'য়ে প্রস্থান করুন। আমি ততক্ষণ শত্রুগণের গতি রোধ করি।"

দুর্গাদাস বলিলেন, "তবে এস, ভাই! আমাদের দু'জনের তরবারি মনের সাধে শত্রু-রুধির পান করুক। মুকুন্দদাস রমণীগণকে সঙ্গে ল'য়ে প্রস্থান করুন।"

রাখাল বলিল, "না, বীরবর! যদি শত্রুসেনা আমাদিগের দু'জনকে পরাস্ত ক'রে ইঁহাদের অনুসরণ করে, তাহ'লে রমণী-গণকে রক্ষা করা একপ্রকার অসম্ভব হবে। আপনিও ইঁহাদের সঙ্গে যান; আমি একাকী যবন-সেনাদলের গতিরোধ করি।"

দুর্গাদাস ক্ষণমাত্র চিন্তা করিয়া, রাখালের সুকুমার বদন-মণ্ডলের দিকে চাহিয়া, বলিলেন, "ইহা বই আর উপায় নাই। সাধু বীরবালক! বীরের ন্যায় প্রাণ বিসর্জ্জন দাও, সুরলোকে ইহার পুরস্কার পাবে! রাজমহিষি! বিলম্বের সময় নাই—অশ্বে আরোহণ করুন!"

রাখাল, ফুল্ল নয়নে, পূর্ণ দৃষ্টিতে, একবার রাজকুমারীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। রাজকুমারী বুঝিলেন, সে দৃষ্টিতে রাখাল

ইঙ্গিতে বলিল, "দেখুন, আপনার জন্য প্রাণ-বিসর্জ্জনে কত সুখ!" দুর্গাদাস, বিষাদে ও অভিমানে, নয়ন মার্জ্জনা করিয়া, অশ্বপৃষ্ঠে উঠিলেন। রাজমহিষীও অম্বালিকাকে ক্রোড়ে লইয়া, অশ্বারোহণ করিলেন। অম্বালিকা বল্‌গা ধারণে অশ্বের গতিরোধ করিয়া বলিলেন, "দুর্গাদাস! আপনি না ক্ষত্রিয়বীর? আজ প্রাণের ভয়ে শত্রুকে পৃষ্ঠ দেখাবেন? আর এই বীর-বালককে একাকী শত্রু-কবলে নিক্ষেপ ক'রে পলায়ন ক'র্‌বেন?"

দুর্গাদাস গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, "এখন বালিকার উপদেশের সময় নহে। রাজমহিষি! অশ্বচালনা করুন—নতুবা আপনাদিগকে রক্ষা করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে!"

অম্বালিকা পুনরপি বলপূর্ব্বক রশ্মি আকর্ষণ করিলেন। রাজমহিষী বলিলেন, "বৎসে! তুই কি আজ জ্ঞানশূন্যা হ'লি?"

অম্বররাজকুমারী সাশ্রুনয়নে, উচ্চ রবে উত্তর করিলেন, "দেবি! আপনার যদি এতই প্রাণের ভয়, আপনি দুর্গাদাসের সঙ্গে পলায়ন করুন! আমি এই বীর-বালকের—"

অসির ঘোর ঝন্‌ঝনা-রবে, আততায়ী অরাতিদলের হুহুঙ্কার-শব্দে, রাজকুমারীর কলকণ্ঠ বিলীন হইল। তিনি দেখিলেন, শত্রু-সেনাগণের তরবারি রাখালের উত্থিত অসিতে প্রতিহত হইতে লাগিল। তিনি আরও অনেকবার সমর-প্রাঙ্গণে রণোন্মত্ত বীরগণের কালান্তক মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, কিন্তু একজন মাত্র বালকের একক তরবারির সঙ্গে দুই শত সশস্ত্র যোদ্ধার প্রতিযোগিতা, এমন সুন্দর সুকুমার বক্ষে এককালে এত তরবারি

প্রহার, আর কখনও দেখেন নাই! এমন উদারহৃদয়, অকুতোভয় বালকের তরুণ প্রাণ সংহারের জন্য, এককালে শত বীরের এমন ভীষণ আস্ফালন, আর কখনও শুনেন নাই! রাজকুমারীর দর্শন-শক্তি বিলুপ্ত হইতে লাগিল, সংজ্ঞা অপহৃত হইয়া আসিল। "হায়! নিষ্ঠুর দুর্গাদাস! এই কি তোমার বীর-ধর্ম্ম?"—বলিতে বলিতে রাণী অরুন্ধতীর ক্রোড়ে তাঁহার মস্তক লুটাইয়া পড়িল। রাজমহিষী ও রাঠোর-সেনাপতির অশ্ব দ্রুতবেগে, শৈল-শিখর অতিক্রম করিয়া, ছুটীতে লাগিল।

পরদিন প্রভাতে ফকির চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কি চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন,—বহুসংখ্যক মুসলমান-সেনা, শৃঙ্খলবদ্ধ রাখালকে সঙ্গে লইয়া, তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহারা নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র, ফকির তাহাদের সম্মুখীন হইয়া তাহাদের নায়ক আফজুল খাঁকে বলিলেন, "আমি জানি, আমার বিদ্রোহিতার দণ্ডবিধানের জন্য, আমাকে বাদশাহের নিকট ল'য়ে যাবেন ব'লে এখানে এসেছেন। চলুন, বলপ্রয়োগে প্রয়োজন নাই, আমি প্রস্তুত আছি।"

আফজুল খাঁ আপন অনুচরগণকে বলিলেন, "তোমরা এ কাফের-ফকিরের মিষ্ট বচনে প্রতারিত হইও না। ইহাকে শৃঙ্খল-বদ্ধ কর।"

ফকির হাস্য মুখে অগ্রসর হইয়া, শৃঙ্খল পরিবার জন্য, হাত বাড়াইয়া দিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

দরবার।

প্রভাতে আজ্‌মীর নগরে বাদ্‌শাহের দরবার। রাজ-প্রাসাদের সম্মুখবর্ত্তী দরবার-আম সুশোভিত। মর্ম্মর-প্রস্তর-নির্ম্মিত বিশাল স্তম্ভরাশি দীপ্তিমান মণিমুক্তাভরণে শোভিত। তাহার উপরে হীরকদামখচিত চন্দ্রাতপ বিলম্বিত। যেন তারকারাজি-ভূষিত গগনতল স্পর্শ করিয়া, দীপ্তিমান মুক্তা-কুসুমের তরু, পদ্মরাগের ফুলদল ও অয়স্কান্তের পল্লবময়ী শাখাসমূহ বিস্তার করিয়া, দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! সম্মুখবর্ত্তী রত্ন-সিংহাসনের হীরক-দাম, সূর্য্য-কিরণে প্রতিফলিত হইয়া, মুক্তাখচিত স্তম্ভোপরে, মণিময় চন্দ্রাতপ-তলে ও সমবেত সভাসদ্‌গণের উষ্ণীষোপরে বিবিধ বর্ণের জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছে। দরবারের উভয় পার্শ্বে সম-সজ্জা-শোভিত, নীরব, নিস্পন্দ সেনাদল চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। রত্ন-সিংহাসন শূন্য। বাদ্‌শাহ এখনও আসেন নাই। সেই বহুসংখ্যক সেনাদল ও ওমরাহগণ নীরবে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। প্রহরিবেষ্টিত বন্দী রাখাল, এক-পার্শ্বে বৃদ্ধ ফকিরের নিকট দাঁড়াইয়া, বাদ্‌শাহের বিচিত্র সভা দেখিতেছিল। রাখাল সেই গম্ভীরমূর্ত্তি, সুবর্ণ-উষ্ণীষধারী,

শ্মশ্রুদাম-সমন্বিত,সভাসদ্‌গণের মুখমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিল-সে বিস্তীর্ণ সভামণ্ডপে একজন মাত্রও হিন্দু নাই। সহসা নীরব সভামণ্ডল মথিত করিয়া, একবার—একবার মাত্র, সমস্বরে গম্ভীর শব্দ উত্থিত হইল, "আল্লা হো আখ্‌বর!" সেই শব্দের সঙ্গে ওমরাহ ও সেনাগণ সকলে একবার একসঙ্গে ভূমিস্পর্শ করিয়া অভিবাদন করিল। নিমেষ-মধ্যে সভাস্থল আবার পূর্ব্বের মত নীরব হইল। রাখাল দেখিল, মহার্ঘরত্নরাজিভূষিত, খর্ব্বাকার, সহাস্য-বদন সম্রাট, একাকী নীরবে আসিয়া রত্ন-সিংহাসনে বসিলেন! ঔরঙ্গজেব, মুহূর্ত্ত-মাত্র নীরবে থাকিয়া ধীরে, গম্ভীর স্বরে, নিস্পন্দ ও নিঃশব্দ সভামণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিলেন,—"মুসলমান ওমরাহগণ! সনাতন মহম্মদীয় ধর্ম্মের প্রচারকগণ! আমরা যে এতদিন সমগ্র ভারতবর্ষে মহম্মদীয় ধর্ম্মের একাধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা ক'রেছিলেম, আজ যে আবেদন প্রাপ্ত হ'য়েছি, যদি তা সত্য হয়, আমাদের সকল আয়াস অনিল-অঙ্গে অসি প্রহারের ন্যায় বিফল হ'য়েছে! সেনাপতি আফ্‌জুল খাঁর আবেদন, একজন বৃদ্ধ মুসলমান-ফকির, মুসলমান-ধর্ম্মদ্রোহী হিন্দুগণের পক্ষ অবলম্বন ক'রে, বহুসংখ্যক মুসলমান-সেনার প্রাণসংহার ক'রেছে। তাই আফ্‌জুল খাঁর প্রার্থনা, সেই মুসলমান-ফকিরের জন্য রাজদণ্ড-বিধানের অনুমতি হওয়া আবশ্যক। কিন্তু আমি এ অপবাদ বিশ্বাস করি না। যদি আফ্‌জুল খাঁ তাঁর আবেদন প্রমাণীকৃত ক'র্‌তে না পারেন, আমরা ইহা অমূলক অসত্য ব'লে অবজ্ঞা ক'র্‌ব।"

একজন বৃদ্ধ সভাসদ্ দাঁড়াই আপনি কি বিস্মৃত হ'চ্চেন,
"জাঁহাপনা! ইহা অসম্ভব! স্বয়ং
বাদ্শাহের রাজ্যে মুসলমান-ফকির কান, "নিরস্ত হও, দিলীয়ার!
এ কথা আমরা স্বপ্নেও বিশ্বাস করি না। আভিহিত করে, কোরাণ-
প্রদর্শন করুন, নতুবা তাঁরই প্রতি রাজ্য

আফ্জুল খাঁ করজোড়ে বলি সাহস হইল না। ওমরাহগণ
উপস্থিত; তাঁকেই জিজ্ঞাসা রের অবিচলিত মুখমণ্ডলের দিকে
ঔরঙ্গজেব হাস্য মু মাত্র আফ্জুল খাঁর মুখমণ্ডলে হর্ষ-চিহ্ন
আপনি অগ্রসর হ'য়ে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "এখন এই ফকির-
দণ্ডায়মান হ'য়ে, অনুচর, কাফের-যুবার প্রতি উপযুক্ত দণ্ডাজ্ঞা
করুন।"

ফকির অ বলিলেন, "হিন্দু-যুবাকে ওমরাহগণের সম্মুখে
দাঁড়াইলেন।"
দিকে চাহিয়া শাহের আদেশমত সভাসদ্গণের সম্মুখে আসিয়া
রাশি অনিলস্পর্শে শাহ বলিতে লাগিলেন, "এই যে সুকুমারবদন,
অর্দ্ধাবৃত, নয়ন আপনাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান, এ ব্যক্তি
স্বর্গীয় জ্ঞান-গৌর হ'লেও, আমি জান্‌তে পেরেছি, বীরত্বে
সমগ্র সভামণ্ডল সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মুসলমান-বীরের সমকক্ষ।
উত্তোলন করিয়া, াব, এ ব্যক্তিকে মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত ক'রে
সভাসদ্গণ! সেনাউচ্চ পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করা হ'ক। আমার
অশীতি বৎসর কাল মদীয় ধর্ম্মের পবিত্র দীক্ষা লাভ ক'রে, দিন
ক'রে যে শিক্ষা লাসিংহাসনের গৌরব বৃদ্ধি ক'র্‌বে। হিন্দু-যুবক!

ওমরাহগণকে অভিবাদন কর! তোমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। আজ সূর্য্যাস্তের নমাজের পূর্ব্বে ইঁহারা মহাসমারোহে তোমাকে সত্যধর্ম্মে দীক্ষিত ক'র্‌বেন; তারপর তোমাকে বহুমানাস্পদ ওমরাহ-পদে প্রতিষ্ঠিত ক'রে তোমার বীরত্বের পুরস্কার দিবেন।"

নির্ভীকহৃদয় রাখাল সস্মিতমুখে প্লুতস্বরে, উত্তর করিল, "ভারত-সম্রাট! যবনের পরিচর্য্যা হিন্দুবীরের উপযুক্ত পুরস্কারই বটে! এ বাহুযুগল ভারতবৈরী দানবগণের বক্ষ বিদারণের জন্য সৃষ্ট হ'য়েছিল, যবনের চরণ-সেবার জন্য নহে।"

সম্রাট, আরক্ত লোচনে চারিদিকে চাহিয়া,সক্রোধে, সবিষাদে বলিলেন, "হা! ওমরাহগণ, আজ আমরা কি জাগ্রদবস্থায় স্বপ্ন দেখ্‌চি? কালভুজঙ্গের ফণায় মণ্ডুকের পদাঘাত, কেশরীর মস্তকে শৃগালের নখ-প্রহার, আজ আমাদিগকে দেখ্‌তে হ'ল? তবে আর না, জল্লাদ!"

সেনাগণের মধ্যদেশ হইতে, কালান্তকমূর্ত্তি জল্লাদ, উলঙ্গ কুঠার হস্তে, অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইল।

বৃদ্ধ মুসলমান-ফকির, দ্রুতপদে বাদ্‌শাহের নিকট গিয়া, বজ্রগম্ভীর স্বরে নীরব, সূচিকাপতন-শব্দ-শূন্য বাদ্‌শাহ-দরবার প্রতিধ্বনিত করিয়া, বলিলেন, "শুন, সম্রাট ঔরঙ্গজেব! মূর্খতার সীমা আছে, অদূরদর্শিতার পরিণাম আছে। এই বীর-যুবার রক্তবিন্দু ভূতলে পতিত হবামাত্র, নিশ্চয় জানিও, তোমার ছিন্ন মুণ্ড ক্ষিতিতল চুম্বন ক'র্‌বে!"

সম্রাট সরোষে অধর-দংশন করিয়া বলিলেন, "হা! উন্মত্ত ফকির! আমি ভারত-সম্রাট!"

ফকির তীব্র কটাক্ষে বাদ্‌শাহের মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া, তাঁহার নয়ন-সম্মুখে বারম্বার অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া, বলিলেন, "তুমি সম্রাট? একবার সম্মুখে অই ঊর্দ্ধদেশে চেয়ে দেখ, সম্রাট কে?"

বাদ্‌শাহ মন্ত্রাহতের ন্যায় ঊর্দ্ধে চাহিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। আবার চক্ষু উন্মীলন করিয়া, নিস্পন্দ নয়নে, আপন মস্তকোপরি শূন্যমার্গে চাহিয়া রহিলেন! জানি না, মন্ত্রবল কি মেস্‌মেরিজম্‌! ঔরঙ্গজেব দেখিলেন, দ্বাদশ শশীর কিরণে দিঙ্‌মণ্ডল আলোকিত করিয়া, গৌরবময়কান্তি, অপার্থিবজ্যোতি, রত্নকিরীটশোভী, সম্রাট আক্‌বর জ্যোতির্ম্ময় স্বর্গীয়বিমানোপরি আসীন! বিমানের চারি পার্শ্বে, প্রফুল্লবদন, পুলকিতনয়ন, অসংখ্য অমরগণ সমবেত! বিস্মিত লোচনে, আকুল প্রাণে, শূন্য দৃষ্টিতে, ঔরঙ্গজেব সেই রাজরাজেশ্বর-মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে করিতে, আবার নীচে আপন সভামণ্ডপের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। কি দেখিলেন? যেন সেই রত্নরাজিদীপ্ত, হীরকদামবিভাসিত, বিচিত্র দরবার, ভীষণ, লোমহর্ষণ, ঘোর অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছে! আর যেন সেই অন্ধকার মধ্যে, নগ্নদেহ, বীভৎসবদন, বিকটদশন, দানবদল অট্টহাস্যে কোলাহল করিতেছে!—আর একি! সম্মুখে আকাশচ্যুত শশধরের ন্যায়, ধূল্যবলুণ্ঠিত দেবকান্তি পিতা শাজিহান, সুবর্ণশৃঙ্খলে বদ্ধ! নিকটে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারার বীরমূর্ত্তি

শূলদণ্ডোপরি সংস্থাপিত, প্রাণের ভাই সুজার ছিন্ন মুণ্ড শূন্যদেশে বিলম্বিত, আর প্রিয়দর্শন অনুজ মোরাদের শোণিতাক্ত শরীর ধরাতলে ধূলায় লুণ্ঠিত!

সম্রাট চীৎকার করিয়া, কম্পিত কলেবরে সিংহাসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন দেখিয়া, ওমরাহগণ তাঁহার নিকটে দৌড়িয়া আসিলেন। "বাদ্‌শাহ্ অকস্মাৎ পীড়িত হইয়াছেন" বলিয়া, চারিদিকে হাকিমগণের অন্বেষণে লোক দৌড়িল। কয়েকজন তাঁহার হাত ধরিয়া বিশ্রাম-ভবনে লইয়া চলিল। দরবার ভাঙ্গিয়া গেল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—o—

আর সময় নাই।

সন্ধ্যার পর সম্রাট নিভৃত বিশ্রাম-ভবনে পদচারণা করিতে-ছিলেন। নিকটে আফ্‌জুল খাঁ করজোড়ে দাঁড়াইয়াছিল। সম্রাট বলিলেন, "কেমন, সেনাপতে! শত্রুদ্বয়ের অব্যাহতিতে আজ তোমার মনে বড় ক্লেশ হ'য়ে থাক্‌বে!"

আফ্‌জুল খাঁ উত্তর করিল, "যখন এদের উপর জাঁহাপনার কৃপাদৃষ্টি হ'ল, তখন এরা আমার শত্রু কি প্রকারে? তবে, ভবিষ্যতে এরা দু'জনে রাজ্যের সুনিয়মে অনেক বিশৃঙ্খলা উৎপাদন ক'র্‌বে।"

সম্রাট বলিলেন, "যাবতীয় ওমরাহ ও হাকিমগণের অনুরোধ অবহেলা ক'র্‌তে পার্‌লেম না, তাই স্বয়ং কারাগারে উপস্থিত হ'য়ে, ফকির ও কাফের দু'জনকেই মুক্তিদান ক'র্‌লেম।"

আফ্‌জুল খাঁ বুঝিতে পারিল না যে, আজ সম্রাটের মুখমণ্ডল অতীব গম্ভীর। সে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উত্তর করিল, "এদের অদৃষ্ট যে এত সুপ্রসন্ন, তা আমি স্বপ্নেও জান্‌তেম না!"

সম্রাট। সে গতানুশোচনায় আর ফল কি? এখন বল দেখি, আজিকার এ বৃদ্ধ ফকিরকে কি প্রকার দেখ্‌লে?

আফ্। পাগল, পাষণ্ড, কাফের এবং নরাধম!

সম্রাট। আমি যে নূতন রাজনীতির অনুসরণ ক'রে রাজ্য-শাসনে প্রবৃত্ত হ'য়েছি, এই ফকিরের মতে ইহা অতি অনর্থকর। ইহার বিবেচনায় আকবর-শাহের প্রবর্ত্তিত, পূর্ব্বপ্রচলিত রাজনীতিই মোগল-সাম্রাজ্যের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর।

আফ্। বাতুলে কি না মনে করে? কাফের কোন্ কালে মুসলমানের প্রশংসা করে? পেচক কবে চাঁদের কিরণকে ভাল বলে?

সম্রাট। তবে পূর্ব্বপ্রচলিত রাজনীতি অপেক্ষা আমার নূতন রাজনীতি যে সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে তোমার মনে কোন দ্বিধা নাই?

চাটুকার আফ্‌জুল করজোড়ে বলিতে লাগিল, "জাঁহাপনা! এ বিষয়ে আবার আপনি গোলামকে প্রশ্ন ক'র্‌চেন? আপনার ন্যায় বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ আর কি কোথাও জগতে জন্মগ্রহণ ক'রেছে? আক্‌বর শাহের অবিমৃষ্যকারিতায় কাফেরগণের বড়ই স্পর্দ্ধা জন্মেছিল। মুসলমানের রাজ্য, কি হিন্দু বাদ্‌শাহ, এতদিন কেহ তা জান্‌তে পারে নাই। এতদিন পরে আলমগীর বাদ্‌শাহ মুসলমান-বংশের সূর্য্যরূপে আবির্ভূত হ'য়ে, সে অন্ধকার বিদূরিত ক'র্‌লেন ও কোরাণ-শেরিফের উজ্জ্বল আলোকে জগৎ উজ্জ্বল ক'র্‌লেন। আপনার বাহুতে এত শক্তি যে, হিমালয় হ'তে কুমারিকা পর্য্যন্ত শত শত রাজা আপনার পদতলে পতিত! আপনার এমন ভীম পরাক্রম যে, রাজপুতানা ও মহারাষ্ট্রের দুর্দ্ধর্ষ

হিন্দু-রাক্ষসগণ ভয়ে ও বিষাদে ম্রিয়মাণ! আপনার এমন অমানুষিক ধর্ম্মবল যে, কোটী কোটী হিন্দু, মুসলমানের পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত! আর—"

"আর আমার পদাঘাতে এত বল যে, চাটুকার, মিথ্যাবাদী আফ্‌জুলের অস্থি চূর্ণ ক'র্‌তে পারি!"

সম্রাট, সবলে আফ্‌জুল খাঁর বক্ষে পদাঘাত করিয়া, তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া, বলিতে লাগিলেন, "ক্ষান্ত হও, গোলাম! তোমার মত চাটুকারের পরামর্শে আজ মোগল-সাম্রাজ্য রসাতলে প্রবেশ করে! আমি রাজনীতিজ্ঞ? তাই কি আজ বিংশকোটী ভারত-সন্তান আমার হৃদয়ের শোণিত পানের জন্য কাতর হ'য়েছে! মূর্খ আমি, তাই ভয়-প্রদর্শনে, তরবারি-সঞ্চালনে, এই বিংশকোটী হিন্দুকে আয়ত্ত ক'র্‌ব মনে ক'রেছিলেম! নরাধম আমি, তাই ভুবনবিদিত প্রাচীনরাজবংশসম্ভূত মহারথিগণকে গোলামের জাতিতে পরিণত কর্‌বার আকাঙ্ক্ষা ক'রেছিলেম! বালির বন্ধনে সমুদ্ররোধের প্রয়াস পেয়েছিলেম। আমার বাহুবল? আপনার হস্তে আপনার দক্ষিণ বাহু ছিন্ন ক'রে দূরে নিক্ষেপ ক'রেছি! চাটুকার, অসত্যবাদী আফ্‌জুল! আমি ধর্ম্মের পূর্ণ অবতার, তাই কি আমার এ বিস্তীর্ণ রাজ্যে আজি এ শ্রবণ-বিদারক হাহাকার-ধ্বনি? তাই কি আমি প্রাণের ভাই দারা সুজা ও মোরাদের রক্তে, পরমারাধ্য পিতার অশ্রুজলে, পবিত্র-প্রাণ হিন্দুবীরগণের হৃদয়ের শোণিতে, আমার এ দানব-যজ্ঞের দুরাকাঙ্ক্ষার অনলে আহুতি দিলেম?"

ভারত-সম্রাট করজোড়ে, সাশ্রুনয়নে উর্দ্ধে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, "রাজকুলগুরু দেব আকবর! একবার দিব্যচক্ষে চাহিয়া দেখ, তোমার পবিত্র বংশের কুলাঙ্গার, নীচাশয় ঔরঙ্গজেবের মূর্খতায় সোণার ভারত ছারখার হয়! তোমার প্রেমরাজ্য পাপসাগরে ডুবিয়া যায়! মর্ত্ত্যলোকে যে আনন্দময় নন্দনবন প্রতিষ্ঠিত ক'রেছিলে, পিশাচ ঔরঙ্গজেব আজ তাকে হাহাকারময় ঘোর অরণ্যে পরিণত ক'রেছে!"

ঔরঙ্গজেব, দ্রুতপদবিক্ষেপে গৃহমধ্যে পদচারণা করিতে করিতে, আবার বলিতে লাগিলেন, "না! না! আর সময় নাই! প্রেতযজ্ঞের এ প্রচণ্ড হুতাশন আর কি নির্ব্বাপিত হয়? ত্রিকাল-দর্শী নররূপী ফকির! বুঝ্‌তে পেরেছি, তুমি মনুষ্য নহ, দেব মহম্মদের দূত,—রাক্ষস ঔরঙ্গজেবের দর্প চূর্ণ কর্‌বার জন্য স্বর্গ হ'তে অবতীর্ণ হ'য়ে আজ আমাকে দেখা দিয়েছিলে! কিন্তু, দেব! বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে এ পিশাচের সম্মুখে একবার আবির্ভূত হও নাই কেন? আর সময় নাই! এ প্রচণ্ড অগ্নিশিখা নির্ব্বাণ করা আর আমার সাধ্যায়ত্ত নহে! এ অনল ভারতকে ভস্মাবশেষ না ক'রে, নির্ব্বাণ হবে না। আর সময় নাই—উঠ, গোলাম!"

বাদ্‌শাহ আফ্‌জুল খাঁকে পুনরপি পদাঘাত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "উঠ, গোলাম! উঠ, রাক্ষস-সম্রাটের রাক্ষস অনুচর! প্রেত-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি শেষ কর! অই শুন, দূরে হিন্দুর ঘোর গর্জ্জন গগন স্পর্শ ক'র্‌চে! মহারাষ্ট্রের ভীষণ কোলাহল,

রাজপুতানার জলধিগর্জ্জনতুল্য আস্ফালন, পঞ্জাবের শ্রবণভেদী কলরব, চল গিয়ে নিরস্ত করি! চল, কাফের-রক্তে মুসলমানের জাতীয়-তরণী ভাসাই! পরিণামে যাই হ'ক্, ইতিহাসে রুধির-অক্ষরে ঔরঙ্গজেবের নাম লিখিত থাক্‌বে। যুগযুগান্তরে ঐতিহাসিক সত্রাসে, সাশ্রুনয়নে, আলমগীর বাদ্‌শাহের নিষ্ঠুর রাক্ষসলীলা বর্ণন ক'র্‌বে!"

দ্বিতীয় খণ্ড

মাতৃমন্দিরে

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আরবালি আরোহণ।

আরবালি-গিরির পদমূলে যোধপুর-রাজমহিষী অরুন্ধতী, অম্বরকুমারী ও বিলাসকুমারীর সঙ্গে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। দুর্গাদাস ও মুকুন্দদাস অদূরবর্ত্তী শিবিরসমূহে সমবেত রাজপুত-রাজগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন।

বিলাসকুমারী বলিল, "এই দেখুন, রাণী! অম্বালিকা এখনও কাঁদ্‌চেন।"

অরুন্ধতী দেবী বলিলেন, "হা ধিক্, অম্বালিকে! তুমি না ক্ষত্রিয়রমণী? তুমি না মহারাজ জয়সিংহের দুহিতা? ক্ষত্রিয়-বীরের সম্মুখ-যুদ্ধ দেখে, তোমার হৃদয় এতই আকুল হ'ল? এখনও তোমার চক্ষে অশ্রুধারা?"

অম্বালিকা বলিলেন, "রাজমহিষী! আমার এ অশ্রুধারা চিরজীবন আজিকার মত শতধারায় প্রবাহিত হবে! হায়, দেবি! যে দিন দিল্লী-নগরে শতনারী এক সঙ্গে অগ্নিদাহে ভস্মাশেষ হ'য়েছিল, সেই দিন আমাকেও তাদের সঙ্গে পুড়ে ম'র্‌তে দিলেন না কেন? তা হ'লে তো আমার সকল যাতনার অবসান হ'ত!"

রাজমহিষী সাভিমানে, সবিষাদে উঠিয়া, কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া, পদচারণা করিতে লাগিলেন।

বিলাসকুমারী বলিল, "রাজনন্দিনি! সে রাখাল-বীর যে এ যুদ্ধে প্রাণ হারাবে, তাই বা কি প্রকারে জান্‌তে পার্‌লে?"

অম্বালিকা বলিলেন, "তুমি কি মনে কর, সে রাখাল যুদ্ধে প্রাণ হারাবে, সেই আশঙ্কায় আমার হৃদয় এত আকুল হ'চ্চে?"

"তবে আবার কি?"

"দুর্গাদাসের নিষ্ঠুরতা দেখে প্রাণে বড় ব্যথা পেয়েছি। সে যদি রাখাল না হ'য়ে কোন রাজবংশে জন্মগ্রহণ ক'র্‌ত, তা হ'লে কি আজ আমরা সকলে তাকে একাকী শত্রু-কবলে নিক্ষেপ ক'রে, আপনাদের প্রাণরক্ষা ক'র্‌বার জন্য পালিয়ে আস্‌তেম? সে নীচকুলোদ্ভূত রাখাল-বীর, তাই তো তার প্রতি এত অবহেলা করা হ'ল!"

বিলাসকুমারী বলিল, "রাজনন্দিনি! আমি ব'ল্‌চি, ভয় নাই। আশায় বুক বেঁধে রাখ। পরমেশ্বর করুন, যেন তোমার রাখাল-বীর, একাকী দুইশত যবনের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে, আবার তোমার নিকটে ফিরে আসে।"

রাজকুমারী সাভিমানে উত্তর করিলেন, "একি কথা ব'ল্‌চ, বিলাসকুমারী! আমার রাখাল-বীর? আমার নিকটে ফিরে আস্‌বে? আমার সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ? তুমি কি বুঝ্‌তে পার্‌চ না, আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী, আর সে নীচকুলোদ্ভূত রাখাল! আমার সাধের স্বপ্ন তো ভঙ্গ হ'য়েছে!"

বিলাসকুমারী বলিল, "সে সকল কথা পরে বুঝা যাবে। এখন অই দেখ, দুর্গাদাস এই দিকে আসুচেন। বোধ করি, এখনি আমাদিগকে 'মাতৃমন্দিরে' যেতে হবে।"

দুর্গাদাস যোধপুর-মহিষীকে বলিলেন, "দেবি! দিবাবসানের আর অধিক বিলম্ব নাই। সমবেত রাজগণ ও রমণীগণ সকলেই প্রস্তুত হ'য়েছেন। তাঁরা আপনার আদেশ প্রতীক্ষা ক'র্‌চেন। যদি অনুমতি হয়, আমরা এখনি তাঁহাদিগকে 'মাতৃমন্দিরে' সঙ্গে ল'য়ে যাই।"

অরুন্ধতী দেবী বলিলেন, "হাঁ! আর বিলম্বে কি প্রয়োজন?"

দুর্গাদাস ভেরী বাজাইলেন। ভেরীরব শুনিয়া, ক্ষত্রিয়-রাজগণ, রমণীগণ সঙ্গে শিবির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, অশ্বপৃষ্ঠে অগ্রসর হইলেন। পদাতিক সেনাগণ তাঁহাদের পশ্চাতে চলিল।

দুর্গাদাস অরুন্ধতী দেবীকে বলিলেন, "আপনি নারীগণকে সঙ্গে ল'য়ে অগ্রে চলুন। আমি পুরুষগণকে সঙ্গে ল'য়ে আপনার পশ্চাদ্বর্ত্তী হই। দেবি! আজ রাজপুতানার কি শুভ দিন! আজিকার এ অপূর্ব্ব দৃশ্য চিরদিন ভারতের কালিমাময় ইতিহাসে সুবর্ণ অক্ষরে লিখিত থাকবে!" দুর্গাদাস উচ্চ কণ্ঠ-রবে আকাশ কম্পিত করিয়া বলিলেন, "বল, ভাই! সকলে একবার উচ্চৈঃস্বরে বল, "জয়! ভারতজননীর জয়!"

সমস্বরে, উচ্চ নিনাদে, সমবেত রাজপুত-বীরগণ বলিলেন, "জয়! ভারত জননীর জয়!" আরবালি-গিরি কম্পিত করিয়া ঘোর শব্দে প্রতিধ্বনি উঠিল, "জয়! ভারত জননীর জয়!"

সেই শতাধিক বীর-রমণীগণের পশ্চাতে, রাঠোর-বীর দুর্গাদাসের পার্শ্বে, অসংখ্য বীরসেনানিচয়, বীরদর্পে পার্ব্বত্য প্রদেশ কম্পিত করিয়া, আরবালি-গিরি আরোহণ করিতে লাগিলেন। বিলাসকুমারী, তাহার কৃষ্ণবর্ণের অশ্বপৃষ্ঠে অরুন্ধতী দেবীর সঙ্গে পর্ব্বত আরোহণ করিতে করিতে, গীত আরম্ভ করিল। শত রমণীর কণ্ঠধ্বনি বিলাসকুমারীর সুধাময় কণ্ঠস্বরের সঙ্গে মিশিল,—

সোণার ভারত আজি শ্মশানের প্রায় রে! *
দানবের পদতলে জননী লুটায় রে!
কোথারে ক্ষত্রিয়-বীর! জন্মভূমি জননীর
নীরধারা নয়নের, কে মুছাবি, আয় রে!
কি ফল বাঁচিয়া আর, বহিয়া কলঙ্ক-ভার,
কি সুখে, হায়! কি সাধে, রহিবি ধরায় রে!
আয় তবে ত্বরা করি', ভীম অসি করে ধরি',
জনম সফল করি, আয় সবে আয় রে!

---

* আলেয়া—একতালা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শেষে প্রেম।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে রাখাল আরবালি-গিরির পদমূলে একাকী বসিয়া চিন্তা করিতেছিল, কোন পথ দিয়া অরুন্ধতী দেবীর মাতৃমন্দিরে যাইতে হইবে। কিয়ৎক্ষণ পরে সে দেখিল, একজন অশ্বারোহী সৈনিক গীত গাহিতে গাহিতে তাহার দিকে আসিতেছে। গন্তব্য পথ জিজ্ঞাসা করিবে মনে করিয়া, রাখাল আগন্তুকের সম্মুখে আসিয়া দাড়াইল। আগন্তুক তাহাকে দেখিয়া, মৃদু হাস্যে বলিল, "আমি তোমারই অন্বেষণ ক'র্‌ছিলেম। তুমি বাদ্‌শাহের কারাগার হ'তে মুক্তি লাভ ক'রে, এইখানে আস্‌ছিলে, পূর্ব্বেই তা জান্‌তে পেরেছিলেম! বুঝি তুমি আমাকে চিন্‌তে পার নাই? ক্ষণমাত্র অপেক্ষা কর, আমি এখনি আস্‌চি।"

রাখাল দেখিল, আগন্তুক কিছু দূরে গিয়া, আপন বেশ পরিবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইল। তাহার সৈনিকের বেশ ভূতলচ্যুত হইয়া নারীর বসন দেখা দিল! লৌহ-কবচ বক্ষ হইতে খসিয়া, তাহার স্থানে কাঁচলিশোভিত উচ্চ উরসে মুক্তাহার বিলম্বিত হইল। কটীবন্ধ হইতে তরবারি পড়িয়া গিয়া, বিপুল নিতম্বোপরি

মেখলা দুলিল। চর্ম্মপাদুকা দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া, চরণে নূপুর বাজিল। আর হঠাৎ পাগড়ির ভিতর হইতে ছুটিয়া, সুধাকরবদন ও নীলোৎপল নয়ন চুম্বন করিয়া, উচ্চ উরস ও বিশাল জঘন আলিঙ্গন করিয়া, চঞ্চলচিকুরদাম স্থলকমল-যুগলের উপর লুটাইয়া পড়িল। হায়! এ চারু ছবি, এ মসীময় মেঘের উপর দিবা শশী, রাখাল আর একবার দেখিয়াছিল! যে স্বপ্নদৃষ্টা সুররমণী নির্জ্জন প্রান্তরে, কালিন্দী-তীরে, স্বপ্নে ও জাগ্রতে দেখা দিয়া যবন-সমরে পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ইনি তো সেই মোহিনীমূর্ত্তি!

রমণী অবলীলাক্রমে, সম্মুখবর্ত্তী দীর্ঘ শাল্মলীতরুর সর্ব্বোচ্চ শাখায় আরোহণ করিয়া, সেইখানে আপন সৈনিকের পরিচ্ছদ বাঁধিয়া, রাখালের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল ও হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি আমাকে চিন্‌তে পার? বল দেখি, আমি কে?"

"আপনি সেই সুর-সুন্দরী!"

রমণী মৃদু হাস্যে উত্তর করিল, "এ অভাগীর মুখে সুর-সুন্দরীর লক্ষণ কি দেখ্‌লে?"

রাখাল উত্তর দিল না দেখিয়া, রমণী বলিতে লাগিল, "আজ যা ব'ল্‌লে, আর যেন আমাকে ওকথা বলিও না! আমাকে 'বিলাসকুমারী' ব'লে সম্বোধন করিও। আমি শৈশবকালে বেশভূষা বড় ভালবাস্‌তেম ব'লে, আমার পিতা আমাকে বিলাসকুমারী নাম দিয়েছিলেন।" রমণী আপন পরিচ্ছদের

দিকে দেখিয়া, মৃদু হাসিয়া বলিতে লাগিলেন, "এখনও আমি এ বয়সে, এ দশায়, বেশভূষা ভালবাসি! সে যা হ'ক্ তুমি এখানে একাকী ব'সে কি ভাব্‌ছিলে?"

যুবা উত্তর করিল, "রাঠোর-সেনাপতি দুর্গাদাস এই পর্ব্বতোপরি অবস্থান ক'র্‌চেন জানি; কিন্তু তিনি কোথায় আছেন, কোন্ পথ দিয়ে যেতে হবে, তা জানি না।"

বিলাসকুমারী উত্তর করিলেন, "আমি তোমাকে মাতৃ-মন্দিরে ল'য়ে যাব ব'লেই তোমার অপেক্ষা ক'র্‌ছিলেম। সে অপূর্ব্ব মাতৃমন্দির অতি নিকটে! চল, তোমাকে সেখানে ল'য়ে যাচ্চি। কিন্তু সেখানে রাজকুমারী অম্বালিকার সঙ্গে তোমার দেখা হবে না।"

যুবা চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তবে রাজকুমারী অম্বালিকা কোথায়? তিনিও তো রাঠোর-সেনাপতি ও রাজমহিষী অরুন্ধতীর সঙ্গে এখানে এসেছেন!"

রমণী মৃদু হাস্যে উত্তর করিলেন, "কেন? রাজকুমারীর নিকটে তোমার কি প্রয়োজন? তুমি বীর যোদ্ধা, আর তিনি অবলা রমণী! তুমি দরিদ্র কৃষাণ, আর তিনি রাজনন্দিনী!"

বলিতে বলিতে রমণীর প্রফুল্ল বদনের হাসিরাশি গাম্ভীর্য্যে পরিণত হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন, "আমি জানি, তুমি তাঁকে ভালবাস। কিন্তু বল দেখি, এই কি তোমার প্রেমের সময়? তোমার স্বর্গাদপি গরীয়সী ভারত-জননী যবনের পদপ্রান্তে লুণ্ঠিতা, আর তোমার অন্তর আজ নারীর প্রেমে

বিগলিত! তুমি না ক্ষত্রিয়-বীর? তোমার চারিদিকে পিশাচ-দলিত আর্য্যজাতির হাহাকার-ধ্বনি, আর তোমার হৃদয় রমণীর দর্শন-লালসায় কাতর!"

যুবা উত্তর করিল, "রাজকুমারী অম্বালিকা কোথায়?"

রমণী আবার হাসিল। গাম্ভীর্য্য হাসির ভিতর আবার লুকাইল। ছায়াময়ী, কালিমাময়ী তরঙ্গিণীর অন্তরের গভীর ছায়া, সমীর-সঞ্চালিত হিল্লোলের ভিতর আবার ডুবিয়া গেল।

বিলাসকুমারী হাসিয়া বলিলেন, "আবার অই কথা! আমি আজ কয়েক দিন হ'তে রাঠোর-সেনাপতির দুর্গে অবস্থান ক'র্‌ছিলেম। অম্বালিকার নিজের মুখেও তোমার কথা অনেক শুনেছি! কিন্তু আজ এই বিপদের দিনে তুমি যদি প্রেম ক'র্‌বে, যুদ্ধ ক'র্‌বে কে? রাঠোর-সেনাপতির দুর্গে যাবার পূর্ব্বে একটি কথা আমার নিকট প্রতিশ্রুত হবে?"

"কি, বলুন।"

"অঙ্গীকার কর, যতদিন যুদ্ধ শেষ না হয়, কায়মনোবাক্যে কেবল শত্রু-সংহারের কামনা ক'র্‌বে! আগে শত্রু বধ কর, তারপর মনের সাধে প্রেম করিও।"

রাখাল উত্তর করিল, "দেবি! অনেক দিন হ'তে ম্লেচ্ছ-বধের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়েছি। চিরজীবন, শরীর পতন ক'রে, সে মন্ত্রের সাধনা ক'র্‌ব।"

বিলাসকুমারী বলিলেন, "তবে চল, বীরবর! তোমাকে মাতৃ-মন্দিরে ল'য়ে যাই।"

উভয়ে পর্ব্বতের উপরে আরোহণ করিতে লাগিলেন। চারিদিক নীরব। আকাশের এক প্রান্তে, চাঁদ, নীরবে হাসিয়া, রমণীর সুধাংশু-বদনে সুধারাশি ঢালিতেছিল। রাখাল পূর্ণ-দৃষ্টিতে রমণীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। সেই পূর্ণশশীর কিরণসম্পাতে, পূর্ণ গৌরবে বিভাসিত, সুন্দর রমণী-বদন, সহসা রাখালের অন্তস্তল আলোড়িত করিয়া, কি যেন একটি বহুকালগত শৈশবের সুপ্ত স্মৃতি জাগাইয়া দিল! অনেক দিন পূর্ব্বে, যেন এমনি নির্ম্মল চন্দ্রালোকময় গগনতলে, একটি বালিকার মুখ ঠিক এমনি দেখাইয়াছিল!

রাখাল চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনাকে পূর্ব্বে আর একবার কোথায় দেখেছি!"

"সে দিন নির্জ্জন প্রান্তরে, কালিন্দী-তীরে দেখেছিলে। আবার এখনি ভুলে গেলে নাকি?"

"তার পূর্ব্বে—অনেক দিন পূর্ব্বে, বোধ হয় শৈশবে, আর একবার কোথায় দেখেছিলেম! কিন্তু কোথায় দেখেছি, স্মরণ হ'চ্চে না।"

সহসা রমণীর কৌমুদীদীপ্ত সুধাংশু-বদনে কি যেন অন্ধকারের ছায়া পড়িল। তিনি ক্ষণমাত্র নীরব থাকিয়া উত্তর করিলেন, "তোমার ভ্রম হ'য়েছে। বোধ হয় আমার মত আর কোন অভাগা রমণীকে দেখে থাক্‌বে। সে যা হ'ক্‌,—অই দেখ, সম্মুখে, অদূরে মাতৃমন্দিরের রক্তপতাকা দেখা যা'চ্চে! যে কথা প্রতিশ্রুত হ'য়েচ, যেন মনে থাকে। প্রথমে যুদ্ধ—শেষে প্রেম!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মঙ্গল আরতি।

বিলাসকুমারী বলিলেন, "অই শুন শঙ্খধ্বনি! দুর্গমধ্যস্থ মাতৃমন্দিরে মঙ্গল আরতি আরম্ভ হ'য়েছে। বীরবর! এইখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। দূর হ'তে মঙ্গল আরতি দেখে প্রাণ পবিত্র কর; তার পর নিকটে যাইও!"

একি শঙ্খধ্বনি? শঙ্খধ্বনি এত মধুর? শঙ্খধ্বনিতে এমন রাগিণী আলাপ হয়? শঙ্খরবে এত অমৃত ঝরে? শঙ্খধ্বনি কি প্রেমিকের প্রাণ এমন করিয়া পাগল করে? বুঝি ইহা বীণা-রব? বীণার তান এমন গম্ভীর? বীণারবে বীরের প্রাণ কি এমন করিয়া মাতিয়া উঠে? বীণাতান কি একেবারে এমন সপ্তমে উঠে? একেবারে এ নিখাদে বীণা বাঁধিলে, তাহার তার যে ছিঁড়িয়া যায়! রাখাল-যুবার শরীর রোমাঞ্চিত করিয়া, তরুণ হৃদয়ের তপ্ত শোণিত ধমনীসমূহে প্রবলবেগে সঞ্চালিত করিয়া, সে অপূর্ব্ব শঙ্খধ্বনি, আকাশের শূন্য হৃদয়ে ও পর্ব্বতের পাষাণ-বক্ষে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। রাখাল বুঝিতে পারে নাই, সে শঙ্খরবের সঙ্গে সঙ্গীতের লীলা-নিকেতন, জগতের প্রেম-প্রস্রবণ, কামিনী-কণ্ঠ মিশিয়াছিল!

ক্রমে সেই বিশুদ্ধ-শঙ্খধ্বনি-সংমিলিত কামিনী-কণ্ঠের সজীবতা স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়া, ভাষায় পরিণত হইল। রাখাল দেখিল, দ্বাদশ রমণী শঙ্খবাদন করিতে করিতে, মন্দির হইতে বাহিরে আসিল। আর তাহাদের পশ্চাতে বহুসংখ্যক রমণী, গীত গাইতে গাইতে, মন্দির-সম্মুখস্থ বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে আসিয়া দাড়াইল।

বিলাসকুমারী দ্রুত পদে রমণীগণের নিকটে গিয়া, তাহাদের গীতিরবের সঙ্গে তাহার কণ্ঠস্বর মিশাইয়া গাইতে লাগিল। রাখাল রোমাঞ্চিত কলেবরে শুনিল,—

"পূজিতে তোমারে, প্রেম-ফুলহারে, *
পুলকিত মনে, বীরদল-সনে
এসেছি অবলা আমি, ভারত-জননি !
যা আছে আমার দিব উপহার,
জীবন সঁপিব, পতি-পুত্র দিব,
নাশিতে তোমার, মাতঃ ! আঁধার রজনী।
ঘুচিবে আঁধার, উদিবে আবার
উজলি' ভুবন, প্রভাত-তপন,
কনক-কিরীটে তোর হাসিবে অবনী।"

কিয়ৎক্ষণ পরে নারীকণ্ঠ-গীতি নীরব হইল। কিন্তু—একি ! ইহা কি নারীগণের গীতি-রবের প্রতিধ্বনি, না প্রত্যুত্তর ? নারীগণের সঙ্গীত শেষ হইবার পূর্ব্বেই, আর এক প্রকার ভীষণ,

* লুম-ঝিঁঝিট—একতালা।

লোমহর্ষণ, গম্ভীর, ভেরীরব-সংমিলিত, অসির ঝনৎকার-শব্দে প্রতিধ্বনিত, গীতিধ্বনি উত্থিত হইল! যেন অমৃতভাষিণী কল্লোলিনীর কলস্রোতধ্বনি সহসা গভীর জলধিগর্জ্জনে পরিণত হইল! রাখাল সবিস্ময়ে দেখিল, মন্দিরের অপর পার্শ্ব হইতে শত বীর, শত সৌদামিনীর ন্যায় উজ্জ্বল উলঙ্গ তরবারি ঘূর্ণিত করিতে করিতে, ঘোর গম্ভীর গীতিরবে, সমর-প্রাঙ্গণে রণোন্মত্ত বীরের ন্যায় নৃত্য করিতে করিতে, মন্দির-প্রাঙ্গণে অগ্রসর হইল। রাখাল মন্ত্রাহতের ন্যায় শুনিতে লাগিল,—

"কোটী পুত্র তোমার, মা! কোটী কৃপাণ-ধারে, *
সাজাব তোমারে আজি দানব-মুণ্ডহারে।
সমর-রঙ্গে, ম্লেচ্ছ-নিধনে, ভয় নাহি মরণে মেরে;
রাহুরিক্ত বদনশশী, জননি! তোমার নেহারিব,—
নাশিব দানবদল মাতিব রণ ঘোরে।
বিমল সুধাংশুবদন তোহার আজি আঁধিয়ারে,
হাসিবে পুনঃ, উজলি ভুবন জ্যোতি পরকাশিয়ে।
বিগলিত বীরপ্রাণ আজি, মা, তোমার নয়ন-নীরে;
উঠ, মুছ আঁখি, জননী জন্মভূমি হামারে!"

সেই সুধাংশুরশ্মিপ্লাবিত শৈলশৃঙ্গে, আর্য্যবীরগণ, বীরপদভরে আরবালি-গিরি কম্পিত করিয়া, গম্ভীর গীতিনিনাদে গগনতল প্রতিধ্বনিত করিয়া, প্রেমরঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিল। উর্দ্ধদেশে

* বাহার—একতালা।

উত্থিত তরবারি-সমূহে তরবারি সংঘর্ষণ করিয়া বলিতে লাগিল,—"কোটী পুত্র তোমার, মা, কোটী কৃপাণ-ধারে!" বাহু তুলিয়া, নয়ন মুদ্রিত করিয়া, উন্মত্তের মত নৃত্য করিতে করিতে গাহিতে লাগিল,—"সমর-রঙ্গে, ম্লেচ্ছ-নিধনে, ভয় নাহি মরণে মেরে!" অসীম আনন্দে,অতুল স্ফূর্ত্তিতে, হৃদয়ে আঘাত করিয়া, ঊর্দ্ধ নয়নে আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল,—"নাশিব দানবদল মাতিব রণ ঘোরে!" সাষ্টাঙ্গে, সজল-নয়নে, ভূতলে লুটাইয়া, ধরণী চুম্বন করিয়া বলিতে লাগিল,—"উঠ, মুছ আঁখি, জননী জন্মভূমি হামারে!" আবার লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাড়াইয়া, শূন্যদেশে বিঘূর্ণিত অসিহস্তে নৃত্য করিতে করিতে, গাহিতে লাগিল,—"সাজাব তোমারে আজি দানব-মুণ্ডহারে!"

রাখাল ক্ষিপ্রহস্তে আপন অসি নিষ্কোষিত করিয়া, জ্ঞান-শূন্যের মত দৌড়িয়া গিয়া, মাতৃ-মন্দিরের মঙ্গল আরতিতে যোগ দিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—০—

বিজয়পাল।

প্রভাতে দুর্গাদাস রাখালের সঙ্গে কথোপকথন করিতেছিলেন। দুর্গাদাস বলিলেন, "যুবরাজ! আমাদের সঙ্গে ঝালোরে যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত—"

রাখাল। রাঠোর-বীর! আপনি স্বয়ং যদি আমাকে 'যুবরাজ' ব'লে সম্বোধন করেন, তবে আমার পক্ষে আত্মপরিচয় গোপন করা অসম্ভব হবে।

দুর্গা। ক্ষমা ক'র্‌বেন! আমি বিস্মৃত হ'য়েছিলেম। যত দিন আপনার অজ্ঞাতবাসের দিন শেষ না হয়, আপনাকে 'রাখাল সৈনিক' ব'লে সম্বোধন ক'র্‌ব। আমার অপরাধ গ্রহণ ক'র্‌বেন না। পরে যখন আপনার আত্মপরিচয় প্রকাশ কর্‌বার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হবে,—তখন এ ধৃষ্টতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে, আপনাকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন ক'র্‌ব।

রাখাল। এখন কি অনুমতি ক'র্‌ছিলেন, বলুন। ঝালোরে যুদ্ধ-যাত্রার জন্য আমি তো প্রস্তুত আছি। আপনিই বিলম্ব ক'র্‌চেন।

দুর্গা। আমি হরবতী-রাজকুমার বিজয়পালের জন্য অপেক্ষা ক'র্‌চি। তিনি এখনি এখানে আস্‌বেন। তোমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হ'লে বড়ই সুখী হবে। তিনি বিধাতার অদ্ভুত সৃষ্টি!

রাখাল। তাঁর নাম শুনেছি। শুনেছি, স্ত্রীলোকেরা তাঁর 'কালাপাহাড়' নাম দিয়েছে।

দুর্গা। তিনি দেখ্‌তে কালাপাহাড়, কাজেও তাই। তিনি নিতান্ত সরলহৃদয়। কাহাকে কখন কি কথা বলেন, নিজেই তা বুঝ্‌তে পারেন না। কিন্তু তাঁর অসাধারণ বীরত্ব দেখ্‌লে তুমি যার-পর-নাই বিস্মিত হবে।—অইযে তিনি এই দিকে আস্‌চেন! এখনি দেখ্‌তে পাবে, তোমার সঙ্গে কত প্রকার হাস্য-পরিহাস ক'র্‌বেন।

রাখাল দেখিল, একজন প্রকাণ্ড-দেহ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ, মস্তকের উপর পাগ্‌ড়ি বাঁধিতে বাঁধিতে, তাহাদের দিকে আসিতেছে। বিজয়পাল হাস্য করিতে করিতে বলিলেন, "হো! হো! দুর্গাদাস! যা ব'লেছিলেম, তাই হ'ল কি না? রামসিংকে আর তেজসিংকে কিনা এত বড় একটা যুদ্ধের সেনাপতি ক'রে পাঠিয়ে দিলে? শেষে তো আবার আমারই আশ্রয় ল'তে হ'ল! তা আর বিলম্ব কেন? সেনাগণ সব কোথায়?"

দুর্গা। পাঁচশত অশ্বারোহী আর এক হাজার পদাতিক সৈন্য আপনার জন্য অপেক্ষা ক'র্‌চে,—আর ঝালোরে তেজসিংহের সঙ্গে বিশ হাজার সৈন্য গিয়েছে। জয়পুর ও যশল্মীর থেকেও অনেক সৈন্য আস্‌বার কথা আছে। এসব ছাড়া নূতন বাদ্‌শাহ

আকবর, সত্তর হাজার মুসলমান-সৈন্য ল'য়ে অগ্রসর হ'য়েছেন। বোধ করি, এতক্ষণে তিনি ঝালোরে উপস্থিত হ'য়েছেন। এই অমিতবল সেনাদল ও সেনাপতিগণ সঙ্গে ল'যে আমরা মোগল-রাজধানী দিল্লী ও শেষে বাদ্‌শাহের আবাসস্থান আজ্‌মীর আক্রমণ ক'র্‌ব। যদি বিধাতার ইচ্ছা হয়, পাপিষ্ঠ আরঙ্গশা এতদিন পরে ভারতের সিংহাসন হ'তে বিচ্যুত হবে।

বিজয়। তবে এই বিপুল সেনাদলের সেনাপতি কে হবে, বল, শুনি। আরঙ্গশার ব্যাটা আকবর না কি ?

দুর্গাদাস মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, "আপনি থাক্‌তে সেনাপতি হবার অধিকার আর কার হ'তে পারে? আপনি প্রধান সেনাপতি থাক্‌বেন, আর তেজসিংহ ও আকবর প্রভৃতি অন্য সকলে আপনার সহকারি-সেনাপতি থাক্‌বেন। এখান হ'তে আমরা দু'জনে আপনার সাহায্য কর্‌বার জন্য সঙ্গে যাচ্চি।"

বিজয়পাল সহর্ষে বলিলেন, "আমি সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি থাক্‌ব! তোমার তবে এই মত? তা বীর না হ'লে বীরের মর্ম্ম কে বুঝ্‌বে? শোন, দুর্গাদাস! একটা কথা তোমাকে ব'লে রাখি। সে কথাটা সর্ব্বদা মনে রাখ্‌বে। প্রত্যেক যুগে কেবল দু'জন মাত্র বীর জন্মগ্রহণ করে। সত্যযুগে ছিলেন নিশুম্ভ আর রক্তবীজ! ত্রেতাযুগে জন্মেছিলেন কুম্ভকর্ণ আর হনুমান! দ্বাপরে বীর ছিলেন ভীমসেন আর আর—ওর নাম কি?—হাঁ! জয়দ্রথ! আর এই কলিযুগে বিজয়পাল ওরফে কালাপাহাড় আর দুর্গাদাস! তা ছাড়া আর সব বাজে বীর। তা আর কি

ব'ল্‌ছিলে? আমার সঙ্গে দু'জন সহকারি-সেনাপতি কে কে যাবে? তুমি আর—"

দুর্গাদাস বলিলেন, "আর এই বীর যুবক।"

বিজয়পাল তীব্র দৃষ্টিতে রাখালের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বীর যুবক! ইনি আবার এখানে কোথা হ'তে এসে জুট্‌লেন? কে ইনি? কিহে, ভায়া! কথা কইছ না যে?"

রাখাল। আমি মিবার দেশের একজন দরিদ্র কৃষক।

বিজয়। মিবার দেশের কৃষক? অতি উত্তম কথা! তুমি দিল্লীর বাদ্‌শার সঙ্গে লড়াই ক'র্‌বে ব'লে এখানে এসেছ? তা দেখি! হাঁ! চেহারাখানি তো মাকাল ফলের মত বেশ টুক্‌টুকে আর জম্‌কাল বোধ হ'চ্চে! তুমি লাঙল্‌ ছেড়ে তলোয়ার ধ'রেছ কবে থেকে?—হোঃ-হোঃ-হোঃ! কৃষকের ছেলে সেনাপতি, এই প্রথম শুন্‌লেম!

রাখাল। আমাদের মিবারের মহারাণার আদেশ আছে, তাঁর সমস্ত প্রজা, ধনী অথবা নির্ধন—সকলেই শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা ক'র্‌বে।

বিজয়। বাহবা! বাহবা! বেশ কথা মনে করিয়ে দিয়েছ। মিবারের রাণা জয়সিংহ! তিনি সম্পর্কে আমার শালা হন, তা বোধ করি তুমি জান না! তিনি তো এখন জয়সমুদ্রের তীরে কাত্‌ হ'য়ে প'ড়ে, কমলাদেবীর অগাধ প্রেমের স্রোতে হাবুডুবু খাচ্চেন!—দেখ, দুর্গাদাস! আর একটা কথা তোমাকে বলি। একটা যুদ্ধে একজন না হ'য়ে, কতকগুলো সেনাপতি হ'লে,

কি একটা বিষম গোল বাধে, তা কি বুঝ্‌তে পার? সকলেই আপন আপন পথ দেখ্‌তে থাকে। কেহ ভাবে,—যুদ্ধে যা হবার তা তো হবে, এখন নিজের প্রাণটা কেমন ক'রে বাঁচাই! কেহ ভাবে,—কি বিষম বিপদেই প'ড়েছি, এখন যুদ্ধটা কোন রকমে শেষ হ'য়ে গেলে, প্রাণটা নিয়ে তাঁবুতে পৌঁছে, হাঁপ ছেড়ে বাঁচি! কেহবা এদিক, ওদিক, চারিদিক দেখতে থাকে, আর মনে মনে ভাব্‌তে থাকে,—সকলের চেয়ে পালাবার সোজা পথ কোন্‌টা!

দুর্গা। আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। আমরা যুদ্ধের সময় এ সকল কথা ভাব্‌ব না,—আর পলায়নের পথ খুঁজ্‌ব না।

বিজ। তোমার কথা ব'ল্‌চি না। এই সকল বাজে বীরদের কথা ব'ল্‌চি। তুমি পালাবার পথ খুঁজ্‌বে না, তা আমি জানি। তুমি যখন পালাবে, একেবারে জন্মের মত পালাবে! এ পৃথিবীতে আর ফিরে আস্‌বে না। তাই ব'ল্‌ছিলেম,—কতকগুলো সেনাপতি না ক'রে, তুমি আর আমি, এই দু'জন হ'লেই ঠিক হ'ত!

দুর্গা। এখান থেকে অভীষ্ট স্থানে উপস্থিত হ'য়ে, যা যুক্তিসিদ্ধ হবে, তাই করা যাবে। এখন তবে চলুন। অই শুনুন, রণবাদ্য! সেনাগণ প্রস্তুত হ'য়েছে!

অদূরে, মাতৃমন্দিরের অপর পার্শ্বে রণবাদ্যধ্বনি উঠিল। দুর্গাদাস বিজয়পাল ও রাখালের সঙ্গে অগ্রসর হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—•ঃ০ঃ•—

বাদ্‌শাহের পত্র।

ঝালোর-দুর্গে দুর্গাদাস, বিজয়পাল ও রাখাল-সৈনিক কতিপয় রাজপুত-সেনাপতির সঙ্গে কি পরামর্শ করিতেছিলেন। তাঁহাদের সম্মুখে নূতন সম্রাট আকবর মলিন মুখে যশল্মীর-রাজকুমার কেশরীসিংহের সঙ্গে দাঁড়াইয়াছিলেন।

কেশরীসিংহ বলিলেন, "দুর্গাদাস! আপনি উপস্থিত থাক্‌লে, রাজস্থানের অদৃষ্টে এ ভীষণ অনর্থ সঙ্ঘটিত হ'ত না। এতক্ষণে রাক্ষস-সম্রাট ঔরঙ্গজেবের রাজমুকুট ক্ষত্রিয়-বীরদলের পদতলে দলিত হ'ত।"

দুর্গা। শত শত রাজপুত-বীরের সহসা এরূপ বুদ্ধিভ্রংশ হ'বে, আমি স্বপ্নেও এ কথা কল্পনা করি নাই। তাঁরা কি জান্‌তেন না যে, কপটতা ও ধূর্ত্ততা ঔরঙ্গজেবের রাজনীতির মূলমন্ত্র?

কেশরী। ঘোর বিষাদে আমার হৃদয় দগ্ধ হ'চ্চে। যখন রামসিংহ পত্রখানি হাতে ল'য়ে আমাদের নিকটে উপস্থিত হ'লেন, আমি তখনি ব'লেছিলেম, 'আপনারা এ পত্রের একটী অক্ষরও বিশ্বাস ক'র্‌বেন না; ইহা ধূর্ত্ত আরঙ্গশার কৌশল মাত্র।'

দুর্গা। পত্রে কি লেখা ছিল?

কেশরী। রামসিংহ সে পত্রখানি ল'য়ে চ'লে গিয়েছেন। পত্রের মর্ম্ম এইরূপ ছিল, "কুমার আক্‌বর! তুমি যে সুন্দর কৌশল অবলম্বন ক'রেছ, তা শুনে আমি যে তোমার উপর কত সন্তুষ্ট হ'য়েছি, তা আর তোমাকে এ ক্ষুদ্র পত্রে কি জানাব? তুমি যে সত্তর হাজার সৈন্য সঙ্গে ল'য়ে গিয়েছ, তারা দিল্লীতে পৌঁছিবামাত্র, এখানকার সৈন্যসমূহের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে, কাফের-সৈন্যগণকে আক্রমণ ক'র্‌বে। তুমি অবিলম্বে কাফের-গণকে সঙ্গে ল'য়ে এস।"

দুর্গা। কি ভীষণ শঠতা! এরূপ পত্রে বিশ্বাস স্থাপন করে, এমন লোকও জগতে আছে?

কেশরী। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পত্রখানি দেখ্‌বামাত্র আমাদের সেনাপতিগণ, মহামতি আক্‌বরকে 'বিশ্বাসঘাতক' ও 'প্রতারক' প্রভৃতি শব্দে অভিহিত ক'রে,তাঁর সততা ও উদারতার প্রতিশোধ দিয়ে, আপন আপন সৈন্য ল'য়ে প্রস্থান ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। আমি তাঁহাদিগকে কত নিষেধ ক'র্‌লেম, ক্ষণমাত্র অপেক্ষা কর্‌বার জন্য মিনতি ক'র্‌লেম, কিন্তু আমার কথা কে শোনে? হিন্দুসেনাগণকে প্রস্থানোদ্যত দেখে, আক্‌বরের মুসলমান-সেনাগণ হতাশ হৃদয়ে দিল্লী অভিমুখে প্রস্থান ক'র্‌তে লাগ্‌ল।

আক্‌বর। যদি তাঁরা সকলে ক্ষণমাত্র ধৈর্য্য ধারণ ক'রে আমাকে এই পত্রের কথা জানাতেন, আমি তখনি তাঁদের ভ্রম বুঝিয়ে দিতে পার্‌তেম। আমি বিশ্বাসঘাতক কি না দুর্গাদাস

জানেন। আমি অকপট হৃদয়ে তাঁর নিকটে সমস্ত কথা আদ্যোপান্ত বিবৃত ক'রেছিলেম। বহুদিন হ'তে, সম্রাটের নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার দেখে আমার অন্তর ব্যথিত হ'তেছিল। রাজপুত-জাতির সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপন কর্‌বার জন্য আমি তাঁকে কতবার মিনতি ক'রেছি, কিন্তু তাঁর অটল প্রতিজ্ঞা কিছুতেই বিচলিত হ'ল না। আমি দেখ্‌লেম,—বহুসংখ্যক মুসলমান-সেনা হিন্দু-জাতির প্রতি বাদ্‌শাহের নিষ্ঠুর পৈশাচিক আচরণে ক্ষুব্ধ ও মর্ম্মপীড়িত! তাদের নিকট আমার মনের ভাব প্রকাশ কর্‌বামাত্র, তারা সকলে আমার এ সাধু প্রস্তাবে অনুমোদন ক'র্‌লে। কিন্তু অদৃষ্টলিপি কে খণ্ডন ক'র্‌বে!

দুর্গা। পরিণামে যাহাই হউক, সমগ্র রাজপুতজাতি আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা-ঋণে বদ্ধ।

আক্‌বর। এখন আর আমার মুসলমান-সাম্রাজ্যে স্থান নাই। বাদ্‌শাহ আমার হৃদয়ের শোণিতে প্রতিশোধ গ্রহণ ক'র্‌বেন। আমি নিজের প্রাণের আশঙ্কায় ভীত নহি। কিন্তু আমার পরিবারবর্গের দশা কি হবে, মনে ক'রে আমার অন্তর ব্যাকুল হ'চ্চে!

কেশরী। আমরা আপনাকে আশ্রয় দান ক'র্‌ব। আমরা জীবিত থাক্‌তে,আরঙ্গশার সাধ্য নাই—আপনার কেশস্পর্শ করে!

দুর্গা। আজ হ'তে আমাকে আপনার সহোদর ব'লে জান্‌বেন। আমি প্রতিজ্ঞা ক'র্‌চি, সম্পদে ও বিপদে দুর্গাদাস আপনার চির-সহচর থাক্‌বে।

আক্‌বর। সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সংশয় নাই।—রাজপুতবীরগণ! একটী নূতন সংবাদ আপনাদের কর্ণগোচর ক'র্‌চি। আপনারা দুর্গাদাসের মহত্ব ও উদারতার একটী নূতন পরিচয় অবগত হ'য়ে বিস্মিত ও পুলকিত হবেন। সেদিন রাত্রি-কালে,সম্রাট তাঁর কয়েকজন বিশ্বস্ত সৈনিক সঙ্গে একজন দরবেশ-বেশধারী দূতকে গোপনে দুর্গাদাসের নিকট পাঠিয়েছিলেন। দূত দুর্গাদাসকে ব'ল্‌লে, "বাদ্‌শাহের ইচ্ছা, আপনি ভবিষ্যতে আক্‌বরকে কোনপ্রকার সাহায্য না করেন। তিনি আপনার জন্য আটলক্ষ মুদ্রা পাঠিয়েছেন, গ্রহণ করুন।" দুর্গাদাস সেই আটলক্ষ মুদ্রা সঙ্গে সেই দূতকে আমার নিকটে ল'য়ে এসে ব'ল্‌লেন, "পিতার ধন পুত্রের প্রাপ্য। আক্‌বর! আপনার পিতা আপনার জন্য আটলক্ষ মুদ্রা পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপাততঃ এই অর্থে আপনার প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহের অনেক সাহায্য হবে।" তারপর দুর্গাদাস দূতের দিকে চেয়ে ব'ল্‌লেন, "ক্ষুদ্র জীব! তোর নীচমতি, ক্ষুদ্রহৃদয় বাদ্‌শাহকে বলিস্‌,—দুর্গাদাস রাঠোর-বংশে জন্মগ্রহণ ক'রেছে; সে অর্থলোভে আত্মবিক্রয় করে না!—আক্‌বর আমার চিরসুহৃৎ!"

সমবেত রাজপুতবীরগণ উল্লাসে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "বীর দুর্গাদাস! একথা আপনি গোপনে রেখেছিলেন কেন?"

দুর্গাদাস বলিলেন, "এ অতি সামান্য কথা। আমি নিজের কর্ত্তব্য মাত্র পালন ক'রেছি, ইহাতে গৌরবের বিষয় কিছুই নাই!"

কেশরীসিংহ দুর্গাদাসকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "আপনি ক্ষত্রিয়কুলে ধন্য!"

বিজয়। আমরা তো সকলে আক্‌বরকে বাদ্‌শাহ ক'রেছি। তবে আর এখন আরঙ্গশা কে? আমরা দিল্লী আক্রমণ ক'রে আক্‌বরকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাব, তাতে বিলম্ব কর্‌বার কি প্রয়োজন আমি বুঝ্‌তে পার্‌চি না।"

কেশরী। আপনি কি বিস্মৃত হ'চ্চেন, আমাদের অধিকাংশ সৈন্য ও সেনাপতিগণ ঔরঙ্গজেবের পত্রের কথা শুন্‌বামাত্র পলায়ন ক'রেছে,—আর আক্‌বরের সমস্ত সেনাগণ দিল্লীতে প্রস্থান ক'রেছে?

বিজয়। তাতে ক্ষতি কি? আমরা কি আক্‌বরের ভরসায় আরঙ্গশার সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌তে এসেছিলেম? আমার মতে, আর কালবিলম্ব না ক'রে, আমাদের পলাতক সেনাগণকে একত্র ক'রে, দিল্লী নগর আক্রমণ করা হ'ক্।—আক্‌বর! তুমিও আমাদের সঙ্গে চল। নিশ্চয় জানিও, আমরা অবিলম্বে তোমাকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাব। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে র'য়েছ যে? দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ ক'রে তোমাকে সর্ব্বপ্রথমে কোন্ কোন্ কাজ ক'র্‌তে হবে,জান ত? তোমার বাপ আরঙ্গশা যেমন ক'রেছিলেন, তোমাকেও ঠিক সেই রকম ক'র্‌তে হবে। আমরা আরঙ্গশাকে বন্দী ক'রে,তার হাতে ও পায়ে শিকল বেঁধে,তোমার নিকটে হাজির ক'র্‌ব। তখন তুমি হুকুম জারি ক'র্‌বে, 'একে একটা নির্জ্জন কারাগারে ল'য়ে গিয়ে, এর হাত-পা বেঁধে

রাখ।' আরঙ্গশা সাত বছর শাজিহান বাদ্‌শাকে, কারাগারে যমুনার জল খাইয়ে রেখেছিলেন,—তুমি আরঙ্গশাকে চৌদ্দ বছর শিকল-বাধা রেখে ঘোল খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখ্‌বে। তারপর দারার মত আজিম ব্যাটাকে শূলে চড়িয়ে দিবে ; আর সুজার মত মোয়াজিমকে, নাক-কান কেটে, শহরের চারদিকে ঘুরিয়ে ব্যাড়াবে।

দুর্গা। আপনি যেমন অনুমতি ক'র্‌বেন, তাই করা হবে। এখন চলুন, মাতৃমন্দিরে ফিরে গিয়ে,আমাদের পলাতক সেনা ও সেনাপতিগণকে অন্বেষণ ক'রে, যুদ্ধযাত্রার উদ্যোগে প্রবৃত্ত হওয়া যাক্‌।

দুর্গাদাস আক্‌বরের নিকটে আসিয়া, মৃদু স্বরে বলিলেন, "আপনি কালাপাহাড়ের বিদ্রুপবচনে ক্ষুব্ধ হবেন না। উনি নিতান্ত সরলহৃদয় বীরপুরুষ ; কিন্তু সময় ও অসময়ে অসম্বদ্ধ উপহাস, উঁহার একটী সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ স্বভাব। তবে আপনি আপাততঃ আমার সঙ্গে, সপরিবারে, আমার লুনানদী-তীরস্থ নিভৃত পর্ণকুটীরে চলুন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বীর-প্রদর্শনী।

হিন্দুবীরগণ গিরিদুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, যবন-শিবির আক্রমণ করিবে। কিন্তু দুর্গরক্ষার ভার কাহার উপর সমর্পিত হওয়া উচিত? দুর্গাদাসকে শীঘ্রই দাক্ষিণাত্যে যাইতে হইবে। দুর্গমধ্যে বহুসংখ্যক রাজবংশীয়া রমণী অবস্থান করিতেছেন। এ বিপদের সময়, এ ম্লেচ্ছপ্লাবনের দিনে, কে সর্ব্বাপেক্ষা এ গুরুতর ভার গ্রহণ করিবার উপযুক্ত? দুর্গাদাসের মতে, হরবতীরাজবংশীয় কুমার বিজয়পাল এ মাননীয় পদের যোগ্য। কিন্তু ইহাতে অন্যান্য রাজপুরুষগণ আপনাদিগকে অপমানিত মনে করিলেন। বিশেষতঃ, বিজয়পালের বংশগৌরব ও বীরত্ব-সত্ত্বেও তিনি লোকসমাজে সম্মানভাজন নহেন। লোকে জানিত, তিনি অসমসাহসিক ও সহজজ্ঞানশূন্য। লঘু ও গুরু সকল কার্য্যই তাঁহার নিকট সমান। তিনি অপরিমিত মাত্রায় অহিফেন সেবন করেন। তিনি আবালবৃদ্ধ সকলের সঙ্গে বিদ্রুপ করেন। অনেকেই তাঁহাকে মূর্খ বলিয়া উপহাস করিত ও কেহ কেহ তাঁহাকে পাগল বলিয়া অবজ্ঞা করিত। কথিত আছে, রমণীগণ তাঁহার নিবিড়কৃষ্ণ স্থূল দেহ ও বিপুল উদর সম্বন্ধে নানা কৌতুক

করিত এবং তাঁহাকে 'কালাপাহাড়' নামে অভিহিত করিয়াছিল! সুতরাং এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া, দুর্গাদাস, রাজমহিষী অরুন্ধতীর নিকটে গিয়া, তাঁহাকে সকল কথা বলিলেন। রাজকুমারী অম্বালিকা সেখানে ছিলেন। তিনি বলিলেন,"যিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বীর, আমাদিগকে রক্ষা করিবার ভার তাঁহারই উপর সমর্পিত হওয়া উচিত।"—কিন্তু কে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বীর, ইহা কি প্রকারে নির্ণীত হওয়া সম্ভব?

প্রভাতে, দুর্গ হইতে অর্দ্ধক্রোশ দূরে,নীচে, নদীর অপর পার্শ্বে শিবির সংস্থাপিত হইয়াছে। দুর্গমধ্যস্থ উচ্চ শৈল-শৃঙ্গের উপর রক্তপতাকা উড্ডীন। শিবিরের সন্নিকটে বহু জনের সমাগম। সকলে উৎসুক নেত্রে, দূরবর্ত্তী শৈলশৃঙ্গোপরি উড্ডীয়মান বিহঙ্গের ন্যায়, পবনান্দোলিত রক্তপতাকার দিকে চাহিয়া দেখিতেছে। সকলের সম্মুখে রাঠোর-সেনাপতি দুর্গাদাস দণ্ডায়মান। দুর্গের ছাদের উপর রমণীগণ সকৌতূহলে শিবিরের দিকে চাহিয়া দেখিতেছেন। বিজয়পাল অশ্বারোহণে দুর্গাদাসের নিকট আসিয়া, অহিফেন সেবনে রক্তবর্ণ চক্ষে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন।

দুর্গাদাস উচ্চ গম্ভীর রবে বলিলেন,—"শুনুন, রাজস্থানের রাজবংশসম্ভূত বীরগণ! আমাদের অনুপস্থিতি কালে, আমরা রমণীমণ্ডলীর এবং রাজমহিষী ও রাজকুমারীগণের তত্ত্বাবধারণের ভার বীরশ্রেষ্ঠ কুমার বিজয়পালের উপর সমর্পণ কর্‌বার কল্পনা ক'রেছিলেম; কিন্তু ইহাতে আপত্তি উত্থাপিত হওয়ায়, আপনারা আজিকার এ বীর-প্রদর্শনীতে আহূত হ'য়েছেন। অই যে

শৈলশৃঙ্গোপরি রক্তপতাকা দেখ্‌তে পাচ্চেন, যিনি সর্ব্বপ্রথমে, কুমার বিজয়পালের পূর্ব্বে,উহা স্পর্শ ক'রে স্বহস্তে উথিত ক'র্‌বেন, আজিকার এ বীর-প্রদর্শনীতে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বীর ব'লে পরিচিত হবেন ও কুমার বিজয়পালকে দুর্গরক্ষার অধিকার হ'তে বিচ্যুত ক'র্‌বেন। আপনাদের মধ্যে যদি কেহ বীর বিজয়পালের প্রতিযোগিতায় জয়লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন, অগ্রসর হউন। অশ্বারোহণে বীররাজের সঙ্গে ধাবিত হ'য়ে, সম্মুখস্থ শৈলখণ্ড সকল উল্লঙ্ঘন ক'রে, সন্তরণে স্রোতস্বতী অতিক্রম ক'রে, দুরারোহ শৈলশৃঙ্গে আরোহণ ক'রে, অই রক্তপতাকা অধিকার করুন।"

এ অতি দুরূহ—অতি বিপদ্‌সঙ্কুল আয়াসে, অকারণ, কেবল মাত্র বীরত্ব দেখাইবার জন্য, কে অগ্রসর হয়? বিশেষতঃ অকুতোভয় বিজয়পালকে এ দুঃসাহসিক কার্য্যে পরাভূত করা একপ্রকার অসম্ভব। চেষ্টা বিফল হইলে, উপহাসাস্পদ হইতে হইবে, নারীগণের নিকট হাস্যভাজন হইতে হইবে। সুতরাং রাজবংশীয় বীরগণের মধ্যে কেহ অগ্রসর হইলেন না।

দুর্গাদাস কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া, মৃদু হাস্যে বলিলেন, "বুঝ্‌লেম, রাজপুতানার রাজবংশসম্ভূত বীরগণের মধ্যে এমন কেহই নাই, যিনি কুমার বিজয়পালের প্রতিযোগিতায় সাহস করেন। কিন্তু এ বীরধাত্রী রাজপুতানার বীরত্ব কেবল রাজ-প্রাসাদ-প্রাচীরে সীমাবদ্ধ নহে। অতএব, উচ্চবংশসম্ভূত বীরগণ! রাজসখা ও রাজসেনাপতিগণ! যদি আপনাদের মধ্যে কাহারও সাহস থাকে, অগ্রসর হউন।"

দুর্গাদাস রাজকর্ম্মচারী ও সেনাপতিগণের দিকে চাহিয়া অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন। সকলে পূর্ব্বের মত নীরব ও নিশ্চল! তখন রাঠোর-সেনাপতি যেন ধৈর্য্য হারাইয়া, ক্ষোভে ও অভিমানে গর্জ্জন করিয়া, তার স্বরে, কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "রাজপুত বীরত্ব প্রদর্শনে ভীত হয়, পূর্ব্বে জান্‌তেম না! কিন্তু এখনও আমার আশা আছে! শুন যাবতীয় সেনাগণ! সমবেত দর্শকগণ! যুবা, বৃদ্ধ ও বালক! উচ্চবংশোদ্ভূত অথবা অতি নীচবংশসম্ভূত! তোমাদের মধ্যে যদি কাহারও ধমনীতে রাজপুতের শোণিত সঞ্চালিত থাকে, অগ্রসর হও। নতুবা আজিকার বীর-প্রদর্শনী এইখানেই শেষ হয়, কোটি-বীর-জননী রাজপুতানার পুত্র-গৌরব একজন মাত্র বীরে পর্য্যবসিত হয়। অই দেখ, দূরে, মাতৃমন্দিরের উচ্চ মঞ্চের উপর, রক্তপতাকার পার্শ্বদেশে, আর্য্যরমণীগণ জয়মাল্য হস্তে দণ্ডায়মানা!"

দুর্গাদাসের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই, চারিদিকে কোলাহল ও তাহার সঙ্গে করতালি-ধ্বনি উত্থিত হইল। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, শিবিরের অপর পার্শ্ব হইতে একজন অজাতশ্মশ্রু, সস্মিত-বদন, মনোজ্ঞদর্শন, তরুণ সৈনিক, অশ্বারোহণে অগ্রসর হইয়া, দুর্গাদাসকে অভিবাদন করিয়া, বিজয়পালের পার্শ্বদেশে আসিয়া দাঁড়াইল!

বিজয়পাল সহাস্যমুখে, রাখাল-সৈনিকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া, তাহাকে অশ্বচালনা করিতে ইঙ্গিত করিলেন। উভয়ের অশ্ব দ্রুতবেগে ছুটিল। দর্শকগণ দেখিল, অপরিচিত

আগন্তুক যুবার নিকট বিজয়পালের পরাভব কোনক্রমেই অসম্ভব নহে। কেন-না, তাহার অশ্ব অবলীলাক্রমে বিজয়পালের সঙ্গে সঙ্গে শৈলখণ্ড সকল উল্লম্ফন করিতে লাগিল, নির্ভয়ে আরোহীকে পৃষ্ঠে রাখিয়া নদী-স্রোতোপরি সন্তরণ করিতে লাগিল, দুর্দ্দমনীয় বেগে দুরারোহ পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিতে লাগিল। অল্পক্ষণ মধ্যেই উভয়ে দুর্গের পার্শ্বে শৃঙ্গতলে উপনীত হইলেন। এখনও পর্য্যন্ত দুজনের মধ্যে কেহ কাহারও পশ্চাদ্বর্ত্তী নহেন। কিন্তু শৃঙ্গের উপরিভাগে আরোহণ করিয়া পতাকা অধিকার করিতে হইবে ও এই স্থান সর্ব্বাপেক্ষা দুরারোহ। উভয়ে যেন ক্লান্তি অপনয়ন মানসে সেইখানে দাঁড়াইয়া,একবার নিরাশ নেত্রে গগনতলে উড্ডীয়মান রক্তপতাকার দিকে ও দুরারোহ তুঙ্গ শৃঙ্গের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া আবার অশ্বচালনা করিলেন; কিন্তু কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, আর উচ্চে আরোহণ করা একপ্রকার অসম্ভব। যতদূর অগ্রসর হয়েন, আবার ততদূর নীচে আসিয়া পড়েন মাতৃমন্দিরের ছাদের উপর রমণীগণ বীরদ্বয়ের দুরবস্থা দেখিয়া হাস্য করিতেছিলেন। দূর হইতে দুর্গাদাস কি বলিতেছিলেন, দু'জনের কেহই বুঝিতে পারিলেন না। রাখাল এ নিরর্থক উদ্যম হইতে নিরস্ত হইবে কিনা ভাবিতেছিল, এমন সময়ে দুর্গের ছাদ হইতে তাঁহার বক্ষোপরি একটী গোলাপ ফুল নিক্ষিপ্ত হইল। রাখাল উপরে চাহিয়া দেখিল,—মন্দিরের ছাদের প্রান্তভাগে দাঁড়াইয়া, বিলাসকুমারী, মুখে অঞ্চল দিয়া হাসিতে হাসিতে,

ইঙ্গিতে শৈলশৃঙ্গের উত্তর দিক দেখাইয়া দিল। রাখাল মুহূর্ত্ত-মধ্যে শৃঙ্গের উত্তর পার্শ্বে আসিয়া দেখিল, সেখান হইতে পর্ব্বত আরোহণ অপেক্ষাকৃত সুসাধ্য। মনে মনে বিলাসকুমারীকে ধন্যবাদ দিয়া, সে অল্পক্ষণ মধ্যেই পতাকা-সমীপে উপনীত হইল। বিজয়পাল মনে করিলেন, সৈনিক-যুবা হতাশ হইয়া প্রস্থান করিয়াছে। কিন্তু অকস্মাৎ চারিদিকে কোলাহল উত্থিত হইল দেখিয়া, তিনি উপরে চাহিয়া দেখিলেন, সৈনিক-যুবা পতাকার সন্নিকটে উপস্থিত ! ক্রোধে ও অভিমানে বিজয়পাল অশ্বপৃষ্ঠে কষাঘাত করিয়া পর্ব্বত আরোহণ করিতে লাগিলেন। আবার চারিদিকে কোলাহল উঠিল ও উচ্চ হইতে নবীন সৈনিক বলিল, "এই দেখুন, পতাকা আমার হাতে !"

বিজয়পালের অশ্ব পদস্খলিত হইয়া ভীম শব্দে পড়িয়া গেল। স্থূলদেহ 'কালাপাহাড়', আত্মরক্ষার জন্য, দুই হাতে প্রাণপণে প্রস্তরখণ্ড ধারণ করিলেন। চারিদিকে বার বার করতালি ও হাস্যধ্বনি উঠিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

——:*:——

জয়মাল্য।

রক্ত-পতাকা হস্তে লইয়া,প্রফুল্লবদন তরুণ সৈনিক,রমণীগণের সম্মুখে দণ্ডায়মান। রাজকুমারী অম্বালিকার হাতে জয়মাল্য। রাজমহিষীকে অভিবাদন করিয়া, ভূতলে জানু পাতিয়া, কৃতাঞ্জলি-করে ও ভক্তিভরে, রাখাল সেই অমৃতময়ী কিশোরী মূর্ত্তির দিকে, তাহার হৃদয়-মন্দিরের সেই আশৈশব-প্রতিষ্ঠিতা দেবী-প্রতিমার দিকে চাহিয়া দেখিল। অম্বালিকা রমণীগণের মধ্যদেশ হইতে কিঞ্চিৎমাত্র অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া, আবার দাঁড়াইয়া রহিলেন। পুলকে অথবা সংশয়ে, আশায় অথবা লজ্জায়, আনন্দে অথবা অভিমানে তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল, হৃদয় কম্পিত হইল। রাজমহিষী পুনরপি মাল্য উপহার দিতে ইঙ্গিত করিলেন। অম্বালিকা রাখালের নিকটে গিয়া, কম্পিত করে, জয়মাল্য উত্থিত করিলেন। এমন সময়ে দর্শকমণ্ডলীর মধ্য হইতে কে উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "অপেক্ষা কর, রাজকুমারি!"

যশল্মীর-রাজকুমার কেশরীসিংহ সকলের সম্মুখে আসিয়া বলিতে লাগিলেন, "রাজস্থানের রাজবংশসম্ভূত বীরগণ। রাজ-বংশীয়া রমণীগণ! আমরা আজিকার এ রাষ্ট্রবিপ্লবে, এ

যবন-প্লাবনে, আমাদের স্বাধীনতার সঙ্গে কি ক্ষত্রিয়-জীবনের অমূল্য ধন জাতীয় গৌরব হ'তেও বঞ্চিত হ'য়েছি? তাই কি আমরা আজ একজন অজ্ঞাতকুলশীল, নীচবংশোদ্ভূত বালকের উপর রাজ-রমণীগণের রক্ষার ভার সমর্পণ ক'র্তে প্রস্তুত হ'য়েছি? তাই কি রাজাধিরাজ জয়সিংহের দুহিতার সঙ্গে একজন দীন কৃষাণ-যুবার মাল্য-বিনিময়ের উৎসব দেখ্‌বার জন্য, আজ আমরা এখানে সমবেত হ'য়েছি?"

বিজয়পালও অগ্রসর হইয়া, রাজকুমারী অম্বালিকার দিকে চাহিয়া, হাস্য করিয়া বলিলেন, "জয়পুর-রাজতনয়া এই কৃষাণ-যুবার সঙ্গে মালা-বিনিময়ে সম্মতা হ'তে পারেন; কিন্তু ইহাতে, নারীগণের না হ'ক্, সম্ভ্রান্তবংশীয় রাজপুত-মাত্রেরই আপত্তি থাক্‌তে পারে।"

ক্রোধে, লজ্জায়, অভিমানে, রাজকুমারীর অধর কম্পিত হইল, বদনমণ্ডল আরক্তিম হইল, নয়নযুগলে বারিবিন্দু দেখা দিল। তিনি রাজমহিষীর দিকে সগর্ব্বে চাহিয়া দেখিলেন। দর্শকগণের মধ্য হইতে কে আবার উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "রাজ-মহিষী! রাজকুমারীকে নিবৃত্ত করুন!"

রাজমহিষী অরুন্ধতী, যেন কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া, একবার দর্শকমণ্ডলীর দিকে চাহিয়া দেখিয়া, অম্বালিকাকে ফিরিয়া আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। রাজকুমারী এবার ধৈর্য্য হারাইলেন! যেন কিছু বলিবেন মনে করিয়া, মুখ তুলিয়া, বিস্ফারিত লোচনে, স্ফুরিতাধরে চারিদিকে চাহিয়া

দেখিলেন। রাখাল তখনও তাঁহার চরণপ্রান্তে, ভূতলে জানু পাতিয়া, যুক্ত করে, ঊর্দ্ধনেত্রে, উপহার-দানের প্রতীক্ষায় চাহিয়া রহিয়াছে। যেন ভক্তজন, পূতমন্ত্রে দেবী-প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া, কৃতাঞ্জলিকরে ও ভক্তিভরে, মোক্ষলাভের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছে!

যেমন তরঙ্গিণী-হৃদয়ে তরণী আরোহণে যাইবার সময়, যখন আকস্মিক পবন-সঞ্চালনে বালিকার কুন্তল হইতে তাহার সাধের লীলা-কমল উড়িয়া নদীতরঙ্গে পড়িয়া যায়, বালিকা নিরাশ নয়নে তরঙ্গোপরি প্লবমান কমলের দিকে চাহিয়া দেখে; যেমন প্রিয়া-বিয়োগ-বিধুর বিরহীর স্বপ্নে তারারূপিণী সুরসুন্দরী, আকাশ হইতে আপন অতীত দিনের শৈশব-সখার দিকে—পাপ মর্ত্ত্যভূমে পরিত্যক্ত শূন্যপ্রাণ বিরহীর দিকে, সকরুণকটাক্ষে চাহিয়া দেখে; অম্বালিকা তেমনি, নিরাশ নেত্রে, করুণ কটাক্ষে, একবার রাখালের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তারপর, বিস্ফারিত লোচনে চারিদিকে দেখিয়া, করস্থিত জয়মাল্য খণ্ড খণ্ড করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন ও চঞ্চল চরণে সেখান হইতে দুর্গের অভ্যন্তরে চলিয়া গেলেন।

বিজয়পাল উচ্চ হাস্য করিয়া, যশল্মীর-রাজকুমারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এখন বুঝ্‌তে পারলেন, রাজকুমার? নারীর অভিধানে ইহাকে বলে—প্রেম!"

———

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—— ঃ০ঃ ——

ত্রিদিব-ধামে পিশাচ।

দুর্গরক্ষার ভার বিজয়পালেরই উপর সমর্পিত হইল। রাখাল অন্যান্য সৈনিকগণের মত কেবল তাঁহার সহায়তা করিবে। ইহাতে রাখাল অসম্মত হইল না, অথবা আপনাকে অপমানিত মনে করিল না। সে জানিত, সে যে মহারাণা জয়সিংহের পুত্র, মিবারের ভাবী অধীশ্বর, তাহা দুর্গাদাস ও অরুন্ধতী বই আর কেহ জানেন না। এ মাননীয় পদ যে তাহার উপর সমর্পিত হওয়া সম্ভব নহে, ইহা সে পূর্ব্বেই জানিত।

পরদিন, রাজপুত-রাজগণ, সেনাপতি ও সেনাগণ বীরবেশে, বীরদর্পে সুসজ্জিত হইলেন। দুর্গ পরিত্যাগের সময় উপস্থিত হইলে, দুর্গাদাস সমবেত যোদ্ধৃমণ্ডলী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন, কেবল যশল্মীর-রাজকুমার কেশরীসিংহ সেখানে নাই।

কেশরীসিংহ তখন আপন নির্জ্জন কক্ষে একাকী বসিয়া, গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। দুর্গাদাস তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে সম্বোধন করিতেছেন শুনিয়া, তিনি চিন্তা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া, ধীরে ধীরে অন্তঃপুর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি অম্বালিকার

শয়ন-কক্ষের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া, কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। একটী পরিচারিকা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া, কক্ষের ভিতর হইতে তাঁহার নিকটে আসিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "অম্বর-রাজকুমারী কোথায়?"

পরিচারিকা অঙ্গুলি নির্দ্দেশে কক্ষের অভ্যন্তর দেখাইয়া দিল। কেশরীসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কি ক'র্‌চেন?"

পরিচারিকা উত্তর করিল, "আপনিই তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখুন।"

রাজকুমার ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, অম্বালিকা একাকিনী ভূতলে বসিয়া একখানি অসম্পূর্ণ চিত্রপট তুলিকাহস্তে চিত্রিত করিতেছেন। তিনি কক্ষের ভিতরে প্রবেশ করিলেন, রাজকুমারী তাহা জানিতে পারিলেন না। তিনি ভূতলে পাদুকাঘাতে শব্দ করিলেন, তবুও রাজকুমারী অনন্যমনে চিত্রপট অঙ্কনে নিযুক্তা।

কেশরীসিংহ ব্যস্ততা-সহকারে ও পরুষভাবে ডাকিলেন, "রাজকুমারি!"

রাজকুমারী চমকিয়া, চিত্রপট ভূতল হইতে উঠাইয়া, তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন অনন্যমনে কার চিত্রপট অঙ্কিত ক'র্‌ছিলে, রাজনন্দিনি?"

রাজকুমারী উঠিয়া দাঁড়াইয়া, ভূতলে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া, ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "আপনি এখানে কি জন্য এসে-ছিলেন?"

যুবরাজ পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার চিত্রপট অঙ্কিত ক'র্‌ছিলে, রাজকুমারী? সেই নীচবংশোদ্ভূত রাখাল-সৈনিকের তো নয়?"

এবার রাজকুমারীর ধৈর্য্যচ্যুতি হইল; লজ্জা, রোষে ও অভিমানে পরিণত হইল। তিনি পূর্ণায়তলোচনে যুবরাজ কেশরীসিংহের দিকে চাহিয়া উত্তর করিলেন, "আপনার অনুমান সত্য! এখানি রাখাল-সৈনিকের চিত্র! আমি অনেক দিন হ'তে, বড় যত্নে, বড় আয়াসে, সেই তরুণ সৈনিকের বীরমূর্ত্তি এই আলেখ্য-পটে অঙ্কিত কর্‌বার প্রয়াস পাচ্ছি।"

যুবরাজ বলিলেন, "ছি রাজনন্দিনী! এ চিত্রপটখানি ছিঁড়ে ফেল।"

রাজকুমারী মুক্তাদশনে আপন অধর দংশন করিয়া, করস্থিত চিত্রপট বক্ষে স্থাপন করিয়া, কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "লোকে যত্নের সামগ্রী হৃদয়ে রাখে, ছিঁড়ে ফেলে না!"

"তবে আমার সন্দেহ সত্য! লোকে তোমার নামে যে কলঙ্ক রটনা ক'রেছে, তাহাও সত্য!"

"লোকে আমার কি কলঙ্ক রটনা ক'রেছে, রাজকুমার?"

"লোকে বলে, অম্বর-রাজকুমারী একজন নগণ্য-সৈনিককে দেখে মুগ্ধা হ'য়েছে।"

"যুবরাজ! বীরপুরুষের বীরত্বে মুগ্ধা হওয়া ক্ষত্রিয়-রমণীর ধর্ম্ম। ইহা আমার কলঙ্কের বিষয়, না সুখ্যাতির কথা? এখন বুঝ্‌তে পারলেম, সে দিন রাখাল-সৈনিককে মালা উপহার দিবার

সময় আপনি অকারণ আমাকে যেরূপ অপমান ক'রেছিলেন, আর একবার সেইরূপ কর্‌বার আপনার ইচ্ছা ছিল।"

রাজকুমারী, সাভিমানে, সাশ্রুনয়নে, সেখান হইতে চলিয়া আসিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। কেশরীসিংহ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া, গতিরোধ করিয়া বলিলেন, "শুন, রাজকুমারি! আমি যে জন্য তোমার নিকটে এসেছিলেম, তা এখনও বলা হয় নাই।"

"শীঘ্র বলুন।"

কেশরীসিংহ বলিতে লাগিলেন, "বোধ করি তোমার মনে আছে, যোধপুর-রাজমহিষীর অনেক দিন থেকে ইচ্ছা যে, তোমার সঙ্গে আমার পরিণয় সম্পন্ন হয়। আমি পূর্ব্বে যখন তোমাকে দেখি নাই, তখন তাঁর সে প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ ক'রেছিলেম। কিন্তু যে দিন আমি এ দুর্গমধ্যে এসে, তোমার অলৌকিক, অমৃতময় রূপমাধুরী দেখে উন্মত্ত হ'লেম, সেই দিন অতি আগ্রহের সহিত রাজমহিষীর সে প্রস্তাবে সম্মত হ'লেম। কিন্তু অবশেষে জান্‌তে পার্‌লেম, তুমি আমার সঙ্গে বিবাহে অসম্মতা।"

"যুবরাজ! সে বিগত দিনের অতীত কাহিনীর বিবরণে কি ফল? আপনি তো রাজমহিষীর নিকট বার বার শুনেছেন, আমিও তাঁকে বার বার মিনতি ক'রে ব'লেছি যে, আপনার সঙ্গে আমার পরিণয় অসম্ভব!"

যুবরাজ উত্তর করিলেন, "শুন, রাজনন্দিনি! আমি তোমাকে আর একবার—শেষবার জিজ্ঞাসা কর্‌বার জন্য এখানে এসেছি।

এ জীবনে, আমার এ অষ্টবিংশতি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, সম্মুখ-যুদ্ধে শত্রুসংহার বই আর কখনও কোন চিন্তা হৃদয়ে স্থান পায় নাই। কিন্তু তোমাকে দেখে অবধি আমি উন্মত্ত হ'য়েছি! অই দেখ, দুর্গপার্শ্বে ক্ষত্রিয়বীরগণ, যবন-সমরে সুসজ্জিত হ'য়ে, আমার জন্য অপেক্ষা ক'র্‌চেন! এ সময়ে একবার বল, অম্বালিকে! আমার সঙ্গে পরিণয়ে তুমি সম্মতা আছ—আমি অতুল আনন্দে অই বীরদলের সঙ্গে যবন-সমরে যোগ দিব। কিন্তু যদি এখনও অসম্মতা হও, এ হৃদয়ের অরাতি-বধের চির-রোপিত আশালতা স্বহস্তে ছিন্ন ক'র্‌ব, জন্মের মত বীরধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিব, আর—আর—'

বলিতে বলিতে যুবরাজ নীরব হইয়া ভূতলে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। অম্বালিকা সাভিমানে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কি?

যুবরাজ উত্তর করিলেন, "আর যে পৈশাচিক প্রতিজ্ঞা হৃদয়মধ্যে স্থান দিয়েছি, তা প্রকাশ ক'র্‌তে কণ্ঠ রুদ্ধ হ'চ্চে। কিন্তু আমি উন্মত্ত! উন্মত্তের আবার লজ্জা? উন্মত্তের আবার আত্মাভিমান? তবে শুন, রাজনন্দিনি! আর—আর আমার প্রতিজ্ঞা, যেমন ক'রে পারি, আজ হ'তে এক বৎসরের মধ্যে, তোমাকে যবন-পিশাচের অঙ্কন্যস্ত দেখ্‌ব! এ কনক-পারিজাত নন্দন-কানন হ'তে নরকে নিক্ষেপ ক'র্‌ব!"

যদি এই সময়ে যুবরাজ কেশরীসিংহের সুন্দর বীরমূর্ত্তি অকস্মাৎ কালভুজঙ্গের রূপ ধারণ করিত, অম্বর-রাজকুমারী ইহা অপেক্ষা অধিক বিস্মিতা হইতেন না। তিনি ক্ষণমাত্র সভয়ে

সবিস্ময়ে কেশরীসিংহের মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "হা! ধিক্, ক্ষত্রিয়-রাজকুমার; ত্রিদিবধামে পিশাচ জন্মে, স্বপ্নেও জান্‌তেম না! আমি আবার ব'ল্‌চি,—তোমার সঙ্গে আমার পরিণয় অসম্ভব!"

কেশরীসিংহ দ্রুতপদে সমবেত যোদ্ধ্‌মণ্ডলীর নিকটে গিয়া, দুর্গাদাসকে বলিলেন, "আমার জন্য অকারণ অপেক্ষা ক'র্‌চেন! আপনারা অগ্রসর হউন—আমার অন্যত্র প্রয়োজন আছে।"

সেই দিন সন্ধ্যার সময়, কেশরীসিংহ, একাকী যবন-সেনাপতি আফ্‌জুল খাঁর শিবিরে গিয়া তাহাকে অভিবাদন করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

রাখি বন্ধন।

লুনা-নদীতরে দুর্গাদাসের নিভৃত ভবনের সম্মুখস্থ কক্ষমধ্যে দুর্গাদাস ও আক্‌বর বসিয়াছিলেন।

আকবর বলিলেন, "আমি যে আপনার সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে বহুদিনের মত, হয়তো জন্মের মত চ'লে যাব, সে কথা এখনও আমার স্ত্রী ও কন্যার নিকট প্রকাশ করি নাই। তারা মনে ক'রেছে, আমি আপনার সঙ্গে অল্প দিনের জন্য মাতৃমন্দিরে যাচ্চি। কিন্তু হৃদয় বড় ব্যাকুল হ'চ্চে। হয়তো এখান হ'তে যাবার পর স্ত্রী-কন্যার মুখদর্শন আমার অদৃষ্টে আর ঘ'টবে না। সে যাহ'ক্ কোন্ দিনে এখান হ'তে যেতে হবে, স্থির ক'রেছেন?"

দুর্গাদাস বলিলেন, "রাজমহিষী অরুন্ধতী অনেক দিন পরে তাঁর শিশুতনয় অজিতসিংহকে একবার দেখ্‌বার জন্য আগ্রহ প্রকাশ ক'রেছিলেন। তাই কয়েকদিন হ'ল, গোপনে অজিতকে এখানে আনিয়েছি। অরুন্ধতী দেবীর পদার্পণে আজ আমার এ পর্ণকুটীর পবিত্র হ'য়েছে। তাঁরা শীঘ্রই আবার নিজ নিজ স্থানে চ'লে যাবেন। তখন আমরা পাঁচশত বিশ্বস্ত অনুচর সঙ্গে ল'য়ে দাক্ষিণাত্যে যাত্রা ক'র্‌ব। যদি পরমেশ্বরের ইচ্ছা হয়, আমরা

শীঘ্রই আবার এখানে ফিরে আস্‌ব। অই যে—সমশের আলি আপনার কন্যা চাঁদবিবি আর অজিতকে ল'য়ে এইখানে আস্‌চেন!"

সমশের আলি, দুই হাতে দুইটী ফুটনোন্মুখ কমলকলিকার মত শিশুর হাত ধরিয়া, সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল। একটী সাত বৎসরের বালক অজিতসিংহ, অপর শিশু আকবরের নবমবর্ষীয়া কন্যা চাঁদবিবি।

অজিত সমশের আলির মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাকা! তুমি যে ব'লেছিলে, আজ আমাদের রাখী বাঁধা হবে! তা কই, কাকা! রাখী বাঁধা হ'ল না?"

দুর্গাদাস বলিলেন, "রাখী বাঁধার জন্য তোমাকে আর চাঁদ্‌বিবিকে এখানে ডেকে পাঠিয়েছিলেম।"

চাঁদবিবি আকবরের ক্রোড়ে বসিয়া, সাদরে তাহার চিবুক ধরিয়া বলিল, "বাবা! আজ তোমার মুখ এত মলিন কেন? কোন অসুখ হ'য়েছে নাকি?"

"না, বাছা! অসুখ আবার কিসের?"

"বাবা! আমরা দিল্লীতে আবার কবে যাব?"

আকবর উত্তর করিলেন, "তোমার জ্যাঠা-মহাশয়কে জিজ্ঞাসা কর। উনি জানেন, কবে আবার আমাদিগকে দিল্লীতে যেতে হবে।"

চাঁদবিবি আকবরের ক্রোড় হইতে উঠিয়া, সস্নেহে দুর্গাদাসের গ্রীবা ধরিয়া বলিল, "বল, জ্যাঠা-মশায়!"

দুর্গাদাস মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, কেন, বৎসে! দিল্লীতে ফিরে যাবার জন্য আজ তোমার এত ইচ্ছা কেন হ'ল? এখানে কি তোমার কোন ক্লেশ হয়?”

বালিকা বলিল, “এখানে আবার ক্লেশ হয়? এখানে আমি যে সুখে আছি, দিল্লীতে গেলে কি তেমন সুখে থাক্‌তে পারব? এখানে আমার জ্যাঠাই-মা আমাকে মার চেয়েও অধিক ভাল বাসেন। তার পর এখন আবার”—চাঁদবিবি অজিতের হাত হাত ধরিয়া বলিতে লাগিল, “এখন আবার এই—আমার ভাই আমার কাছে এসেছে, এখানে আবার আমার ক্লেশ হয়?”

দুর্গাদাস বলিলেন, “তবে দিল্লীতে ফিরে যাবার কথা কেন জিজ্ঞাসা ক'রচ, মা!”

চাঁদবিবি একটু ভাবিয়া বলিল, “মনের কথা ব'লব তবে? বলি শোন, জ্যাঠা-মহাশয়! আমি সে দিন মার কাছে শুন্‌লেম, বাবা নাকি আমার দাদা আলমগীর বাদ্‌শার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এখানে এসেছেন। বাবা এমন কাজ কেন ক'র্‌লেন, জ্যাঠা মশায়! আমার দাদা যে কত ভাল, তা বোধ হয় বাবা জানেন না। তিনি আমাকে কত ভালবাসেন! আমি তাঁর কাছে যা চাই, তাই তিনি আমাকে দেন। তাই আবার ইচ্ছা হয়,—বাবাকে দাদার কাছে নিয়ে গিয়ে, দুজনের মিটমাট করিয়ে দিয়ে, আবার বাবার সঙ্গে এখানে আস্‌ব।”

বালিকার অকপট প্রাণের কথা শুনিয়া দুর্গাদাস ও আক্‌বর হাসিলেন। বালিকা আবার বলিল, “হাঁ! আর একটী কথা!

বেশ কথা মনে প'ড়েছে! ভাই অজিত আমাকে ব'ল্‌ছিল, আমি যদি তাকে দাদার কাছে সঙ্গে নিয়ে যাই, তা হ'লে দাদা তাকে কেটে ফেল্‌বেন! কেমন ভাই, অজিত! তুমি আমাকে একথা ব'লেছ কিনা?"

অজিত। আমি কি তোমাকে মিথ্যা কথা ব'লেছি? আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, আমার দাদাকে জিজ্ঞাসা কর।

চাঁদ। শুন্‌লে, জ্যাঠা-মশায়! এ নাকি আবার হ'তে পারে? আমি যদি আমার ভাই অজিতকে সঙ্গে নিয়ে দাদার কাছে যাই, তিনি ওকে কোলে তুলে নিয়ে কত আদর ক'র্‌বেন, না ওকে কেটে ফেল্‌বেন? ওর এই ফুলের মত সুন্দর গায়ে আঘাত ক'র্‌বেন? ছি অজিত! অমন কথা মনে ক'র্‌তে নেই!

অজিত। তুমি জাননা, চাঁদবিবি--

চাঁদ। ওকি, অজিত! আবার তুমি আমার নাম ধ'রে ডাক্‌ছ? মা তোমাকে কি ব'লে দিয়েছেন, মনে নাই? আমি যে তোমার চেয়ে দু'বছরের বড়! আমাকে 'দিদি' ব'লে ডাক্‌তে হয়!

অজিত। ভুল হ'য়েছে—দিদি!

চাঁদ। কি ব'ল্‌ছিলে, বল।

অজিত। আমি ব'ল্‌ছিলেম, দিদি! তুমি জাননা, কিন্তু আমি শুনেছি, তোমার দাদা আলমগীর বাদ্‌শাহ আমাকে তাঁর শত্রু মনে করেন। দাদাকে জিজ্ঞাসা কর।—কেমন, দাদা! আমার কথা সত্য কিনা?

চাঁদ। আচ্ছা, তাই যেন হ'ল; কিছু যখন আমার দাদা জান্‌তে পার্‌বেন যে, তুমি আমার ভাই, তখনও কি তিনি তোমাকে শত্রু মনে ক'র্‌বেন? তাই ব'ল্‌চি, তুমি একবার আমার সঙ্গে তাঁর কাছে চল, আমি তাঁকে সব কথা বুঝিয়ে দিব। আমি তাঁকে ব'ল্‌ব, তুমি আমার ভাই, আমি তোমাকে কত ভালবাসি। আমি তাঁকে, তোমাকেও আমার মত ভালবাস্‌তে ব'ল্‌ব।

অজিত। আর যদি তিনি তোমার কথা না শুনেন?

চাঁদ। ইস্! আমার কথা তিনি আবার শুনবেন না! তা হ'লে আমি তাঁর পাকা দাড়ি ছিঁড়ে দিব,—আর তাঁর নাকে ছুঁচ ফুটিয়ে দিব! আমি তাঁর কাছে যখন যা আব্‌দার করি, তিনি তাই শোনেন। একদিন মা আমাকে তাঁর কাছ থেকে 'কোহিনুর' হীরা চেয়ে নিতে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে, তাঁর কোলে উঠে ব'ল্‌লেম, "দাদা! তোমার 'কোহিনুর' হীরাটা আমাকে দিতে হবে।" তিনি ব'ল্‌লেন, "এ আবার তোমার কি রকম আব্‌দার, বিবি? 'কোহিনুর' কি কেহ কাহাকে দেয়?" আমি ব'ল্‌লেম, "যদি 'কোহিনুর' হীরা আমাকে না দাও, আমি তোমার দাড়ি ছিঁড়ে দিব!" তিনি তখন ব'ল্‌লেন, "আচ্ছা, বিবি! কাল আমি তোমাকে 'কোহিনুর' দিব: কিন্তু আমার দাড়ি আর কখনও ছুঁতে পার্‌বেনা।" আমি সেই দিনই 'কোহিনুর' হীরা নিয়ে মার বাক্সতে রেখে দিতেম,—কিন্তু বাবা আমাদিগকে সঙ্গে ল'য়ে চ'লে এলেন!

অজিত। আমার দাদা বলেন তো আমি তোমার সঙ্গে বাদ্‌শার কাছে যা'ব। কিন্তু যদি তিনি আমাকে তাঁর শত্রু মনে করেন, তা'হলে আমিও তাঁর সঙ্গে লড়াই ক'র্‌ব!

দুর্গা। সে সকল কথা পরে হবে। এখন যে জন্য তোমা-দিগকে ডেকেছিলেম, তাই হ'ক্‌।

চাঁদ। কি জন্য ডেকেছিলে, জ্যাঠা-মশায়?

দুর্গা। আজ তোমাদের দুজনের, দুই ভাই বোনের রাখী বাঁধা হবে।

অজিত ও চাঁদবিবির হাতে দুইটী রাখী দিয়া, দুর্গাদাস বলিলেন, "অজিত! তোমার ভগিনী চাঁদবিবির হাতে রাখী বেঁধে দাও।"

অজিত হাসিতে হাসিতে চাঁদবিবির হাতে রাখা বাঁধিয়া দিল। দুর্গাদাস বলিলেন, "চাঁদবিবি! তুমিও তোমার ভাই অজিতের রাখী বেঁধে দাও।"

চাঁদবিবি অজিতের হাত আপন করপুটে লইয়া চুম্বন করিয়া বলিল, "এস, ভাই! আমার সোনার ভাই! তোমার সোনার হাতে রাখী বেঁধে দিই!"

রাখী বাধিয়া দিয়া চাঁদবিবি দুর্গাদাসকে জিজ্ঞাসা করিল, "জ্যাঠা-মশায়! রাখী বাধ্‌লে কি হয়?"

দুর্গাদাস বলিলেন, "ভাই ভগিনীর ভালবাসার মত অমূল্য পদার্থ এ পৃথিবীতে আর কি আছে? তাই, বৎসে! অনেক দিন হ'তে রাখি-বন্ধন-প্রথা হিন্দুস্থানে প্রচলিত আছে। আজ হ'তে

তোমাদের দুই ভাই ভগিনীর পবিত্র স্নেহ চিরদিন বদ্ধমূল থাকবে। আজ কি শুভদিন! অজিত ভাই! চাঁদবিবি ভগিনী! এই রাখী বাঁধা হ'ল, এখন এই নরকঙ্কালময় ভারত-শ্মশানে ভাগীরথীর প্রেমধারা প্রবাহিত হবে! কঙ্কালে জীবন সঞ্চারিত হবে! কৃষ্ণ ও সুভদ্রার স্বর্গীয় ভ্রাতৃপ্রেমের পুনরভিনয় হবে!"

চাঁদবিবি বলিল, "জ্যাঠা-মশায়! বাবা তো তোমার ভাই; তা কই, তোমাদের রাখী বাঁধা হ'ল না?"

"অবশ্য হবে। এস ভাই, আকবর! এস ভাই সমশের আলি! আমাদেরও রাখী বাঁধা হ'ক্।"

দুর্গাদাস, আকবর ও সমশের আলির রাখি-বিনিময় হইল। দুর্গাদাস বলিলেন, "এখন আমরা এই তিন ভাই একত্র হ'য়ে, ত্রিভুবন জয় ক'র্‌তে পার্‌ব।"

চাঁদবিবি বলিল, "জ্যাঠা-মশায়! আমাকে আর দুইটা রাখী দাও। মার আর জ্যাঠাইমারও রাখী বাঁধা হবে।"

দুর্গাদাস হাসিয়া চাঁদবিবির হাতে রাখী দিলেন। চাঁদবিবি রাখী দুইটি হাতে লইয়া, হাসিতে হাসিতে, অজিতের গলা ধরিয়া অন্তঃপুরে চলিয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ।

——:•:——

নির্ব্বাসন।

গিরি-দুর্গের অন্তঃপুরে কক্ষমধ্যে একটী সাত বৎসরের বালিকা করতালি দিয়া গীত গাইতেছিল,—

"ওলো, কাজ কি আমার লাজ-মান আর কুলে,
সেই প্রেমের সাগর রাখাল-নাগর
ভাগ্যে যদি মেলে।"

সেই খানে কয়েকটী রমণী গীত শুনিয়া হাস্য করিতেছিল। একজন দৌড়িয়া গিয়া বালিকার মুখে হাত দিয়া বলিল, "চুপ কর্, পোড়ারমুখি! অম্বালিকা শুন্‌তে পেলে, এখনি অনর্থ ক'র্‌বে!"

রমণীগণ জানিত না যে, অম্বালিকা কক্ষের পার্শ্বে গবাক্ষ-দ্বারে দাড়াইয়া গীত শুনিতেছিলেন। তিনি বিলাসকুমারীর সঙ্গে এই খানেই আসিতেছিলেন; এমন সময়ে গীত শুনিতে পাইয়া বলিলেন, "তুমি বিশ্বাস কর না, সখি! অই শুন, এ গীত আমাকে লক্ষ্য ক'রে রচনা করা হ'য়েছে। এইখানে দাঁড়িয়ে একটু শোন, আমার কথা ল'য়ে আরও কত রঙ্গ-রহস্য হবে। যে দিন রাজ-মহিষী রাখালকে জয়মাল্য উপহার দিতে আদেশ ক'রেছিলেন,

সেই দিন .অবধি কেবল আমারই কথা ল'য়ে হাস্য-পরিহাস হ'য়ে থাকে!"

বিলাসকুমারী বলিলেন, "তোমার ও সকল কথায় কান দিবার কি দরকার? চল, আমরাও অইখানে যাই।"

"না! আমার মাথা খাও—আর একটু দাঁড়িয়ে শোন!"

তিরস্কৃতা বালিকা গীত বন্ধ করিল; কিন্তু রমণীগণের কথোপকথন চলিতে লাগিল।

একজন বলিল, "আচ্ছা, দিদি! ও যেন ছেলেমানুষ ব'লে ওর মুখে হাত দিয়ে গীত বন্ধ ক'র্‌লে, কিন্তু কত লোকের মুখ চেপে রাখ্‌বে, বল দেখি?"

আর একজন বলিল, "তা বড় মিথ্যা নয়, কথাটা সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হ'য়েছে।"

একজন হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের কথা, লো? কই, আমি তো কিছুই শুনি নাই?"

"অম্বালিকার পীরিতের কথা, লো!"

"কার সঙ্গে, লো!"

"সেই বাঁকা-নয়ন, চিকণ-বরণ, রাখাল-নাগরের সঙ্গে!"

রমণীমণ্ডলী উচ্চ রবে হাস্য করিয়া উঠিল। বালিকা উৎসাহ পাইয়া আবার গীত আরম্ভ করিল,—

(ওলো) কাজ কি আমার লাজ-মান আর কুলে,
সেই প্রেমের সাগর, রাখাল-নাগর,
ভাগ্যে যদি মেলে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বিনিময়।

অম্বালিকার বারংবার অনুরোধে বিলাসকুমারী রাখালকে ডাকিয়া তাহাকে রাজকুমারীর অভিপ্রায় জানাইলেন। রাখাল প্রতিশ্রুত হইল, নিশাশেষে গিরিদুর্গ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। সেই দিন নিশীথে দুর্গের পার্শ্বদেশে, অস্তমিত শুকতারার ক্ষীণালোকে, অম্বালিকা ও বিলাসকুমারী উপলখণ্ডের উপর দাঁড়াইয়াছিলেন। রাখাল তাঁহাদের নিকটে আসিয়া জোড়হাতে বলিল, "রাজনন্দিনি! আমি আপনার আদেশমত গিরিদুর্গ পরিত্যাগ ক'রে চ'ল্‌লেম; কিন্তু যদি অপরাধ মার্জ্জনা [illegible] একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, আমি কি আপ[illegible] অপরাধ ক'রেছি?"

রাজকুমারী কোন উত্তর করিলেন না। রা[illegible] দেখিতে পাইল না—রাজকুমারীর নয়নযুগলে বারি[illegible] ছিল। রাখাল পুনরপি জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি [illegible]কে এখনি এস্থান পরিত্যাগ ক'র্‌তে হবে?"

রাজকুমারী ক্ষীণস্বরে উত্তর করিলেন, "যত শীঘ্র পার, বিলম্বের আবশ্যক নাই!"

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কত কাল পবে আবার আপনার দর্শন লাভেব আকাঙ্ক্ষা ক'র্‌তে পাবি ?"

রাজকুমারা উত্তর করিলেন, "আমাব সঙ্গে আবার তোমার সাক্ষাৎ কর্‌বার কি প্রয়োজন ?"

বিলাসকুমারী বলিলেন, "সংগ্রাম শেষ হ'লে, রাজকুমাবী তোমাকে যবন-বিজয়ের উপহার-স্বরূপ বরমাল্য উপহাব দিবেন !"

অম্বালিকা বলিলেন, "হা সখি ! এই কি তোমার পরিহাসেব সময় ? তবে যাও, বীরবর ! আব এখানে অকারণ অপেক্ষা করিও না !"

রাখাল রাজকুমারীকে অভিবাদন করিয়া, অগ্রসর হইল। অম্বালিকা অঞ্চলে অশ্রুমোচন করিয়া, আবার বলিলেন, "শুন, বীর-যুবক ! তুমি—"

রাখাল ফিরিয়া আসিয়া রাজকুমারীর সম্মুখে দাঁড়াইল।

রাজকুমারী বলিতে লাগিলেন, "তুমি একদিন আমাকে [illegible] হস্ত হ'তে রক্ষা কর্‌বার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত [illegible], তার প্রতিদানস্বরূপ তোমাকে এই অঙ্গুরীয় উপহাব দিলেন।"

অম্বালিকা আপন অঙ্গুলি হইতে হীরকাঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া রাখালের হাতে দিলেন। রাজকুমারীর করে রাখালের করস্পর্শ হইল ! আকস্মিক বসন্তানিল সঞ্চালনে মাধবীলতার ন্যায়, রাজকুমারীর সুদীর্ঘ তনু ঈষৎ কম্পিত হইল ! নিদাঘ-প্রদোষে

মন্দস্রোতাহত মৃণালের ন্যায় ভুজযুগল ঈষৎ কম্পিত হইল! উষাপদ্মের ন্যায় মুখমণ্ডল আরক্তিম হইল! আর সেই সময়ে, কেমন করিয়া জানি না, সহসা একবার—একবার মাত্র, রাজকুমারীর অধর সশব্দে রাখাল সৈনিকের অধর স্পর্শ করিল! রাজকুমারী চমকিয়া তখনি পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। রাখাল বলিল, "রাজনন্দিনি! যদি অনুমতি করেন, একটা অনেক দিনের কথা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিই।"

অম্বালিকা একবার রাখালের দিকে চাহিয়া, আবার ভূতলে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। রাখাল বলিতে লাগিল, "আপনার মনে আছে, অনেক দিন হ'ল, একদিন রাজসমুদ্র-তটে কিংশুকতরুর উচ্চ শাখায় আপনি একটি ফুটন্ত ফুল অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখিয়ে দিয়েছিলেন, আর আমি আপনাকে ব'লেছিলেম,—উচ্চ শাখার ফুল কি কেহ পাড়্‌তে পারে না? আর—"

পশ্চাৎ হইতে কে উচ্চরবে হাস্য করিয়া বলিল, "আর উচ্চ শাখার ফুল যদি আপনা আপনি বোঁটা থেকে খ'সে মাটীতে এসে দাঁড়ায়, তা হ'লে আর গাছে উঠ্‌বার কষ্ট ক'র্‌তে হয় না!"

বিলাসকুমারী বলিলেন, "কালাপাহাড় আবার এ সময় কোথা থেকে এল?"

বিজয়পাল নিকটে আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কালাপাহাড় আজ রাখাল-সৈনিকের সঙ্গে জয়পুর-রাজকুমারীর সচুম্বন অঙ্গুরীয়-বিনিময় দেখে চরিতার্থ হ'য়েছে!"

বিলাসকুমারী অম্বালিকার হাত ধরিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

বিজয়পাল হাসিতে হাসিতে রাখাল-সৈনিকের পিঠ চাপড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি জান্‌তেম, একাধারে বীরত্ব আর রসিকতা কেবল বিজয়পালেরই আছে। কিন্তু তোমার নিকট, দাদা! আমি সকল রকমেই হার মান্‌লেম!"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

——:o:——

কালাপাহাড়ের স্বপ্ন।

রাখাল গিরিদুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ফকিরের নিকট অবস্থান করিতে লাগিল। সংবাদ পাইবামাত্র সেখান হইতে আসিয়া যবন-যুদ্ধে যোগ দিত। দুই মাস পরে একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে অম্বালিকা ও বিলাসকুমারী দুর্গ-সমীপস্থ নদীতীরে দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছিলেন। অম্বালিকা বলিতেছিলেন, "আমাকে ঠিক ক'রে বল, আমরা কোন্ দিন এখান হ'তে নাথদ্বারে যেতে পার্‌ব? আমি এত কষ্টে রাজমহিষীকে সম্মতা ক'র্‌লেম, কিন্তু তুমি অকারণ বিলম্ব ক'র্‌চ। তোমাকে মিনতি করি, সখি! শীঘ্র এখান হতে চল!"

"আর কিছুদিন অপেক্ষা কর। দেখি-না যবন-যুদ্ধের পরিণাম কি হয়।"

"তুমি তো আর যুদ্ধ ক'র্‌বে না, তবে অকারণ এখানে থেকে কি লাভ?"

বিলাসকুমারী হাস্য করিয়া বলিলেন, "তুমি কি মনে কর, নাথদ্বারের মন্দিরে গিয়ে সন্ন্যাসিনী সাজ্‌লেই তোমার সকল দুঃখের অবসান হবে?"

অম্বালিকা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সখি! শুনেছি, সে পবিত্র স্থানে নাকি রাধাশ্যামের পবিত্র প্রেমের স্রোত বহে! সেখানে নাকি শোক-তাপ নাই! সেখানে গেলে শুনেছি, নর-নারী আত্মবিস্মৃত হ'তে পারে!"

বিলাসকুমারী বলিলেন, "ব্যস্ত হইও না, সখি! তোমার সকল সাধ পূর্ণ হবে!—একি! এ কোলাহল কিসের?"

অকস্মাৎ অদূরস্থ দুর্গমধ্যে কোলাহল-শব্দ উত্থিত হইল। সেনাগণের আস্ফালন ও নারীগণের ক্রন্দন-শব্দের সঙ্গে অসির ঝন্-ঝনা রব উঠিল! বিলাসকুমারী বলিলেন, "যবন-সৈন্য দুর্গ আক্রমণ ক'রেছে। চল, রাজকুমারি! আমরাও অইখানে যাই। দেখি, কালাপাহাড় কি প্রকারে আজ আমাদিগকে রক্ষা করে!"

অম্বালিকা বলিলেন, "এ অসমসাহসিকতায় কাজ নাই। যদি যবন-সৈন্য আমাদিগকেও আক্রমণ করে, কে রক্ষা ক'র্‌বে?"

বিলাসকুমারী বলিলেন, "আমি তোমার সঙ্গে আছি। এই ছুরিকা হাতে লও। নারীর হাতে অস্ত্র থাক্‌তে, শত্রু কি ক'র্‌তে পারে?"

বিলাসকুমারী আপন বসনের ভিতর হইতে একখানি তীক্ষ্ণ-ধার ছুরিকা বাহির করিয়া, অম্বালিকার হাতে দিলেন ও তাঁহার হাত ধরিয়া নিঃসঙ্কোচে অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া বলিতে লাগিলেন,"অই দেখ, দুর্গের সৈন্যগণ কোলাহল ক'রে চারিদিকে ধাবমান হ'চ্চে। আর একি! অই দুর্গের দক্ষিণ-পার্শ্বে চেয়ে দেখ, কালাপাহাড় বিনা যুদ্ধে বন্দী হ'য়ে শৃঙ্খলবদ্ধ বন্য-মহিষের মত চীৎকার ক'র্‌ছে!"

বাস্তবিক বিজয়পাল বিনাযুদ্ধে বন্দী হইয়াছিলেন। কেহই জানিত না, অকস্মাৎ আজ যবন আসিয়া দুর্গ আক্রমণ করিবে। সৈন্যগণ সকলেই নিশ্চেষ্ট ও নিশ্চিন্ত ছিল। বিজয়পালও পূর্ণ মাত্রায় অহিফেন সেবন করিয়া, দুর্গের দ্বারদেশে, নিদাঘপ্রদোষের শীতল সমীরণ সেবন করিতে করিতে, নিঃশঙ্ক চিত্তে ও নিমীলিত নেত্রে, পালঙ্কে শয়ন করিয়া,জাগ্রতে সুনিদ্রার সুখভোগ করিতেছিলেন। ক্রমে তাঁহার তন্দ্রা আসিল। বিজয়পাল তন্দ্রাবস্থায়, অহিফেনের অলৌকিক মহিমায়, এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। যেন তিনি দৈববলে জানিতে পারিয়াছেন, যবন-সেনাপতি সৈন্যদল সঙ্গে লইয়া আজ দুর্গ আক্রমণ করিবে। একথা যেন আর কেহই জানে না। কিন্তু যে নিরূপিত সময়ে যবন-সৈন্য আসিবে, তাহাও তিনি জানিতে পারিয়াছেন। তাই তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছেন যে, অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শনে সকলকে, বিশেষতঃ নারীগণকে বিস্মিত করিবেন। যেন নিরূপিত সময়ে যবন-সৈন্যগণ পর্ব্বতের অধিত্যকায় দেখা দিল। তখন তিনি রমণীগণের নিকটে গিয়া, বাহু আন্দোলন করিয়া যেন বলিতে লাগিলেন, "আজ তোমরা দেখ্‌তে পাবে, কালাপাহাড় কত বড় যোদ্ধা! সেদিন দৈবক্রমে রাখালের নিকট পরাস্ত হ'য়েছিলেম ব'লে, আমাকে বড় উপহাস ক'রেছিলে; কিন্তু আজ দেখ্‌তে পাবে, আমি একাকী হাজার যবন-সেনা বধ ক'র্‌ব।" যেন রমণীগণ হাস্য করিয়া বলিল, "একাকী এত শত্রুকে কেমন ক'রে বধ ক'র্‌বে? আফিমের নেশায় তো স্বপ্ন দেখ নাই?" যেন

তিনি সদর্পে বুক চাপড়াইয়া বলিলেন, "এখনি দেখ্‌তে পাবে! অই পর্ব্বতের নীচে চেয়ে দেখ, কত যবন পর্ব্বত আরোহণ ক'র্‌চে।" যেন অম্বালিকা বলিলেন, "এত লোকের সঙ্গে একাকী যুদ্ধ করা কালাপাহাড়ের কাজ নয়। অই রাখাল-সৈনিককে সঙ্গে ল'য়ে যুদ্ধে যাও।" যেন তিনি অম্বালিকার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া হাস্য করিয়া বলিলেন, "কালাপাহাড় আর নারীর ছলনায় ভুল্‌বে না। এবার দেখা যাবে, কে জয়মাল্য উপহার পায়!" এই বলিয়া যেন তিনি তরবারি হাতে লইয়া, দুর্গে আরোহণ করিবার পথে গিয়া, বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইলেন। মনে মনে ভাবিলেন, এ সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া একেবারে কত যবন পর্ব্বত আরোহণ করিবে? সৈন্যগণ যেমন এক এক জন করিয়া উপরে উঠিবে, তিনি বৃক্ষের অন্তরাল হইতে তাহাদিগের মস্তক ছেদন করিবেন!

এই সময়ে যদি বিজয়পালের অহিফেনের নেশার সুখনিদ্রা ভাঙ্গিয়া যাইত, তিনি জানিতে পারিতেন যে, তাঁহার স্বপ্ন নিতান্ত অলীক নহে। বাস্তবিক চারিজন যবন নিঃশব্দে, ধীরে ধীরে তাঁহার পালঙ্কের নিকটে আসিয়া, তাঁহার অচেতন, স্পন্দনরহিত, বৃহৎ বপু নিরীক্ষণ করিয়া, পরস্পরের প্রতি ইঙ্গিত করিল। এক-জন পালঙ্কের উপর হইতে তাঁহার তরবারি উঠাইয়া লইল ও তাঁহার পদদ্বয় লৌহশৃঙ্খলে পালঙ্কের সঙ্গে বাঁধিল। অপর একজন তাঁহার দুই হাত একত্র করিয়া অতি সাবধানে শৃঙ্খল-যুক্ত করিল ও তাঁহার গলদেশে শৃঙ্খল বাঁধিয়া পালঙ্কের চারিপার্শ্বে

সংযুক্ত করিল। বিজয়পাল পূর্ব্বের মত স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন, যেন একজন যবন তাঁহার পার্শ্বদেশ দিয়া পর্ব্বত আরোহণ করিল। তিনি যেন তাঁহার মস্তক ছেদন করিবার জন্য তরবারি উঠাইতে গেলেন।—কিন্তু একি! তরবারি কোথায়? তাঁহার হাত যে শূন্য! বাহু যে উঠাইতে পারেন না! ক্রমে যেন দুই জন, চারি জন, দশ জন যবন, দুর্গের দিকে ধাবমান হইল! কি করিবেন? দৌড়িয়া, সম্মুখে গিয়া, ইহাদের গতিরোধ করিবেন? এ আবার কি? পা যে চলে না! পায়ে নিগড় পরাইল কে? গলায় এ কি বাঁধা? বুকের উপর এ গুরুভার কিসের? বিজয়পালের নিদ্রা ভাঙ্গিল। নারীগণের আর্ত্তনাদ ও সৈন্যগণের কোলাহল তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি রক্তবর্ণ চক্ষে চাহিয়া দেখিলেন, দুর্গের চারিপার্শ্বে যবন-সৈন্য, আর তাঁহার শিয়রে চারিজন যবন দাড়াইয়া হাস্য করিতেছে!

"আমার তরবারি কোথায়?"—বলিয়া, তিনি উঠিবার চেষ্টা করিলেন।

একজন হাসিতে হাসিতে বলিল, "চুপ ক'রে শুয়ে থাক্, কাফের! তোর সর্ব্বাঙ্গে শিকল বাধা!"

ক্রোধে, বিস্ময়ে, বিজয়পাল চীৎকার করিয়া বলিলেন, "হাঁ যবন! আমার সঙ্গে ছলনা? তরবারি হাতে দিয়ে আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর্।"

"তোর যুদ্ধের সাধ এখনি মিট্‌বে!"—বলিয়া, একজন তাঁহাকে প্রহার করিবার জন্য তরবারি উঠাইল।

অপর একজন তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "নিরস্ত্র বীরকে মারিও না। যদি মার্‌তে চাও, শৃঙ্খল খুলে দিয়ে, ওর হাতে তরবারি দিয়ে, যুদ্ধ কর। শুন, কাফের-বীর! আমরা দয়া ক'রে এখনও তোমার জীবন রক্ষা ক'রেছি। অনর্থক চীৎকার করিও না।"

"পাপিষ্ঠ যবন! আমি তোর দয়া চাই না। তরবারি দিয়ে আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর্। আর যদি আমার সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌তে এতই ভয় হয়, আমার তরবারি ফিরিয়ে দিয়ে, যেখানে নারীগণ ক্রন্দন ক'র্‌চে, একবার অইখানে যেতে দে!"

"আবার ব'ল্‌চি, চীৎকার করিও না! নহিলে প্রাণ হারাবে।"

বিজয়পাল উন্মত্তের মত দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া বলিলেন, "যবন বলে কি? এরা পাগল নাকি? যুদ্ধ করিও না, যবনকে যমালয়ে পাঠাইও না—আবার চীৎকারও করিও না! হাঁরে যবন! তবে কি তোদের ইচ্ছা, শিকল-বাঁধা হয়ে এইখানে এমনি ক'রে প'ড়ে থাক্‌ব? শোন্, কাপুরুষ! যতক্ষণ না শৃঙ্খল খুলে দিবি, আমি উচ্চ চীৎকারে পাহাড় বিদীর্ণ ক'র্‌ব!"

যবন চারিজন হাস্য করিতে লাগিল। বিজয়পাল উচ্চৈঃস্বরে আপন সৈন্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমরা শীঘ্র এসে আমাকে শৃঙ্খল-মুক্ত কর! যবন-দলকে যমালয়ে পাঠিয়ে এ অপমানের প্রতিশোধ লই!"

কেহই শুনিতে পাইল না, কেহই নিকটে আসিল না। কালাপাহাড়ের পাহাড়ভেদী চীৎকার, যুদ্ধের কোলাহলে,

নারীগণের আর্ত্তনাদে ও যবন চারিজনের উচ্চ হাস্যে, বিলীন হইতে লাগিল।

অম্বালিকা বলিলেন, "চল, সখি! আর এখানে বিলম্ব করা উচিত নহে। অই দেখ, একজন যবন এইদিকে আস্‌চে!"

"যবন নহে, সখি!—যবনবেশী হিন্দু!"

যবনবেশী হিন্দু তাঁহাদের নিকটে আসিল। অম্বালিকার হাত হইতে ছুরিকা ভুতলে পড়িয়া গেল। তিনি শিহরিয়া দেখিলেন, যবনবেশী হিন্দু—যশল্মীর-রাজকুমার কেশরীসিংহ!

কেশরীসিংহ বলিলেন,"এখনও, রাজনন্দিনি! আমার প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ কর; এখনও তোমাকে যবনের হাত হ'তে রক্ষা ক'রে, আমার ভীষণ পাপ অভিসন্ধি পরিত্যাগ করি!"

বিলাসকুমারী চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনিই যবন-দলকে সঙ্গে ল'য়ে এসেচেন?"

কেশরীসিংহ বিকট হাস্য করিয়া বলিলেন,"অম্বর-রাজকুমারকে জিজ্ঞাসা কর। আমার এ পৈশাচিক প্রতিজ্ঞা অনেক দিন পূর্ব্বে আমি রাজকুমারীর নিকট প্রকাশ ক'রেছিলেম!"

অম্বালিকা বলিলেন, "আর এখনও তোমার আশা আছে, অম্বর-রাজকুমারী তোমার মত পিশাচের সঙ্গে পরিণীতা হবে?"

"তবে আমার পৈশাচিক ব্রত সম্পূর্ণ হউক! হোসেন আলি! খোদাদাদ্‌! পীরবক্স! তোমরা যে রমণীর অন্বেষণ ক'রুচ, সে এইখানে! শিবিকা-বাহকগণকে সঙ্গে ল'য়ে শীঘ্র এইখানে এস!"

বহুসংখ্যক মুসলমান দৌড়িয়া আসিয়া রাজকুমারীকে বেষ্টন করিল। কেশরীসিংহ সেই রাক্ষস-দল-বেষ্টিতা সুরসুন্দরীর অপার্থিব দেবী-মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া, সৈন্যগণকে বলিলেন, "আমি যা প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলেম, তা পূর্ণ ক'র্‌লেম। এ রমণী পলায়ন না করে, সে ভার তোমাদের উপর। আমি এখন তোমাদের নবাবের নিকটে গিয়ে তাঁকে এ সংবাদ দিই।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

শয়তানী।

পর্ব্বতের নীচে, দুর্গ হইতে দুই ক্রোশ দূরে, একটী নির্জ্জন পথে কয়েক জন বাহক একখানি শিবিকা লইয়া যাইতেছিল। শিবিকার সঙ্গে কয়েকজন পদাতিক ও একজন অশ্বারোহী। অশ্বারোহী, পাঠকের পূর্ব্ব-পরিচিত পীরবক্স। শিবিকার ভিতর অম্বালিকা ও বিলাসকুমারী। এখনও রাত্রি অধিক হয় নাই। কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমীর জ্যোৎস্না সবে মাত্র দেখা দিতেছিল।

বিলাসকুমারী শিবিকার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া পীরবক্সকে বলিতেছিলেন, "খাঁ সাহেব! আমি আপন ইচ্ছায় তোমার সঙ্গে এলেম দেখে, হয়তো তুমি মনে মনে কতই সন্দেহ ক'র্‌চ। হয়তো তুমি ভাব্‌চ, আমার মনের ভিতর কোন একটা বিশেষ অভিসন্ধি আছে। অথবা তোমার মনে হ'চ্চে, আমি কুলটা রমণী, তাই কুল ত্যাগ করে পলায়ন ক'র্‌চি! কিন্তু, একবার দেখেই নারীর প্রেম-লালসা এতই বলবতী হয় যে, তখনি আপনার প্রেমিককে মন-প্রাণ সমর্পণ করে,—এ কথা বোধ হয় পূর্ব্বে তুমি জানতে না!"

পীরবক্স গদ্‌গদভাবে উত্তর করিল, "বিবিজান্! নারীর প্রেম যে কি জিনিস, তা আমি বিলক্ষণ জানি। একে আমাদের কোরাণ-শেরিফে ইষ্‌ক্ বলে। তোমাকে অধিক কি ব'ল্‌ব, বিবি-জান্! আমার মগজের ভিতর, আমার জানের মধ্যে, আমার হাড়ে হাড়ে ইষ্‌ক্! এই ইষ্‌কের জ্বালায়—"

বিলাস। তোমার ক'জন বিবি, খাঁ সাহেব?

পীর। মোটে তিন জন বই নয়। কিন্তু সে জন্য তোমার কোন ভাবনা নাই। তারা সকলেই তোমার দাসী হ'য়ে থাক্‌বে। তোমার পদসেবা ক'র্‌বে, তোমার চুল বেঁধে দিবে, তোমার রাঙ্গা পায়ে মেদি মাখিয়ে দিবে। সকল রকমে তোমার খিদ্‌মত্ ক'র্‌বে।

বিলাস। তারা গোস্ত খায়, পেঁয়াজ-রসুন খায়, তাদের সঙ্গে কি আমি পেরে উঠ্‌ব? তবে তোমার নেক্-নজর থাক্‌লে আমার ভয় থাক্‌বে না! তা আমাদের নিকা কবে হবে?

পীর। কাল সকাল বেলাই নবাব-সাহেবের তাঁবুতে পৌঁছে, তোমার সঙ্গিনীকে তাঁর হাতে সমর্পণ ক'রে, তোমাকে মস্‌জিদে নিয়ে কল্‌মা পড়াব।

বিলাস। নবাব-সাহেবের তাঁবু কোথায়? আমরা কতক্ষণে সেখানে পৌঁছিব?

পীর। বড় অধিক দূর নয়। এখান হ'তে উত্তর দিকে পালি নামে একটী গ্রাম আছে। নবাব-সাহেব এখন সেইখানেই আছেন।

বিলাস। আর যদি দুর্গের সৈন্যগণ পথিমধ্যে আমাদিগকে আক্রমণ ক'রে, আমাকে তোমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে যায় ?

পীর। বিবিজান্! এখন আর তার কোন আশঙ্কা নাই। পাছে দুর্গের সেনাগণ আমাদের পিছনে এসে ঘেরাও করে, সেই ভয়ে সোজা পথে না গিয়ে, অন্য সৈন্যগণকে সেই পথে পাঠিয়ে, আমরা জঙ্গল ও পাহাড়ের ভিতর দিয়ে যাচ্চি।

বিলাস। তোমাদের নবাব-সাহেবের নাম কি ?

পীর। নবাব আফজুল খাঁ।

অকস্মাৎ বিলাসকুমারীর মুখমণ্ডল রক্তিমবর্ণ হইল। তিনি কিয়ৎক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া বলিলেন, "খাঁ সাহেব! আমার বড় পিপাসা পেয়েছে। এখানে কি কোথাও একটু জল পাওয়া যায় না ?"

পীরবক্স বলিল, "আমি এখনি তোমাকে পানি এনে দিচ্চি। আর যদি কিছু খেতে ইচ্ছা হয় তো আমার সঙ্গে কাবাব আছে।"

"রাম! রাম! নেড়েটা বলে কি ?"

পীরবক্স একটু সন্দিগ্ধ হইয়া বলিল, "একি কথা! তোমার সঙ্গে আমার নিকা হবে, তাতে কি এখনও সন্দেহ আছে নাকি ?"

"এখনও তো তোমার সঙ্গে আমার নিকা হয় নাই! নিকার পূর্ব্বে আমি নেড়ের হাতের জল কেমন ক'রে খেতে পারি ? কাল সকালে যখন তুমি আমাকে কল্মা পড়িয়ে নিকা ক'র্‌বে, তখন তুমি আমাকে যা ব'ল্‌বে, তাই আমাকে ক'র্‌তে হবে। কিন্তু—"

"না বিবিজান্—আর ব'ল্‌তে হবে না! আমারই ভুল হ'য়েছিল! কিন্তু এখানে তো কোন হিন্দু নাই, কে তোমাকে জল এনে দেবে?"

"অইযে সম্মুখে একটী পুষ্করিণী দেখা যাচ্ছে, তুমি অইখানে আমাকে সঙ্গে নিয়ে জল খাইয়ে আন।"

বিলাসকুমারী অম্বালিকার কানে কানে কি বলিলেন। পীরবক্স, বাহক ও প্রহরিগণকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া, বিলাস-কুমারীর সঙ্গে সরোবরের নিকটে গেল।

প্রকৃতি স্থির, গম্ভীর ও নীরব। যেন অবনী, আকাশ ও সরো-বর, আজি এ নির্জ্জন স্থানে কদাকার প্রেতরূপী পীরবক্সের সঙ্গে রমণীকুলরাজ্ঞী বিলাসকুমারীকে দেখিয়া, আজিকার এ অপ্রাকৃ-তিক দৃশ্যে বিস্মিত ও বাক্‌শূন্য হইয়া, চিত্রার্পিতের ন্যায় চাহিয়া রহিয়াছে! যেন চাঁদ ও কুমুদ উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া হাস্য করিতেছে! যেন কমলদল, ঘৃণায় ও লজ্জায় মুখ অবনত করিয়া, ঘোমটার ভিতর হইতে অবাক্ হইয়া চাহিয়া দেখিতেছে!

বিলাসকুমারী বলিলেন, "হাতে কেমন ক'রে জল খাব? আমাকে একটা পদ্মফুলের পাতা তুলে এনে দাও। বোধ হয়, ওখানে জল অধিক নয়।"

পীরবক্স বলিল, "জল অধিক হয় তো আমি সাঁতার দিয়ে দিয়ে ওখানে যাব!—জলে, আগুনে, পাতালে আশ্‌মানে, যেখানে হুকুম কর, বিবিজান! তোমার জন্য এ গোলাম কোথাও যেতে অসম্মত নয়!"

বিলাসকুমারী বলিলেন, "না, তোমাকে ঘোড়া থেকে নামতে হবে না। আমি তোমার ঘোড়ার লাগাম ধ'র্‌চি, তুমি আস্তে আস্তে পাতাটা ছিঁড়ে নেও ; আর অই যে আধ্-ফোটা পদ্মফুলটী লজ্জায় মুখ নীচু ক'রে র'য়েছে, উটিও আমাকে তুলে দিও। কিন্তু দেখিও, যেন কমল তুল্‌তে গিয়ে তোমার কোমল হাতে কাঁটা না ফোটে !"

বিলাসকুমারী ঘোড়ার লাগাম ধরিলেন। পীরবক্স একবার সপ্রেম-কটাক্ষে বিবিজানের মুখের দিকে চাহিয়া, হেঁট হইয়া পদ্মফুল তুলিয়া লইল। তারপর পাতা ছিঁড়িবার জন্য আরও হেঁট হইল। বিলাসকুমারী, পীরবক্সের অবনত গ্রীবা লক্ষ্য করিয়া, সজোরে পদাঘাত করিলেন। গভীর জলে গম্ভীর শব্দে পড়িয়া গিয়া, পীরবক্স চীৎকার করিল, "হা শয়তানি !"

নিমেষমধ্যে বিলাসকুমারী পীর্‌বক্সের অশ্বে আরোহণ করিয়া, দ্রুতগতিতে দুর্গের অভিমুখে অশ্বচালনা করিলেন।

যেখান হইতে বিলাসকুমারী ইতিপূর্ব্বে একবার রাখালকে সঙ্গে লইয়া পর্ব্বত আরোহণ করিয়াছিলেন, সেইখানে গিয়া তিনি অশ্বের গতি সংযত করিলেন। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, এইখানে শাল্মলীতরুর উপর তাঁহার পুরুষবেশ ছিল। বিলাস-কুমারী পুরুষবেশ ধারণ করিয়া, পুনরপি অশ্বারোহণ করিয়া চলিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, সেই পার্ব্বতীয় পথে শোণিতধারা, ও স্থানে স্থানে যবনের মৃতদেহ ও ছিন্নমুণ্ড ! ক্রমে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, বহুসংখ্যক শবদেহ তাঁহার

অশ্বের গতিরোধ করিতে লাগিল। সম্মুখে একস্থানে স্তূপাকার নর-শরীর! এত যবন কে মারিল?—আর একি! সেই প্রাণহীন স্পন্দহীন নরদেহ-রাশির মধ্যস্থলে সেই দেবকান্তি মুসলমান ফকির! ইনি শবদেহসমূহের মধ্যে একাকী বসিয়া কেন? বিলাসকুমারী মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় নিস্পন্দ-নয়নে দেখিতে লাগিলেন, ফকির একটী অচেতন দেহ ক্রোড়ে লইয়া কি ঔষধ প্রলেপ করিতেছেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই সেই স্পন্দহীন নিশ্চল দেহ (শব কি না, জানি না!) চৈতন্য লাভ করিয়া নয়ন উন্মীলন করিল। ফকির তাহার অর্দ্ধনিমীলিত লোচন-যুগলের সম্মুখে বারংবার আপন তর্জ্জনি সঞ্চালন করিয়া, অতি উচ্চ রবে ও মধুর কণ্ঠে, সেই নির্জ্জন পার্ব্বত্য-দেশ প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিলেন, "উঠ, বৎস! তুমি জীবিত ও জাগ্রত!"

সেই অমৃতময় কণ্ঠস্বরে যেন চেতনা লাভ করিয়া, অচেতন দেহ সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইল। বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! এতো রাখাল-সৈনিক!

রাখাল বলিল, "বুঝেছি, দেব! এ দীনজনের পরমায়ু যবন-যুদ্ধে শেষ হ'য়েছে জান্‌তে পেরে, আপনি এসে আবার আমাকে জীবন দান ক'র্‌লেন।"

ফকির উত্তর করিলেন, "বৎস! মনুষ্যের কি সাধ্য, মৃতদেহে জীবন সঞ্চারিত করে? আমি তোমাকে গাঢ় নিদ্রা হ'তে উত্থিত ক'রেছি মাত্র। তুমি দুর্গ আক্রমণের সংবাদ পেয়ে, আমার নিষেধ সত্বেও একাকী ধাবমান হ'লে দেখে আমার মনে নানা

সংশয় উপস্থিত হ'ল। তাই তোমার অনুসরণে এখানে এসে দেখ্‌লেম, মৃতদেহ-সমূহের মধ্যে তুমিও অচেতন অবস্থায় শয়ান।"

রাখাল বলিল, "যদি দয়া ক'রে এ অকিঞ্চিৎকর জীবন রক্ষা ক'র্‌লেন, ইহা হতে কোন উদ্দেশ্য সাধিত হউক। শীঘ্র বলুন, দস্যুগণ শিবিকা কোন দিকে ল'য়ে গিয়েছে?"

"আমি শিবিকা দেখি নাই।"

রাখাল ক্ষোভে ও ক্রোধে অধর দংশন করিয়া বলিলেন, "তবে আমাকে কে ব'লে দেবে, রাক্ষসগণ সুরসুন্দরী অম্বালিকাকে কোথায়, কোন্ দিকে ল'য়ে গিয়েছে?"

বিলাসকুমারী অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া বলিলেন, "আমি ব'ল্‌তে পারি, রাক্ষসগণ অম্বালিকাকে কোথায় ল'য়ে গিয়েছে! আমি গুরুদেবের আশীর্ব্বাদে সমস্ত সংবাদ অবগত হ'য়ে, কৌশলক্রমে মুক্তিলাভ ক'রে, দুর্গ মধ্যে সংবাদ দিতে যাচ্ছিলেম।"

রাখাল উল্লাসে ও বিস্ময়ে, বিলাসকুমারীর মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "তবে চলুন, দেবি! আমাকে আর একবার যবন-সমরে পথপ্রদর্শন করুন!"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

কেশরী ও শৃগাল

পীরবক্স জল হইতে উঠিয়া দেখিল, তাহার ঘোড়া ও বিবি-জান্ উভয়েই অদৃশ্য হইয়াছে ! নিরাশ প্রেমিক, প্রাণের ও গ্রীবার বেদনায় দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, সেই অশ্ববাহিনী শয়তানীর উদ্দেশে নানা মধুর সম্ভাষণ করিয়া, শিবিকার নিকটে আসিল, ও আপন অনুচরগণকে বলিল, "তোমরা যত শীঘ্র পার এই কাফের-সুন্দরীকে ল'য়ে নবাব-সাহেবের তাঁবুতে উপস্থিত হও। নহিলে সে শয়তানী আবার যে আমাদের কি দুর্দ্দশা ঘটাবে, তা খোদাই জানেন ! হায় ! হায় ! এমন শয়তানী আমি তো স্বপ্নেও দেখি নাই !"

রজনী প্রভাত হইল। শিবিকা মুসলমান-শিবিরের সম্মুখে উপস্থিত হইল। অম্বালিকা ভাবিতে লাগিলেন, এখন কি করিবেন ? বিলাসকুমারী শিবিকা হইতে পীরবক্সের সঙ্গে সরোবর-তীরে যাইবার সময়ে বলিয়া গিয়াছিলেন যে, অতি শীঘ্র দুর্গ মধ্যে সংবাদ দিয়া পথিমধ্যেই তাঁহার উদ্ধার-সাধন করিবেন। কিন্তু কই ? এখনও তো কাহারও দেখা নাই ! তবে প্রাণ বিসর্জ্জন বই আর কোন উপায় নাই ! তিনি ছুরিকা হাতে লইয়া

করজোড়ে ঊর্দ্ধ-নয়নে বলিলেন, "পরমেশ্বর! শুনেছি, আত্মহত্যা মহাপাপ। কিন্তু, নাথ! যবনের হাত হ'তে পরিত্রাণ লাভ কর্‌বার তো আর কোন উপায় নাই!"

কে সশব্দে শিবিকার দ্বার উন্মুক্ত করিল। অম্বালিকা শিহরিয়া দেখিলেন,—কেশরীসিংহের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, একজন বিকটাকার যবন হাস্য করিতেছে!

কেশরী উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "যবন-সেনাপতে! সত্য সত্যই কি বিধাতা এ কনক-পারিজাত নরকে নিক্ষিপ্ত হবার জন্য সৃষ্টি ক'রেছিলেন?"

যবন-সেনাপতি আফ্‌জুল খাঁ, কেশরীসিংহের কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া, উত্তর করিলেন, "সত্য সত্যই আমি আপনার নিকট চিরঋণে বদ্ধ হ'লেম। আমি বাদ্‌শাহের নিকটে আপনাকে পুরস্কার—"

কেশরীসিংহ বিকট হাস্য করিয়া বলিলেন, "পুরস্কার! যবন-সেনাপতে! তবে আমাকে এখনি, এই খানেই, এই সুরসুন্দরীর সম্মুখে পুরস্কার দাও! তোমার শিবিরে আজ এখানে কত সৈন্য আছে?"

"দুই শত মাত্র। অবশিষ্ট সেনাগণ আপনার সঙ্গে গিরিদুর্গ আক্রমণ কর্‌বার জন্য পাঠিয়েছিলেম। তারা এখনও ফিরে আসে নাই। আপনি এ কথা কেন জিজ্ঞাসা ক'র্‌চেন?"

"আফজুল খাঁ! দুই শত শৃগালের সঙ্গে একক কেশরীর যুদ্ধ তুমি কখন দেখেছ?"

"না। আপনার কথা আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না!"

কেশরীসিংহ তরবারি কোষমুক্ত করিয়া একহস্তে বজ্রমুষ্টিতে ধারণ করিলেন, ও অপর হস্তে আফজুল খাঁর গ্রীবা ধারণ করিয়া ক্ষুধার্ত্ত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "আয়রে, শৃগাল-গণ! আজ তোরা সকলে একবার একত্র হ'য়ে কেশরীর বল পরীক্ষা কর্‌। নতুবা এই দ্যাখ্‌, কেশরী তোদের সেনাপতির বক্ষ বিদীর্ণ করে!"

কেশরীসিংহকে আক্রমণ করিবার জন্য চারিদিক হইতে যবন-সেনা দৌড়িল। কেশরীসিংহ তখন আফ্‌জুল খাঁর গ্রীবা ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সুরসুন্দরি অম্বালিকে! একদিন তোমাকে দেখে উন্মত্ত হ'য়েছিলেম। ক্ষত্রিয়-বীরের যাবতীয় ধর্ম্ম তোমার রূপের অনলে নিক্ষেপ ক'রে ভস্মীভূত ক'রেছিলেম, কিন্তু আজ যে ভীষণ অনুতাপানলে হৃদয় দগ্ধ হ'চ্চে, তার শান্তির জন্য এই দেখ, শৃগালদলের নখাঘাতে প্রাণ ত্যাগ ক'রে, কেশরী তার পৈশাচিক ব্রতের প্রায়শ্চিত্ত-বিধান করে।"

দুই শত মুসলমান-সেনার দুই শত তরবারির মধ্যে একক রাজপুত-বীরের একমাত্র তরবারি, ভীম বলে, ভীষণ রবে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। মৃতদেহের উপর মৃতদেহ পড়িতে লাগিল, ছিন্ন মুণ্ডের পর ছিন্ন মুণ্ড নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, তবুও সংগ্রামের বিরাম নাই! ক্ষত্রিয়-যুবরাজের ঘূর্ণায়মান অসির বিশ্রাম নাই! বুঝি আজ একক কেশরী, যাবতীয় শৃগালদলের সংহার-সাধন না করিয়া নিরস্ত হইবে না!

অকস্মাৎ অদূরে হিন্দুসেনার "মার্ মার্" শব্দ উত্থিত হইল। কেশরীসিংহ দেখিলেন, বিজয়পাল ও রাখাল-সৈনিক, গিরিদুর্গের সেনাগণ সঙ্গে, সমর-প্রাঙ্গণের দিকে ধাবমান হইতেছে! তিনি উচ্চৈঃস্বরে, বিকৃত কণ্ঠে বলিলেন, "তোমরা দূরে দাঁড়াও! কেশরীকে একাকী এই অবশিষ্ট শৃগালগণের সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌তে দাও।"

বিজয়পাল উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, "কার সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌বে? তোমার শৃগালগণ সব অই দেখ, পলায়ন ক'র্‌ছে! হায়! হায়! মনে আজ বড় আশা করেছিলেম, শিকল-বাঁধার শোধ নেব। কিন্তু পলাতক শত্রুর প্রাণ বধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মনিষিদ্ধ।"

কেশরীসিংহ দেখিলেন, মুসলমান-সেনাগণ যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতেছে! ক্রোধে ও ক্ষোভে গর্জ্জন করিয়া, কেশরী-সিংহ উত্তর করিলেন, "পলাতক শত্রুর প্রাণবধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম-নিষিদ্ধ।" তিনি আপন তরবারি দূরে নিক্ষেপ করিলেন, ও রিক্তহস্তে পলাতক সেনাগণের সম্মুখে দৌড়িয়া গিয়া, উভয় বাহু উত্তোলন করিয়া, তাহাদের গতিরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দক্ষিণ বাহু ছিন্ন হইয়া ভূমিতলে পড়িল। কেশরী, পলাতক শৃগালগণের সম্মুখে গিয়া, বামহস্ত তুলিয়া, পুনরপি তাহাদের গতিরোধে প্রবৃত্ত হইলেন। বামহস্তও দ্বিখণ্ড হইয়া ভূতলে পড়িল। কিন্তু কেশরী শৃগাল-যুদ্ধে নিরস্ত হইলেন না। তিনি দ্রুতপদে সম্মুখীন হইয়া, তাহাদিগকে পদাঘাত করিতে লাগি-লেন। নিমেষ-মধ্যে ছিন্নগ্রীব কেশরীসিংহের সুকুমার বীরদেহ

বসুমতী-ক্রোড়ে লুটাইল। কেশরীর শৃগাল-যুদ্ধ শেষ হইল। রাজ-পুত-যুবরাজের ভীষণ পাপের ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হইল। হিন্দু-বীর সম্মুখ সমরে, অরাতি-তরবারে, নশ্বর নরদেহ বিসর্জ্জন দিয়া, অনন্তধামে চলিয়া গেলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

কাফের-নারী।

আফজুল খাঁ বহুদূরে পলায়ন করিয়া একবার পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, একজন মাত্র অশ্বারোহী তাঁহার অনুসরণ করিতেছে। খাঁ সাহেব মনে করিলেন, আর একবার প্রাণপণে দৌড়িয়া আপন অমূল্য জীবন রক্ষা করেন। কিন্তু অশ্বারোহীর মুখ দেখিয়া তাঁহার মনে একটু ভরসা হইল। দেখিলেন, সে বালক মাত্র। একজন বালকের সঙ্গে যুদ্ধে কোন বিশেষ আশঙ্কার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু বালকের সাহায্যে অন্যদিক হইতে তো আর কেহ আসিয়া পড়িবে না! খাঁ সাহেব চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই। দেখিতে দেখিতে বালক নিকটে আসিল। আফ্‌জুল খাঁ বলিলেন, "কাফের-বালক! অকারণ কেন আমার হাতে প্রাণ হারাতে এলি?"

কাফের-বালক উত্তর করিল, "বালক নহি, মূর্খ! ভাল ক'রে চেয়ে দ্যাখ্—আমি নারী। পলায়ন ত্যাগ ক'রে, আজ একবার কাফের-নারীর সঙ্গে যুদ্ধ কর্।"

সভয়ে, সন্দিহান মনে, আফ্‌জুল খাঁ, কাফের-বালকের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। কাফের-বালক পাগড়ি ফেলিয়া দিল।

কালো মেঘের মধ্যে পূর্ণিমার চাঁদের মত, চঞ্চল চিকুর-দামের ভিতর, কামিনীর কমনীয় বদন দেখা দিল। বিলাসকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "দানব-সেনাপতে! এখন চিন্‌তে পেরেছ, আমি কে?"

সভয়ে, সবিস্ময়ে, সেই ভুবনমোহিনী সুরেশ্বরীরূপিণী মুখকান্তি নিরীক্ষণ করিয়া, দানব-সেনাপতি ম্লান মুখে, বিকৃত কণ্ঠে, উত্তর করিল, "বিক্রমসিংহের দুহিতা!"

বিলাসকুমারী, এক হাতে আফজ়ল খাঁর কেশাকর্ষণ করিয়া, অপর হাতে তরবারি ঊর্দ্ধে উঠাইয়া, বলিলেন, "বিক্রমসিংহের দুহিতা আজ পিতৃহন্তার শোণিতে পরলোকগত পিতৃদেবের তর্পণ ক'র্‌বে। সাধ্য থাকে, আত্মরক্ষা কর্‌।"

আফজ়ল খাঁ কম্পিত করে, বিলাসকুমারীর গ্রীবা লক্ষ্য করিয়া, তরবারি সঞ্চালন করিল। কিন্তু ম্লেচ্ছ-সেনাপতির তরবারি সে সুরেশ্বরী-গ্রীবা স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই, তাহার ছিন্ন-মস্তক বিলাসকুমারীর বাম করে বিলম্বিত হইল। মুহূর্ত্ত পরে আজিকার কেশরী ও শৃগালের অপূর্ব্ব রঙ্গভূমে, সমবেত হিন্দু-যোদ্ধৃগণ দেখিল,—সম্মুখে, অশ্বপৃষ্ঠে, নিশুম্ভনাশিনী সিংহবাহিনীর ন্যায়, দৈত্যরুধিরলোহিত ভীম কৃপাণ ও দানবের ভীষণ ছিন্ন-মুণ্ড হস্তে, শোণিতাক্তকলেবরা, আলুলায়িতকুন্তলা রমণী-মূর্ত্তি!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

চির-সন্ন্যাস।

পর দিন প্রভাতে বিজয়পাল, অম্বালিকা ও বিলাসকুমারীকে সঙ্গে লইয়া, সেনাগণ সঙ্গে মাতৃমন্দিরে ফিরিয়া আসিলেন। রাখাল-সৈনিকের অতুলনীয় বীরত্ব-কাহিনী সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইল। আজ গিরিদুর্গ মধ্যে এই অজাতশ্মশ্রু তরুণ সৈনিকের কথা বই অন্য কোনও কথা নাই। সে কে, কোথা হইতে আসিয়াছে, এই বিষয়ের মীমাংসার জন্য বড়ই হুলস্থূল পড়িয়া গেল। অনেক লোক এক সঙ্গে বসিয়া, স্তূপাকার মাদক দ্রব্য সম্মুখে রাখিয়া, সিদ্ধি ও অহিফেনের অপার্থিব আস্বাদনে দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়া, এ কূট প্রশ্নের সমস্যাসাধনে প্রবৃত্ত হইল।

একজন বলিল, "সে পূর্ব্বজন্মে কোন সুবিখ্যাত রাজবংশে জন্মগ্রহণ ক'রেছিল,—একজন ব্রাহ্মণের অভিশাপে এবার এরূপ হীনবংশে জ'ন্মেছে।"

আর একজন বলিল, "না--না, তোমাদের এই বড় দোষ! না জেনে শুনে, নেশার ঝোঁকে যা মনে আসে, তাই ব'লে ফ্যাল! যদি তাহার সত্য পরিচয় শুন্‌তে চাও, আমার কথা শুন। যে দিন সে কুমার বিজয়পালকে হারিয়ে দিয়ে, নিশান হাতে মন্দি-

রের চূড়া থেকে নেমে আসে, সেই দিনই আমি তার পরিচয় জান্‌তে পেরেছি। সে মানুষ নয়, ভূতের ছেলে! ছদ্মবেশে এসে রাখালের ছেলে ব'লে'পরিচয় দিয়েছে!"

একজন বৃদ্ধ মাড়ওয়ারী দাড়ী চুম্‌রাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "তোমরা বালক! কিছুই বুঝ্‌তে পারনা। আমি বৃদ্ধ ফকিরকে জিজ্ঞাসা ক'রে এর ঠিক পরিচয় জান্‌তে পেরেছি। ফকির এক দিন স্বর্গধামে ইন্দ্রের নিকটে গিয়ে, আরঙ্গশাকে বধ কর্‌বার জন্য তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইন্দ্রদেব স্বয়ং বৈকুণ্ঠ-ধাম হ'তে এই বালককে ম্লেচ্ছ বধের জন্য ফকিরের সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এ মানুষ নয়—দেবকুমার!"

বিলাসকুমারী মুগ্ধা রমণীমণ্ডলীকে সমবেত করিয়া, রাখাল-সৈনিকের বীরত্ব কাহিনী সকল একে একে বিবৃত করিতে লাগিলেন। একজন বীরের একমাত্র তরবারিপ্রহারে শত শত ম্লেচ্ছমুণ্ড ধরণীতলে লুণ্ঠিত হইয়াছে, আরবালি-উপত্যকায় শক্র-রুধিরের তরঙ্গ ছুটিয়াছে। তাহারই অতুল বীরত্বে ও অলৌকিক সাহসে যবনের গ্রাস হইতে অম্বর-রাজকুমারীর পুনরুদ্ধার সাধিত হইয়াছে। এমন বীর আর কি কেহ কোথায় দেখিয়াছে? এই যে মাতৃমন্দিরে জন্মভূমির পরিচর্য্যায় রাজস্থানের যাবতীয় রাজ-বংশসম্ভূত বীরগণ সমবেত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়জন এই অজ্ঞাতকুলশীল, নীচবংশোদ্ভূত সৈনিকের সমকক্ষ? বিলাসকুমারী সবিষাদে রাজমহিষী অরুন্ধতীর দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, "কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এখানে

এমন বীর যুবকের উপযুক্ত পুরস্কার দূরে থাকুক, তিলমাত্র আদর নাই!"

রাজমহিষী জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাখাল-সৈনিক এখন কোথায়?"

বিলাসকুমারী অম্বালিকার দিকে সহাস্য-কটাক্ষে চাহিয়া উত্তর করিলেন, "এ গিরিদুর্গে আর তার স্থান নাই; তাই সে পথিমধ্য হ'তে কালাপাহাড়ের নিকট বিদায় গ্রহণ ক'রে কোথায় চ'লে গিয়েছে। যাবার সময়ে কালাপাহাড়ের সঙ্গে গোপনে তার অনেক কথাবার্ত্তা হ'য়েছিল। কালাপাহাড়কে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে সমস্ত জান্‌তে পার্‌বেন!"

রাজমহিষী বিজয়পালকে ডাকিয়া আনিতে পরিচারিকাকে আদেশ করিলেন। কালাপাহাড় দূর হইতে রমণীমণ্ডলীকে সমবেত দেখিয়া, মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—আজ ইহারা নিশ্চয়ই তাঁহার শিকল-বাধার কথা লইয়া উপহাস করিবে বলিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে! কিন্তু সকলের সম্মুখে যোধপুর-রাজমহিষী দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া, তাঁহার মনে একটু ভরসা হইল।

রাজমহিষী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে রাখাল-সৈনিক কোথায়?"

"সে পথিমধ্য হ'তেই একাকী চ'লে গিয়েছে।"

"সে কে, তার কিছু পরিচয় জান্‌তে পেরেছ?"

"তাকে বারংবার জিজ্ঞাসা করায় এই মাত্র জান্‌তে পেরেছি, মিবারে তার এক দুঃখিনী জননী আছে। সে তার মার নিকট

প্রতিশ্রুত হ'য়েছিল যে, দুই বৎসরের মধ্যেই তার নিকটে ফিরে যাবে। কাল নাকি এ দুই বৎসর শেষ হ'য়েছে, তাই এখানে না এসে, মিবারে ফিরে গিয়েছে।"

রাজমহিষী বলিলেন, "তুমিও না শীঘ্রই মহারাণা জয়সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বার জন্য উদয়পুরে যাবে? সেখানে গিয়ে এই বীর বালকের অনুসন্ধান করিও।"

বিজয়পাল অম্বালিকার দিকে চাহিয়া, হাস্য করিয়া বলিলেন, "আমি তাকে নিশ্চয়ই এখানে সঙ্গে ল'য়ে আস্‌ব। অম্বর-রাজকুমারী আবার যেন তার জন্য জয়মাল্য প্রস্তুত রাখেন।"

বিজয়পাল হাস্য করিতে করিতে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। অম্বালিকাও অন্য দিকে চলিয়া গেলেন। অরুন্ধতী দেবী রমণীগণকে বলিলেন, "তোমরা সকলে একবার অন্তঃপুরে যাও। বিলাসকুমারীর সঙ্গে আমার একটী গোপনীয় কথা আছে।"

রমণীগণ চলিয়া গেল। রাজমহিষী বলিলেন, "অমরসিংহের প্রকৃত পরিচয় এখনও এখানে কেহই জান্‌তে পারে নাই! কুমার বিজয়পাল এখনও তাহাকে সত্য সত্যই রাখাল-বালক মনে করে। কিন্তু এখন তার দুই বৎসরের অজ্ঞাতবাসের সময় অতীত হ'য়েছে; সুতরাং এখন তার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করায় কোন ক্ষতি নাই।"

বিলাস। রাণি! আরও কিছুদিন অপেক্ষা করুন। অম্বালিকা তো লোকালয় পরিত্যাগ ক'রে, নাথদ্বারে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে, কেবল আপনার অনুমতি প্রতীক্ষা ক'র্‌চে।

'রাণী। অম্বালিকা নাথদ্বারে, সন্ন্যাসাশ্রমে যাবার জন্য কেন এত ব্যস্ত হ'য়েছে, তা আমি বুঝ্‌তে পার্‌চি না।

বিলাস। আপনি তো জানেন, সে এই রাখাল-সৈনিককে মনে মনে আত্মসমর্পণ ক'রেছে। কিন্তু সে জানে, এই নীচ-কুলোদ্ভূত রাখালের সঙ্গে তার বিবাহ অসম্ভব। এ রাখাল-সৈনিক যে মিবার-রাজকুমার, সে তা এখনও জান্‌তে পারে নাই। সেই জন্য সে স্থির ক'রেছে,—চিরসন্ন্যাস-ব্রত অবলম্বন ক'রে, আজীবন নাথদ্বারে বিষ্ণুমন্দিরে বাস ক'র্‌বে। তাই আপনার কাছে আমার ভিক্ষা যে, আপনি অম্বালিকাকে সঙ্গে ল'য়ে আমাকে নাথদ্বারে যেতে অনুমতি করুন। আমরা চ'লে গেলে তার পর আপনি কালাপাহাড়কে মিবারে রাণার নিকটে পাঠিয়ে দিয়ে, অম্বালিকার সঙ্গে মিবার-রাজকুমারের বিবাহের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হউন। নাথদ্বারে অতুল সমারোহে মিবারের মহারাণীর পুত্রের সঙ্গে অম্বর-রাজকুমারী অম্বালিকার পরিণয় সম্পন্ন হউক।

রাণী। তবে এখন অম্বালিকাকে ছদ্মবেশী রাখাল-সৈনিকের প্রকৃত পরিচয় বিদিত কর না কেন ?

বিলাস। রাণি! আমি স্থির ক'রেছি যে, এখন অম্বালিকাকে রাখালের পরিচয় না জানিয়ে, বিবাহের অনতি-পূর্ব্বে তাকে সকল কথা জানাব। বহুকালের দুঃখের পর সুখ, অনেক দিনের বিরহের পর মিলন, বর্ষার অমানিশার অন্ধকারের পর অরুণোদয়ের মত নারী-জীবনের অতুল সম্পদ।

আর একটী কথা, রাণি! আমার গুরুদেব আমাকে ব'ল্‌তেন, গার্হস্থ্যাশ্রমের পূর্ব্বে সন্ন্যাসাশ্রমের শিক্ষা নিতান্ত আবশ্যক। সে যা হ'ক্‌, যখন অম্বালিকা এতকাল পরে বিবাহের সময় জান্‌তে পার্‌বে যে, তাহার সেই দরিদ্র নীচবংশোদ্ভূত রাখাল রাজাধিরাজ-তনয়, সে কি সুখের দিন হবে!

রাণী। বৎসে! তোমার যেরূপ অভিরুচি, তাই হ'ক্‌। তুমি কয়েকজন দাস-দাসী সঙ্গে ল'য়ে, অম্বালিকার সঙ্গে নাথদ্বারে যাও। তার পর আমি বিবাহের প্রস্তাব কর্‌বার জন্য বিজয়পালকে উদয়পুরে রাণার নিকট পাঠিয়ে দিব।

বিলাস। আমি আর অম্বালিকা দু'জনেই সন্ন্যাসাশ্রমে যাচ্চি। আমাদের সঙ্গে একজন মাত্র পরিচারিকা দিলেই যথেষ্ট হবে। তার পর, বিবাহ হ'য়ে গেলে, অসংখ্য দাস-দাসী আপনার অম্বালিকার সেবা ক'র্‌বে।

সহসা কি একটী নূতন স্মৃতি অরুন্ধতী দেবীর মানস-চিত্রপটে অঙ্কিত হইল। তিনি চমকিয়া বিলাসকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আজ অনেক দিনের একটী কথা হঠাৎ আমার মনে প'ড়েছে। আমি শুনেছিলেম, রাণা জয়সিংহের পুত্র অমরসিংহের সঙ্গে সোলাঙ্কি-সেনাপতি বিক্রমসিংহের কন্যা দেবযানীর বিবাহ হ'য়েছিল। এক একবার আমার মনে হয়,—তুমিই সেই দেবযানী, অমরের স্ত্রী, তোমার অপর নাম বিলাসকুমারী। ফকিরের মস্‌জিদে যে দিন তোমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তোমাকে সে কথা জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেম,

কিন্তু তুমি ব'লেছিলে সে মিথ্যা জনরব মাত্র। আমার বিশ্বাস, তুমি আত্ম-পরিচয় গোপন ক'রেছিলে। এখন আমাকে সত্য ক'রে বল, তুমিই সেই দেবযানী, অমরের পত্নী কি না?"

অকস্মাৎ বিলাসকুমারীর বিশাল নয়নযুগল ভেদ করিয়া অশ্রুপ্রবাহ ছুটিল! সে যুক্ত করে, কম্পিত স্বরে বলিল, "রাণি! আমার অপরাধ মার্জ্জনা ক'র্‌বেন! আমি আপনাকে মিথ্যা কথা ব'লেছিলেম। আপনার অনুমান সম্পূর্ণ সত্য। আমিই সেই অভাগা দেবযানী! আমারই সঙ্গে শৈশবকালে মিবার-রাজকুমারের বিবাহ হ'য়েছিল। তবে শুনুন, আপনাকে সমস্ত কথা বলি।"

বিলাসকুমারী অঞ্চলে অশ্রুমোচন করিয়া, বিবাহের পর, কন্যা সম্প্রদান সম্পূর্ণ হইলে, শুভদৃষ্টির সময় তাহার মুখ দেখিয়া বালক অমরসিংহ যেরূপে সরোষে বিবাহ-স্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল, তাহার পর রাণা জয়সিংহের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ ও আদেশ লঙ্ঘন করিয়া, অমরসিংহ যেরূপে অসম্পূর্ণ বিবাহ সম্পূর্ণ করিয়া তাহার নবপরিণীতা বালিকাকে রাজভবনে লইয়া আসিতে বাধা দিয়াছিল,—আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা বলিল।

মহিষী বলিলেন, "তবে এখন আর অমরের সঙ্গে অম্বালিকার বিবাহ অসম্ভব। কুমার অমরসিংহ যাতে তোমাকে উদয়পুর রাজভবনে ল'য়ে যান, এখন হ'তে আমি তাহারই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হব।"

বিলাসকুমারী আবার রোদন করিতে করিতে বলিল, "আপনি একি কথা ব'লৃচেন, রাণি? এমন নিষ্ঠুর বচনে কেন আমার হৃদয়ে বেদনা দিচ্চেন? আপনি কি বুঝ্‌তে পারৃচেন না, এ বিবাহ না হ'লে, আপনার অম্বালিকার হৃদয় আজীবন তুষানলে দগ্ধ হবে? আপনার মিবার-রাজপুত্র চিরজীবনের জন্য অসুখী হবেন? আপনি তো তাদের দু'জনকে কত ভালবাসেন! তবে এমন কথা কেন ব'লৃচেন?"

মহিষী বলিলেন, "আর তোমাকেও তো আমি ভালবাসি! তুমি অমরসিংহের বিবাহিতা স্ত্রী! তোমার স্বামী তোমার নিকট হ'তে কেড়ে ল'য়ে, তোমাকে তার প্রণয়ে বঞ্চিত ক'রে, মিবারের সিংহাসন তোমার নিকট হ'তে অপহরণ ক'রে, অম্বালিকাকে দিব?"

বিলাসকুমারী বলিল, "রাণি! পরমেশ্বরকে সাক্ষী ক'রে ব'লৃচি, এ বিবাহ হ'লে আমি চিরদিন আনন্দনীরে নিমগ্ন থাকৃব। আর তা না হ'লে আজীবন বিষাদ-সাগরে ভাস্‌ব। আপনাকে অধিক আর কি ব'লৃব? আপনি কি বুঝ্‌তে পারৃচেন না, আমি রাজপুত-রমণী। আমি পবিত্র ক্ষত্রিয়বংশে জ'ন্মেছি। আমার স্বামীর যাতে সুখ, আর তাঁর অম্বালিকার যাতে সুখ, তাঁর এ চির অভাগী দাসীর তাইতেই সুখ!"

অরুন্ধতী দেবী কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া, বিলাসকুমারীকে আলিঙ্গন করিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে বলিলেন, "বৎসে! এতদিন পরে জান্‌লেম, তুমি নারীরূপে দেবরমণী!"

তৃতীয় খণ্ড

বুনা-সৈকতে

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—ঃ০ঃ—

কালাপাহাড়ের প্রস্তাব।

মহারাণা জয়সিংহ আপন বিশ্রাম-কক্ষে আসীন। সম্মুখে মর্ম্মর-প্রস্তরাসনে বিজয়পাল উপবিষ্ট। বিজয়পাল দূর-সম্পর্কে রাণা জয়সিংহের ভগিনীপতি। রাণা বলিতেছিলেন, "কালা-পাহাড়! তুমি যা ব'ল্‌ছ সকলি বুঝ্‌তে পার্‌চি: কিন্তু এক অসম্পূর্ণ বিবাহ সম্পূর্ণ হবার পূর্ব্বে পুনরপি দার-পরিগ্রহ করা শাস্ত্রসঙ্গত নহে।"

বিজয়পাল হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, "যদি কালা-পাহাড়ের অপরাধ মার্জ্জনা করেন, একটী কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি।"

"কি, বল।"

"শাস্ত্রের উপর এরূপ অটলা ভক্তি মহারাণার অন্তরে কত দিন থেকে জ'ন্মেছে, তা জান্‌তে পারি কি?"

"কেন?"

"ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া, অর্থাৎ দেবী কর্ণাবতীর অনিচ্ছা-সত্ত্বেও কমলাদেবীকে স্কন্ধে আরোহণ ক'র্‌তে অনুমতি দেওয়া কি শাস্ত্রসম্মত? শিশু-পুত্রের উপর ক্রুদ্ধ হ'য়ে, সাত বৎসর কাল

অজ্ঞাতবাসে থেকে, কমলাদেবী বই নরলোকের মুখ দর্শন না করাও কি শাস্ত্রসম্মত ? যবনের সঙ্গে রাজপুত-জাতির ঘোর যুদ্ধের সময় জয়সমুদ্রের কিনারায় পালিয়ে গিয়ে, কমলাদেবীর অঞ্চলের আশ্রয় গ্রহণ করাও কি শাস্ত্রসম্মত ? আপনার এ সকল অদ্ভুত শাস্ত্রের পুরোহিত তো কমলাদেবী ! তাকেই জিজ্ঞাসা ক'রে দেখুন না ?"

কক্ষের অপর পার্শ্ব হইতে কে বলিল, "এস না, দিদি ! আমি সঙ্গে আছি, তোমার ভয় কি ? দিদি যেন কি এক রকম !"

বিজয়পাল বলিলেন, "অই যে আপনার পুরোহিত-ঠাকুরাণী এই দিকেই আস্‌চেন ! উনি অমরের বিধান কি দেন, আমাকে জানাবেন। এখন আমি একটু আড়ালে গিয়ে দাঁড়াই।"

বিজয়পাল উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

কমলাদেবী, মহিষী কর্ণাবতীর হাত ধরিয়া রাণার নিকট আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ ! এর মধ্যে যে এত কাণ্ড হ'য়ে গিয়েছে, আমরা তার কিছুই জান্‌তেম না ! বল না, দিদি ! বোবা হ'য়ে রইলে যে ?"

রাণা উত্তর করিলেন, "দেবি ! আমি বিজয়পালের প্রমুখাৎ সমস্ত শুনেছি।"

অভিমানিনী রাণী কমলাদেবী বলিলেন, "তাতো শুনেছেন ! কিন্তু এখন তার উপায় কি ক'রেছেন, আমাকে বলুন দেখি !"

"কিসের উপায় ?"

"কিসের উপায়, তা আপনি এখনও বুঝ্‌তে পারেন নাই ? —শুন্‌লে, দিদি! তুমি যে বড় বল, রাণার বুদ্ধি আগে যেমন ছিল এখনও এ বুড়া বয়সে সেই রকমই আছে!—মহারাজ! আপনার অন্তরে কি একটু মায়া নাই ? বাছা আমার এক বৎসর কাল কত কষ্ট সহ্য ক'রেছে ; এত দিনের পরে হারাণ রত্ন পেয়েও কি বাছার আমার মনের সাধ পূর্ণ হ'তে দিবেন না ? দিদি যা বলেন, তা মিথ্যা নয় ; বিধাতা পুরুষের প্রাণ পাহাড় কেটে গ'ড়েচেন। সে যাহ'ক্‌, আমি স্পষ্ট ক'রে আপনাকে ব'ল্‌চি,—যত শীঘ্র পারেন, অম্বর-রাজকন্যা অম্বালিকার সঙ্গে অমরের বিবাহ দিন!"

রাণা উত্তর করিলেন, "তবে কি তোমার ইচ্ছা যে, এক বিবাহ সম্পূর্ণ হবার পূর্ব্বে আর এক বিবাহের উদ্‌যোগে প্রবৃত্ত হই ?"

"সে তো আমারি দোষ। আমিই তো জোর ক'রে বিক্রম-সিংহের কন্যার সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেম। আমি অভাগী তখন কি জান্‌তেম, জয়পুর রাজকুমারীর সঙ্গে অমরের রাজসমুদ্র-তটে দেখা হ'য়েছিল ? হায়! আমি যদি আপনাকে জোর ক'রে জয়সমুদ্রের প্রমোদ-ভবনে নিয়ে যেতেম, তা হ'লে কি বাছা আমার দীনহীন রাখালের বেশে একাকী যবন-যুদ্ধে যেত ?"

বলিতে বলিতে, কমলাদেবী, সাশ্রুনয়নে সবিনয়ে রাণার হাত ধরিয়া, বলিতে লাগিলেন, "যা হবার তা হ'য়েছে। দিদি আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা ক'রেছেন। এখন, মহারাজ! আপনি দয়া ক'রে দিদির আর আমার এই সাধটা পূর্ণ করুন। অমরের

মন ভাল হ'লে, তারপর সে আপনিই আবার বিলাসকুমারীকে ঘরে আন্‌বে। কি বল, দিদি?"

রাণা কর্ণাবতীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দেবি! তোমারও কি ইচ্ছা যে, আবার জয়পুর-রাজদুহিতার সঙ্গে অমরকে পরিণীত করি?"

রাজ্ঞী মৃদুহাস্যে একবার কমলাদেবীর দিকে চাহিয়া উত্তর করিলেন, "মহারাজ! এক ধর্ম্মপত্নী সত্ত্বেও দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ-প্রথা এ রাজবংশে কিছু নূতন নহে। আপনি স্বয়ং ইতিপূর্ব্বে এ প্রথা কখনও নিন্দনীয় বিবেচনা করেন নাই!"

রাণা একটু অপ্রতিভ হইয়া, গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "তোমাদের সকলের যে বিষয়ে মত, তাতে আমার অমত করা বিড়ম্বনা-মাত্র!"

কমলাদেবী বলিলেন, "দিদি! আমার মনে আর যে সকল সাধ আছে, সে সব আমি মহারাজকে ব'ল্‌ব কি?"

রাণা বলিলেন, "স্পষ্ট ক'রে বল না কেন?"

"মহারাজ কি আমার কথা শুন্‌বেন? যদি না শোনেন, বৃথা অপমান হওয়া বইতো নয়! মহারাজ! যদি আপনি অঙ্গীকার করেন যে, আমার অনুরোধ রক্ষা ক'র্‌বেন, তা হ'লে আপনাকে বলি।"

"আজ পর্য্যন্ত তোমার কোন্ অনুরোধে অসম্মত হ'য়েছি?"

"মহারাজ! আমার মনে বড়ই সাধ, এমন সমারোহে এ বিবাহ দিতে হবে যে, রাজপুতানায় কেহ কখনও তেমন

সমারোহ দেখে নাই। অমর যেমন আমার দোষে দীনহীন রাখালের বেশে যবন-যুদ্ধে গিয়েছিল, মনের মত সমারোহ হ'লে, তবে আমার সে দুঃখ দূরে যাবে। তবে শুনুন, মহারাজ! এক একটী ক'রে আপনাকে সমস্ত বলি! রাজপুতানার যাবতীয় রাজপরিবারকে নিমন্ত্রণ ক'র্‌তে হবে!"

"আচ্ছা! আর কি?"

"আর পাঁচশত হাতী, আর দশ হাজার ঘোড়া বরযাত্রীগণের সঙ্গে যাবে। আমার পিত্রালয় হ'তে, 'দিগ্‌গজ' হাতী, আর 'দানবদমন' ঘোড়া নিয়ে আস্‌তে হবে। দেখুন, মহারাজ! এই সকল হাতী-ঘোড়াকে মুক্তার মালা আর হীরার হার দিয়ে সাজাতে হবে!"

"দেবি! আজ এ ম্লেচ্ছ-নিপীড়িত রাজস্থানে হাতী-ঘোড়া বই আর কি সম্পত্তি অবশিষ্ট আছে? হাতী-ঘোড়ার অভাব কি? কিন্তু এত হীরা-মুক্তা কোথায় পাব?"

কমলাদেবী সাভিমানে উঠিয়া দাড়াইয়া উত্তর করিলেন, "কি ব'ল্‌লেন, মহারাজ! কোথায় পাবেন? মহারাণার বংশে না জ'ন্মে দীন-দুঃখীর ঘরে জন্মগ্রহণ ক'র্‌তে পারেন নাই? অপমান হবার ভয়েই তো আপনাকে কখনও কোন অনুরোধ করি না।"

মহিষী কর্ণাবতী কমলাদেবীর হাত ধরিয়া তাঁহার কানে কানে কি বলিলেন। কমলাদেবী পুনরপি রাণার নিকট বসিয়া, হাস্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ঠিক ব'লেছ, দিদি! অধিক পীড়াপীড়িতে কাজ নাই! সে যা হ'ক্, মহারাজ! আমার

পিত্রালয় থেকে যে 'দিগ্‌গজ' হাতী আর 'দানবদমন' ঘোড়া আস্‌বে, তাদের জন্য তো মুক্তার মালা আর হীরার হার সংগ্রহ ক'র্‌তে পার্‌বেন?"

"অবশ্য পার্‌ব।"

"নাথদ্বারের মন্দির সুবর্ণচূড়ায় শোভিত ক'র্‌তে হবে। অমরকে মহামূল্য হীরকদামশোভিত পরিচ্ছদে ভূষিত ক'রে, বিবাহস্থলে ল'য়ে যেতে হবে। আর দেখুন, মহারাজ! একটী কথা অনেক দিন পরে আমার মনে প'ড়্‌ল। যদি মন দিয়ে শোনেন, তো আপনাকে বলি।"

"কি, বল।"

"অনেক দিন অবধি আপনি প্রতিশ্রুত হ'য়েছিলেন যে, জগতের দুর্ল্লভ রত্ন 'কোহিনুর'—যা পূর্ব্বকালে আমার পিতৃবংশীয় প্রমাররাজগণের উষ্ণীষ উজ্জ্বল ক'র্‌ত আর এখন আরঙ্গশার নিকটে র'য়েছে, আপনি যবনের হাত হ'তে পুনরুদ্ধার ক'র্‌বেন! মহারাজ! আমার বড়ই সাধ যে, এই উৎসবের পূর্ব্বে যদি কোহিনুরের উদ্ধার-সাধন ক'র্‌তে পারেন, তাহ'লে বিবাহের দিন অমরের ললাটে পরিয়ে দিই!"

রাণা কোন উত্তর না দিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। কর্ণাবতী কমলাদেবীর কানে কানে আবার কি বলিলেন। কমলা দেবী বলিতে লাগিলেন, "তা এক প্রকার অসম্ভব, আমিও জানি। কিন্তু আমার এত সাধের বিবাহ-উৎসবে অমরের ললাটে 'কোহিনুর' পরাতে পার্‌লে, আমার সকল সাধ পূর্ণ হ'ত।

সে যা হ'ক্, মহারাজ! কালাপাহাড় এতক্ষণ আপনাকে কি ব'ল্‌ছিল?"

কক্ষের বাহিরে গবাক্ষ-পার্শ্ব হইতে, কে উচ্চ হাস্য করিয়া উত্তর করিল, "কালাপাহাড় ব'ল্‌ছিল যে, অমরসিংহ সত্য সত্যই রাজপুত্র, কি রাখালের উরসজাত ছেলে, অবিলম্বে তার প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক হ'য়েছে!"

——

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—— ঃ০ঃ ——

দুইজন সন্ন্যাসিনী।

নাথদ্বারে রাধাশ্যামের মন্দির-সমীপে বুনা-নদীর তীরে, দুইজন সন্ন্যাসিনী দাঁড়াইয়াছিলেন। ইহাঁরা দুইজনেই সুন্দরী, দুইজনেই যুবতী, দুইজনেরই প্রায় এক বয়স; কিন্তু দুইজনের পরিচ্ছদ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। দুইজনের মুখ দেখিলে বোধ হয়, উভয়ের মনের ভাবও সম্পূর্ণ বিভিন্ন। একজন, স্থির কটাক্ষে মলিন মুখে, নদীতরঙ্গোপরি অস্তমিত রবির রক্তিম মূর্ত্তি দেখিতে-ছিলেন। অপরা রমণী, উজ্জ্বল লোচনে আপন সঙ্গিনীর মুখের দিকে চাহিয়া মৃদুরবে গীত গাহিতেছিলেন। এ রমণীকে অন্য কোথাও দেখিলে, সন্ন্যাসাশ্রম না হইলে, সন্ন্যাসিনী মনে করিতাম না। তাঁহার বাসন্তী রঙ্গের সূক্ষ্ম বসনের ভিতর সবুজবর্ণের কাঁচলি দেখা যাইতেছে। তাঁহার চারু-চিকণ কেশরাশি বেণীবদ্ধ হইয়া দুলিতেছে। তাঁহার গোলাপী অধরে তাম্বুলরাগ দেখা দিতেছে। তাঁহার অঙ্গে ফুলদাম শোভা পাইতেছে। তাঁহার পীন উরসে মালতী-হার, দুর্ব্বহ শ্রোণীর উপর অশোকের মেখলা, কর্ণে শিরীষ, হস্তে লীলা-কমল। সন্ন্যাসাশ্রমে অলঙ্কার পরিতে নাই, তাই বুঝি সুন্দরী ফুলদামে তনু সাজাইয়াছে। ইঁহাকে বুঝি কেহ জোর

করিয়া এ সন্ন্যাসাশ্রমে লইয়া আসিয়াছে! পাঠক ইঁহাকে চিনিয়া থাকিবেন। ইঁহার সঙ্গিনী বাস্তবিক সন্ন্যাসিনী বটে। তাঁহার কোমল কুসুম-অঙ্গে গেরুয়া বসন। তাঁহার কেশরাশি রুক্ষ ও আলুলায়িত—যেন অভিমানে ধূলায় লুটাইতে যাইতেছে! তাঁহার চাঁদমুখ বিভূতিমাখা। হায়! এ কোমল দেহে এ কঠোর যোগ-সাধনা কি সহিবে? বিধাতা কি এ নবীন তাপসীর কমনীয় বপু কাঞ্চন-পদ্মে গড়িয়াছিলেন?

বিলাসকুমারী বলিলেন, "রাজনন্দিনি! আজ উদয়পুর থেকে তোমার একটী শুভ সংবাদ এসেছে।"

অম্বালিকা দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে বলিলেন, "আমার আবার শুভ সংবাদ কি?"

বিলাসকুমারী ঈষৎ পরুষ বচনে, যেন অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, "শুভ সংবাদ তোমার না আমার? আমার!—না! না! তোমার!—মিবার-রাজকুমার! হা ধিক্ তোমারে!—এ শুভ সংবাদ তোমার না আমার?"

অম্বালিকা বিলাসকুমারীর মুখের দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "একি! বিলাসকুমারী! তুমি কি ব'ল্‌ছ, কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চি না! তুমি কি আমার উপর রাগ ক'রেছ!"

বিলাসকুমারী অম্বালিকার কথার উত্তর না দিয়া, ভূমিতল হইতে তাহার বীণা উঠাইয়া লইয়া, বাজাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ অনন্যমনে বীণা বাজাইয়া, মৃদুরবে বীণাতানে কণ্ঠ মিশাইয়া গাইতে লাগিলেন,—

"কেইসে নাহি কহত মোসে, কাঁহা গেয়ে বঁধুয়া !' *
আন্ আন্ আন্রীতায়, বিন্ পিয়া প্রাণ যায়.
সেঁাপ দেয়ী' তোকো মায়্নে, কাঁহা মেরে রসিয়া !
তা দ্রিম—তা দ্রিম্—তানা, দ্রিম্-দ্রিম্—তানা-নানা,
চোরি কর্কে তাম্নে ছোরি ! ছিন্ লেয়ী মেরে পিয়া !"

বীণা ভূতলে রাখিয়া, কিয়ৎক্ষণ কি চিন্তা করিয়া, বিলাসকুমারী অম্বালিকাকে বলিলেন, "সখি ! অনেক দিন পরে একটী গীত বারবার আমার মনে প'ড়্ছে। এক দেশের একজন রাজা, খুব বড় রাজা—রাজার উপর রাজা —ছেলে-বেলা একজন দরিদ্রের দুঃখিনী মেয়েকে বিয়ে ক'রেছিল। তারপর, কেমন ক'রে কি জানি, সেই রাজার ঘরে আর একটী রাণী এসে জুট্ল। তাকে সকলে 'ছোট রাণী' ব'ল্ত। সেই ছোটরাণীকে দেখে অবধি সে তার সেই দুঃখিনী রাণীকে একেবারে ভুলে গেল। তাকে দেখ্লে আর চিন্তে পার্ত না। সেই দুঃখিনী রাণী একটী গান গাইত। সেই গানটা গাই, শুন।"

বিলাসকুমারী বীণার সঙ্গে সুর মিলাইয়া গাইতে লাগিলেন,—

"প্রাণের সোহাগে, প্রেম-অনুরাগে,
ছিলাম, স্বজনি ! ঘুমে অচেতন।
রাখি' হৃদি 'পরে, যতনে আদরে,
সখিরে ! আমার অমূল্য রতন !

---

* খাম্বাজ—খেম্টা।

নিশা হ'ল ভোর, হেরিনু রে চোর
ল'য়ে গেছে খুলি'—হৃদয়ের ধন !
প'ড়ে আছে ডোর, শূন্য হৃদে মোর,
ছিঁড়ে গেছে ডোর, নাহিরে রতন !
মণি-হারা ফণী, আমি যে, স্বজনি !
সে বিনা কেমনে রাখিব জীবন !
পাব না কি আর, জনমে আমার,
কে করিল চুরি আমার সে ধন !
জানি সেই চোরে, হায়, ধিক্ তোরে !
হ'রে নিলি মোর—সুখের স্বপন !
দিবনারে তারে, ফিরে দে আমারে,
কেনরে সে ধন করিলি হরণ !"

গীত শেষ হইলে বিলাসকুমারী আবার কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া, আপন বক্ষঃস্থলে হাত রাখিয়া, যেন আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "হায়, গুরুদেব ! এতকাল কি বিষ-বৃক্ষে অমৃত সেচন ক'রেছিলে ? না—না !"

বিলাসকুমারী অম্বালিকার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "সখি ! আমি তোমাকে আগে একবার ব'লেছিলেম, মনে নাই ? এক একবার হঠাৎ যেন প্রাণের ভিতর আগুন জ্বলে উঠে ! কিন্তু সে ক্ষণস্থায়ী ব্যাধি ! এই দেখ, এখন সে ব্যাধি দূর হ'য়েছে ! সখি !—প্রাণসখি !" বিলাসকুমারী বিস্মিতা

অম্বালিকাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব, ব'ল্‌বে ?"

"কি কথা ?"

"শুন, বলি! তুমি যাকে ভালবাস—মনে কর তোমার সেই রাখাল-নাগর—তার সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'ল! তারপর যদি সেই দুঃখিনী রাণীর মত—যার কথা এই মাত্র শুন্‌লে—তোমার স্বামী তোমাকে একেবারে ভুলে যান, আর তাঁর সেই নূতন প্রেমিকাকে খুব ভালবাসেন. তখন তুমি কি কর ?—বল! বল! চুপ ক'রে রইলে যে ?"

"ক'র্‌ব আবার কি ?"

"কি কর, তাই আমাকে বল! বল!—ব'ল্‌বে না ?"

অম্বালিকা হাসিয়া বলিলেন, "তা হ'লে আত্মহত্যা করি। তার পর, পেত্নী হ'য়ে তার বুকের রক্ত চুষে খাই।—কেমন ? এখন শুন্‌লে তো ?"

বিলাসকুমারী বলিল, "আমার যদি এ রকম হয়, আমি কি করি, তা জান ? ব'ল্‌ব ? শুন্‌বে ?"

"বল।"

"আমি তাকে—আমার সেই সপত্নীকে—সেই ছোট রাণীকে, প্রাণের চেয়ে অধিক ভালবাস্‌তে অভ্যাস করি। প্রাণকে আয়ত্ত ক'র্‌তে শিক্ষা করি। তার প্রাণ আর আমার প্রাণ, দু'জনের দুই প্রাণ এক করি। এই তোমাকে যেমন ভালবাসি, এই রকম, হয়তো এর চেয়ে আরও অধিক, ভালবাস্‌তে অভ্যাস করি।

স্বামী যখন তাকে ভালবাসেন, আদর করেন, তখন মনে করি, আমাকেই ভালবাস্‌চেন, আমাকেই আদর ক'র্‌চেন! স্বামী যখন তাকে সাদরে আলিঙ্গন করেন, চুম্বন করেন, তখন মনে করি, তিনি আমাকেই প্রেমাদরে আলিঙ্গন ক'র্‌চেন, চুম্বন ক'র্‌চেন! কথাটা বোধ হয়, তোমার মনঃপূত হ'ল না! কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লে না!—তা যাক্! আর ওসব বাজে কথায় কাজ নাই। তোমাকে যে শুভ সংবাদের কথা ব'ল্‌ছিলেম, তাই আবার বলি, শুন। তোমার সন্ন্যাসিনী হবার সাধ তো মিট্‌ল। এখন চল, তোমাকে আবার রাজরাণী সাজাই।"

অম্বালিকা উত্তর করিলেন, "তোমার পরিহাসের সময় কি এখনও শেষ হয় নাই?"

"পরিহাস নহে, সখি! এত দিন তোমার নিকট প্রকাশ করি নাই, কিন্তু আজ তোমাকে বলি। যে দিন আমরা গিরিদুর্গ হ'তে এখানে আসি, বিজয়পালও মহারাণা জয়সিংহের নিকট গিয়াছিলেন, মনে আছে? কেন, তা কি জান?"

"আমার সে কথায় কি প্রয়োজন?"

বিলাসকুমারী সহাস্যমুখে বলিলেন, "তবে তোমাকে বলি শুন, মহিষী অরুন্ধতী মহারাণা জয়সিংহের পুত্র কুমার অমরসিংহের সঙ্গে তোমার বিবাহের প্রস্তাব কর্‌বার জন্য বিজয়পালকে উদয়পুরে পাঠিয়েছিলেন। কাল রাত্রে বিজয়পালের নিকট হ'তে আমার কাছে এই পত্র এসেছে; একবার পড়ে দেখ, সমস্ত কথা বুঝ্‌তে পার্‌বে।"

অম্বালিকা বিষাদে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সখি! আমি তো চিরজীবনের মত রাধানাথের চরণে আত্ম-সমর্পণ ক'রেছি। এ সকল কথা আর আমার কাছে কেন?"

"এতদিন তো সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসিনী সাজ্‌লে; কিন্তু যাকে বিস্মৃত হবার জন্য রাধাশ্যামের চরণে আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌লে, তার প্রেম, তার স্মৃতি তো এখনও হৃদয় অধিকার ক'রে র'য়েছে!"

"তুমি জান-না, সখি! সে প্রেম রাধানাথের অনন্ত প্রেমের সঙ্গে সংমিলিত।"

বিলাসকুমারী হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আমিও তাই ব'ল্‌চি, রাধানাথ তোমার হৃদয়ের আধখানা নিতে ইচ্ছা করেন না। তোমার এ ক্ষুদ্র প্রাণের অর্দ্ধেক অংশ তোমার সেই রাখাল-নাগরের জন্য ছেড়ে দিয়ে, বাকি আধখানা নিজের ভাগে রাখ্‌তে সম্মত নন। তার সাক্ষী, বিজয়পাল উদয়পুর থেকে যে পত্র লিখেছে, পড়ে দেখ।"

বিলাসকুমারী বিজয়পালের পত্র পড়িতে লাগিলেন,—

"মিবারের মহারাণা আমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। তাঁহার পুত্র কুমার অমরসিংহ, নবীন-সন্ন্যাসিনী অম্বর-রাজতনয়াকে সঙ্গে লইয়া আসিবার জন্য, অতি শীঘ্রই বরবেশে নাথদ্বারে উপস্থিত হইবেন। আমিও তাঁহার সঙ্গে মহাসমারোহে ও বহুলোক সঙ্গে আসিব।

"রাজকুমারীকে বলিবেন, তাঁর সেই রাখাল-সৈনিকের দেখা পাইয়াছি। তাহাকেও সঙ্গে লইয়া আসিব। রাজকুমারী যেন তাহার জন্য মালা গাঁথিয়া রাখেন। ইতি।

কালাপাহাড় ওরফে বিজয়পাল।"

অম্বালিকা সজল-নয়নে রাধাশ্যামের মন্দিরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দেখ্‌তে পাবে, সখি! যে ত্রিদিবধামের অধীশ্বর রাধানাথের দাসী, মর্ত্ত্যলোকের রাজার সাধ্য নাই, তাকে স্পর্শ করে!"

বিলাসকুমারী হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, "দেখা যাবে! সে আর বড় অধিক দিনের কথা নয়। সে যা হ'ক্, রাজনন্দিনি! একবার অনুমতি হয় তো গীতগোবিন্দের সেই গীতটী আর একবার এই সময়ে গাই।"

"ক্ষমা কর, সখি! এখানে এসে অবধি তোমার গীত-গোবিন্দের গানে প্রাণ জ্বালাতন হ'য়েছে!"

বিলাসকুমারী সহাস্য-মুখে গাহিতে লাগিলেন,—

"সখিহে কেশীমথনমুদারম্!—"

অম্বালিকা রাগ করিয়া সেখান হইতে মন্দিরের ভিতরে চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসিনীর ভিক্ষা।

নাথদ্বারের পরিণয়-উৎসবে যাত্রা করিবার সময় উপস্থিত হইল। রাণা জয়সিংহ যথার্থ বলিয়াছিলেন, এ ম্লেচ্ছদলিত রাজপুতানার অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে কেবল হাতী-ঘোড়া অবশিষ্ট ছিল। আজিও, দুই শত বৎসর পরে, হৃতসর্ব্বস্ব রাজপুতানার বিলুপ্ত গৌরবের ভগ্নাবশেষ-মধ্যে, সে নির্ব্বাপিত বহ্নির কণামাত্র কেবল হাতী-ঘোড়ায় দেখিতে পাই।

নিমেষ-মধ্যে,কমলাদেবীর আদেশ-মত দশ সহস্র তেজো-গর্ব্বশীল, রণকুশল, সুন্দর অশ্ব হ্রেষারবে কূর্দ্দন করিতে করিতে আসিয়া, প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ শোভিত করিল। দেখিতে দেখিতে, তাহাদের পশ্চাতে পাঁচ শত প্রকাণ্ড-দেহ মহাবলশালী হস্তী ধীর-গম্ভীর পদবিক্ষেপে আসিয়া, প্রাসাদতলে দাঁড়াইল। কমলা-দেবীর অনুরোধে, তাঁহার পিত্রালয় প্রমার-রাজভবন হইতে 'দানবদমন' অশ্ব, ও 'দিগ্‌গজ' হস্তী আনীত হইয়াছিল। অতুল-স্ফূর্ত্তি, অমিততেজ 'দানবদমন' হীরকদাম ও মুক্তাহারে ভূষিত হইয়া, নৃত্য করিতে করিতে প্রাঙ্গণ-সম্মুখে আসিল, ও তাহার সঙ্গে উন্নতকায়, গম্ভীরমূর্ত্তি 'দিগ্‌গজ,' চারিদিকে শুণ্ডোপরি

দোদুল্যমান হীরকহারের দীপ্তি বিকীর্ণ করিয়া, রাজ-অনুচরের রাজগাম্ভীর্য্যে অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইল।

কমলাদেবী সহর্ষে প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ নিরীক্ষণ করিয়া, অমর সিংহকে, বরবেশে সজ্জিত করিবেন বলিয়া আহ্বান করিলেন ও জ্যেষ্ঠা রাজমহিষী কর্ণাবতীর নিকটে পরিচারিকাকে পাঠাইলেন।

মহিষী কর্ণাবতী আজি এ আনন্দ-উৎসবের সময়, একাকিনী বিষণ্ণ বদনে আপন কক্ষমধ্যে বসিয়া, একখানি পত্র পাঠ করিতেছিলেন। গত রাত্রে নাথদ্বার হইতে দূতী পত্র লইয়া আসিয়াছিল। রাজমহিষী কিয়ৎক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া, আবার পত্র উন্মোচন করিয়া পড়িতে লাগিলেন, --

"রাজপুত-রাজেশ্বরি!

শুনিলাম, আপনার পুত্র কুমার অমরসিংহ একটী সন্ন্যাসিনীকে বিবাহ করিবেন বলিয়া, অতি শীঘ্র মহাসমারোহে নাথদ্বারে আসিবেন। এ জন্মদুঃখিনী অম্বর-রাজকুমারী অম্বালিকা যে দিন রাধাশ্যামের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, সে স্বপ্নেও জানিত না যে, এ পবিত্র আশ্রমে আবার মানুষের অধিকার আছে। শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, স্বয়ং মহারাণা জয়সিংহ দয়াধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া, সংসারত্যাগিনী সন্ন্যাসিনীকে রাধানাথের চরণতল হইতে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন! কিন্তু যে ত্রিদিবনাথের দাসী, সে কি মর্ত্ত্যলোকের রাজাকে গ্রাহ্য করে? কিন্তু আপনি কি মহারাণাকে এ নিষ্ঠুর পাপ-অভিসন্ধি

হইতে নিবৃত্ত করিবেন না? যদি না করেন, নিশ্চয় জানিবেন, আপনার পুত্র বরবেশে, মহাসমারোহে, বহুলোক সঙ্গে, নাথদ্বারে আসিয়া দেখিবেন,—সন্ন্যাসিনী অম্বালিকা রাধাবল্লভের চরণতলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছে! তাই আপনার নিকট ভিক্ষা, আপনি যদি নিঃসহায়া পিতৃমাতৃহীনা অম্বর-রাজকুমারীর জীবন রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, মহারাজকে এখনও এ বিবাহের উদ্‌যোগ হইতে নিবৃত্ত করিবেন। ইতি।

সন্ন্যাসিনী অম্বালিকা।"

কর্ণাবতী হতাশ-হৃদয়ে, মর্ম্মাহত প্রাণে, চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময়ে কক্ষের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। কমলাদেবী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি কর্ণাবতীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বলি, দিদি! এই কি তোমার লেখাপড়ার সময় নাকি? অমরকে বরবেশে সজ্জিত ক'র্‌ব ব'লে, আমার পিত্রালয় হ'তে যে সুন্দর নূতন পরিচ্ছদ আনিয়েছি, তা তোমাকে এখনও দেখাই নাই। যদি দেখ্‌বার সাধ থাকে, শীঘ্র আমার সঙ্গে চল।"

কমলাদেবী, উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া, জোর করিয়া কর্ণাবতীর হাত ধরিয়া, চঞ্চলপদবিক্ষেপে আপন কক্ষসমীপস্থ কুসুম-উদ্যানে লইয়া গেলেন। সেখানে বহুসংখ্যক রমণী কুমার অমরসিংহকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কমলাদেবী হাসিতে হাসিতে, অতুল আনন্দে, আপন হাতে কুমারকে মহামূল্য রত্ন-

রাজিশোভিত পরিচ্ছদ ও হীরকদামখচিত উষ্ণীষ পরাইয়া, রমণী-মণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা সকলে একবার অনিমেষ-নয়নে চেয়ে দেখ, এমন ভুবনমোহন বর এ জগতে আর কেহ কখনও দেখেছে? আমি যে ব'লেছিলেম, অম্বর-রাজকন্যা পূর্ব্বজন্মে কত তপস্যা ক'রেছিল, তা সত্য কি না? কিন্তু কেবল আমার একটী ইচ্ছা পূর্ণ হ'ল না! আজ এই সুখের দিনে, অমরের ললাটে, এইখানে,আমার পিতৃবংশীয় রাজগণের গৌরবের ধন 'কোহিনুর' হীরা পরিয়ে দিতে পার্‌লে, আমার সকল সাধ পূর্ণ হ'ত!"

কুমার অমরসিংহ নতমুখে, সলজ্জভাবে উত্তর করিলেন, "মা! আপনার সাধ পূর্ণ হবে। আমি আপনাকে 'কোহিনুর' এনে দিব!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—— ঃ০ঃ ——

ফকিরের প্রস্তাব।

কালিন্দীতীরে মুসলমান-মন্দিরে বৃদ্ধ ফকির ভূতলে উপবিষ্ট। তাঁহার সম্মুখে দুর্গাদাস কম্বলাসনে আসীন। দুর্গাদাসের রক্তিম লোচনযুগল হইতে বারিধারা বহিতেছিল। দুর্গাদাস অশ্রুমোচন করিয়া, ফকিরের মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া, বলিলেন, "এতকাল পরে, দেব! আপনার মুখে এ নিষ্ঠুর কথা শুন্‌তে হ'ল?"

ফকির উত্তর করিলেন, "রাঠোর-বীর! বিধাতার ইচ্ছা লঙ্ঘন করা মানুষের সাধ্যাতীত। তাই ব'ল্‌ছিলাম, আপাততঃ কিছু-কালের জন্য যবনসংগ্রাম হ'তে নিরস্ত হও। এই কয়েক বৎসরের সংগ্রামে বহুসংখ্যক হিন্দুবীর কাল-কবলে পতিত হ'য়েছে। এখন এ রক্তস্রোত নিবারিত হওয়া আবশ্যক। দাক্ষিণাত্য হ'তে তোমার প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে শিশুরাজ অজিতসিংহকে তাঁর অজ্ঞাতবাস নিভৃত-শৈল হ'তে যোধপুরে ল'য়ে আসা ভালই হ'য়েছে। ঔরঙ্গজেব এখন বিষহীন ফণী; তার সাধ্য নাই যে, শিশুরাজের অঙ্গস্পর্শ করে। যোধপুর-মহিষী অরুন্ধতী দেবীর মহাব্রত সম্পূর্ণ হ'য়েছে। বহুদিনের পরে নিদ্রিত জাতি

সুপ্তোত্থিত হ'য়েছে। অসুরের রক্তস্রোতে ভারতবক্ষ প্লাবিত হ'য়েছে। আমারও ইহজীবনের পরিণাম উপস্থিত। জীবন শেষ হবার পূর্ব্বে এ শোণিতপ্লাবন নিবারিত দেখ্‌লে, সুখে মৃত্যু আলিঙ্গন ক'র্‌ব।"

দুর্গাদাস সাশ্রুনয়নে কহিলেন, "এই কি বিধাতার ইচ্ছা? আমি এ কথা বিশ্বাস করি না। নিখিল জগতের অধিপতি কি এতই নিষ্ঠুর? এই কি তাঁর মঙ্গলময় বিধান? হায়! দেব! অবশেষে এ নিষ্ঠুর পরামর্শ আপনার মুখে শুন্‌তে হ'ল? ম্লেচ্ছ-উচ্ছেদের মহাব্রতে জলাঞ্জলি দিয়ে, দুর্গাদাস জীবন ধারণ ক'র্‌বে? সোনার ভারত দিন দিন রসাতলে প্রবেশ ক'র্‌বে, স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ ক'রে নিশ্চিন্ত থাক্‌ব? অনন্তজ্ঞানশালী ত্রিকালদর্শী মহাযোগি! আপনার এ দিব্যজ্ঞান আপনারই নিকট থাকুক। আপনার নিষ্ঠুর প্রস্তাবে সম্মত হওয়া দুর্গাদাসের পক্ষে অসম্ভব!"

রাঠোর-সেনাপতি, বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে করিতে, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "মা ভারতভূমি! নিখিল ভুবনের অধীশ্বরি! অগণ্য দেবতার প্রসূতি! সসাগরা বসুন্ধরার শিক্ষয়িত্রি! রাঘব ও অর্জ্জুন, বাল্মীকি ও বেদব্যাস, সীতা ও দ্রৌপদীর জননি! আবার কবে তোমার সেদিন ফিরে আস্‌বে?"

ফকির উত্তর করিলেন, "আশ্বস্ত হও, বীরবর! নিশ্চয় ব'ল্‌চি, ভারতের এ অন্ধতামস চিরস্থায়ী নহে। ধর্ম্মের জয়, পাপের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। সময়ে বিধাতার এই অলঙ্ঘনীয় বিধান ভারতবাসী প্রত্যক্ষ ক'র্‌বে!"

"হায়, দেব! কবে সে দিন আবার দেখ্‌তে পাব?"

"তুমি কি দেখ্‌তে পাচ্ছ না, মহাপাতকী ঔরঙ্গজেবের মূর্খতায় তার আজিকার পাপরাজ্যের ধ্বংস হবার আর বিলম্ব নাই? দানব-সম্রাট দাক্ষিণাত্য হ'তে আর মুসলমান-রাজধানীতে প্রত্যাগমন ক'র্‌বে না। ঔরঙ্গজেবের ভ্রমাত্মক রাজনীতি ভবিষ্যতে এ বিস্তীর্ণ ভারতখণ্ডের রাজপুরুষগণকে চিরদিন শিক্ষাদান ক'র্‌বে।"

"আর ততদিন আমরা কি নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট হ'য়ে দানবের পরিচর্য্যায় জীবন অতিবাহিত ক'র্‌ব?"

ফকির হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, "ততদিন আমরা আজিকার এ পাশব শক্তির পরিবর্ত্তে আধ্যাত্মিক বল সংগ্রহ ক'র্‌ব। যে জ্ঞানযোগ-সমুদ্ভূত কর্ম্মযোগে একদিন ভারতের রত্ন-কিরীট সমগ্র জগৎ উজ্জ্বল ক'রেছিল, আমরা যাবতীয় ভারতবাসী—হিন্দু ও মুসলমান—সমবেত হ'য়ে, এক সঙ্গে, একমাত্র মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'য়ে, পতিত ভারতের পুনরুদ্ধার সাধনব্রতে সেই অপূর্ব্ব কর্ম্ম-যোগাভ্যাস শিক্ষা ক'র্‌ব। সেই অনন্তশক্তি অনাদিপুরুষ এই মহাযোগের যজ্ঞেশ্বর। তিনি অধর্ম্ম, অত্যাচার ও উৎপীড়নের পরম শত্রু। নিশ্চয় জানিও, তিনি এ পুণ্যব্রতে আমাদের সহায় হবেন।"

অকস্মাৎ অদূরে বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের গম্ভীর নিনাদ ও তাহার সঙ্গে বহুলোকের আনন্দ-কোলাহল শ্রুতিগোচর হইল। দুর্গাদাস

সবিস্ময়ে বলিলেন, "একি! আজ এ বিষাদের দিনে আনন্দ-কোলাহল কিসের?"

ফকির সহাস্য-বদনে উত্তর করিলেন, "বৎস! আমরা অনেক দিন নরজীবন-সংগ্রামের বিভীষিকাময়, রক্তস্রোতময় রঙ্গভূমে বিষাদের ভীষণ অভিনয় প্রত্যক্ষ ক'রেছি। এস, ভাই! শেষে একবার আজিকার এ প্রীতির উৎসবে যোগ দিই।"

অসংখ্য লোকের আনন্দ-কোলাহল, বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের গম্ভীর নিনাদ, অগণ্য অশ্ব ও গজযূথের পদধ্বনি, ফকিরের মধুর আনন্দময় কণ্ঠরবের সঙ্গে মিশিল। সকলের সম্মুখে বিজয়পাল, কুমার অমরসিংহের হাত ধরিয়া অগ্রসর হইয়া, ফকিরকে অভিবাদন করিলেন ও দুর্গাদাসকে বলিলেন, "একে কি আপনি চিন্‌তে পার্‌চেন? রাখালের ঔরসে রাজকুমার জন্মে, ইহা আপনি পূর্ব্বে কখনও শুনেন নাই!"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

তোরণ-প্রবেশ।

আজ বৈরাগ্যব্রত সন্ন্যাসিগণের শান্তিময় আশ্রম, রাধাশ্যামের প্রেমনিকেতন নাথদ্বার সহসা কোলাহলময় রাজধানীতে পরিণত হইয়াছে। মন্দিরের সন্নিকটে বহুসংখ্যক শিবির সন্নিবেশিত, তাহার চারিপার্শ্বে অগণ্য সেনাদলের অভ্যন্তরে শতাধিক রাজ-উষ্ণীষ চন্দ্রালোকে চমকিতেছে। সহসা যেন কোন্ মোহমন্ত্রবলে, সংসারত্যাগী বৈরাগীগণ, চিরসন্ন্যাস ভুলিয়া, আজ আবার সংসারের কোলাহলে যোগ দিয়াছে। সংগ্রামব্রত ক্ষত্রিয়যোদ্ধগণ আজ সমরপ্রাঙ্গণ পরিহার করিয়া, যবন-বধের মহাব্রত বিস্মৃত হইয়া,আনন্দ-উৎসবে মাতিয়াছে! রাজপুতানার প্রায় সমস্ত রাজ-পরিবার হইতে রমণীগণ আজিকার এ পরিণয়-উৎসবে যোগ দিবার জন্য আসিয়াছিলেন; যোধপুর-রাজমহিষী দেবী অরুন্ধতীও মাতৃমন্দির হইতে নারীগণকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। আজ নরনারী সকলের মুখমণ্ডলে স্ফূর্ত্তিচিহ্ন প্রকটিত। কেবল—কেবল মাত্র একজন নবীনা তাপসী আজিকার এ আনন্দ-কোলাহল হইতে বহুদূরে পলায়ন করিয়া, একাকিনী নদী-সৈকতে বসিয়া, নীরবে রোদন করিতেছেন। তাঁহার অশ্রুসিক্ত গেরুয়া বসন, কমনীয় কনকলতা হইতে বিচ্যুত হইয়া, বালুকাময় সৈকতোপরি লুটাইতেছে! তাঁহার আলুলায়িত চিকুরদাম

অনাদরে নদীসলিলে ভাসিতেছে! তাঁহার নীলোৎপল-নয়ন ভেদ করিয়া বারিধারা বহিতেছে। পাঠককে বলিতে হইবে না, এ তাপসী কে! হায়! রাখাল-সৈনিক এই সময় যদি একবার রাজাধিরাজকুমার-বেশে অম্বর-রাজকুমারীর সম্মুখে আসিয়া দাড়াইত!

মন্দিরের সম্মুখে কুসুমের মালা ও স্তবকদামশোভিত তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার একপার্শ্বে কুমার অমরসিংহের শিবির ও অপর পার্শ্বে নারীগণের আবাসস্থান প্রদোষকালে তোরণের একদিকে রমণী-মণ্ডলী সমবেত হইলেন। তাঁহাদের হাতে কুসুমের ধনু ও কুসুমের তূণ। তোরণের অপর দিকে রাজপুরুষগণ যুদ্ধবেশে স্বর্ণ-বর্ম্মে শোভিত হইয়া, স্বর্ণ ধনু ও স্বর্ণ-বাণ হস্তে বরবেশী কুমার অমরসিংহের নিকটে দণ্ডায়মান। সকলের সম্মুখে বিজয়পাল। অম্বরের বহুদিবসাবধি প্রচলিত প্রথানুসারে, পাণিগ্রহণ উৎসবের পূর্ব্বে, বরযাত্রীগণকে কুসুমায়ুধা রমণীগণের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে হইবে। এ অপূর্ব্ব নরনারী-সংগ্রামে একদিকের সেনাপতি বিজয়পাল ও অপর দলের সেনাপতি বিলাসকুমারী! নারী-সেনাপতি বিলাসকুমারী, কুসুমবর্ম্মে শোভিতা হইয়া, ফুলধনুতে ফুলবাণ যোজনা করিয়া অগ্রবর্ত্তিনী হইলেন (১) বিজয়পালও পুরুষগণের সঙ্গে অগ্রসর হইয়া গাইতে লাগিলেন,—

(১) কিছুদিন হইল আমি একজন চোহান-রাজকুমারের বিবাহ-উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া এইরূপ দৃশ্য দেখিয়াছিলাম।

"শোভিত সুন্দর, বিকচ মনোহর, (১)
হাসিছে কমলিনী নীরে ;
সৌরভে পাগল, ধাবত অলিদল,
মধুলোভে সরসী-তীরে।
কুরু মে শমিতং মনসিজদহনং—
দেহি, সুন্দরি ! সুধাপানম্ !"

বিলাসকুমারীর অমৃতময় কণ্ঠস্বরে কণ্ঠ মিশাইয়া রমণীগণ গাইল,—

"যাও যাও, অলিয়া ! প্রেম-আশা ত্যজিয়া,
ছাড়িয়া পঙ্কজ-রাণী ;
কহ কোন্ উপায়ে, আজি প্রেম-দায়ে
রাখিবে মান নাহি জানি !
ত্যজ বৃথা আশা, প্রেম-পিপাসা
যাহি, শঠ ! নহি তব স্থানম্ !"

বীরগণ অগ্রসর হইয়া শূন্যদেশে অসি সঞ্চালন করিয়া গাইতে লাগিল,—

"অতি ক্ষীণধার, হের তরবার
নেহার শাণিত তীরে।
সচকিত-নয়নে, চম্পক-বরণে !
হের রে সজ্জিত বীরে।

---

(১) 'ধীর-সমীরে'র সুর।

ভীম অসি ঘুরিবে, তীর-দল ছুটিবে,
ফুটিবে কোমল হৃদয়ে।
এখনি শরমে, শঙ্কিত মরমে
পলাবে অবলা সভয়ে।
চেতনা হারাবে, চন্দ্রমা লুটাবে
হায় রে, ধরণী উপরে!
রণভূমি শয়নে, পঙ্কজ-নয়নে,
ভাসিবে শোণিত-সাগরে!
কুরু মে শমিতং মনসিজদহনং—
দেহি, সুন্দরি! সুধাপানম্!"

রমণীগণ মৃদু-মধুর হাস্যে, অপাঙ্গদৃষ্টিতে বীরগণের দিকে চাহিয়া উত্তর করিল,—

"হের মৃদু হাসি, অধরে বিকাশি'
ফুল-ধনু হাতে নারী;
ফুলবাণ ছুটিবে, গৌরব টুটিবে,
বাজিবে হৃদয়ে তোহারি!
অবলা-নয়নে, চপলা সঘনে,
খেলিছে সদা রণ-রঙ্গে;
ছুটিবে দামিনী, হানিবে কামিনী
নয়ন-বাণ বীর-অঙ্গে!
লুণ্ঠিত চরণে, চমকিত-নয়নে,
হের রে মন্মথ সভয়ে;

ইঙ্গিত পাইলে ছুটিবে সদলে,
মারিবে শর বীর-হৃদয়ে !
ত্যজ বৃথা আশা প্রেম-পিপাসা—
যাহি, শঠ ! নহি তব স্থানম্ !”

বরযাত্রীগণ অসি কোষবদ্ধ করিয়া, ধনুর্ব্বাণ ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া, করজোড়ে উত্তর করিল,—

“মানিলাম হার, ছাড়ি' দেহ দ্বার,
মিনতি করি জোড় হাতে ”

সহসা সে প্রীতি-কোলাহল, নরনারী-সমরের সে আনন্দ-সঙ্গীত অতিক্রম করিয়া, কাহার ক্রন্দন-ধ্বনি আকাশে উঠিল ! অদূরে একটী রমণী, উচ্চ চীৎকারে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিল,—“হায় ! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে ! তোমরা শীঘ্র এসে দেখ, অম্বর-রাজকুমারী নদী-গর্ভে ঝাঁপ দিয়েছেন !”

আনন্দ-গীতধ্বনি নীরব হইল, নরনারী-যুদ্ধ ভঙ্গ হইল, প্রেম-কোলাহল বিষাদ-রোলে পরিণত হইল ! নর-নারী সকলে হাহাকার-রবে নদী-তীরে ধাবিত হইল। যেখান হইতে অম্বালিকা গভীর নদী-জলে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, রমণী ক্রন্দন করিতে করিতে সেই স্থান দেখাইয়া দিল। তরঙ্গিণী কল-নিনাদে সুধাংশুকে বক্ষে লইয়া, লহরী তুলিয়া নৃত্য করিতেছে ! অম্বালিকার চিহ্নমাত্রও নাই !

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—•০•—

ভারতের রমণী।

নাথদ্বার হইতে অৰ্দ্ধ ক্রোশ দূরে, বুনা-সৈকতে, লতাগুল্মে আচ্ছাদিত ক্ষুদ্র নির্জ্জন উপবনে, ফকির অম্বালিকার অচেতন দেহ ক্রোড়ে লইয়া, বসিয়াছিলেন। তাঁহার সম্মুখে দাড়াইয়া, বিলাসকুমারী নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিলেন। ফকির বলিলেন, "বৎসে! রোদন করিও না। বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হ'তে দাও!"

বিলাসকুমারী কাতর স্বরে করজোড়ে বলিলেন, "গুরুদেব! দয়া ক'রে আমার চিরদিনের আশা আজ পূর্ণ করুন, অম্বালিকার জীবন রক্ষা করুন।"

"বৎসে! তুমি বুদ্ধিমতী হ'য়ে এমন নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ কেন ক'র্‌লে, আমি এখনও বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। তুমি এতদিন রাজকুমারীর নিকটে অমরসিংহের প্রকৃত পরিচয় বিবৃত কর নাই কেন? তাহ'লে আজ আমাদিগকে এ ভীষণ দৃশ্য প্রত্যক্ষ ক'র্‌তে হ'ত না। সত্য সত্যই কি তুমি অমরসিংহের সঙ্গে অম্বালিকাকে পরিণীতা দেখ্‌তে ইচ্ছা কর?"

বিলাসকুমারী সরোদনে উত্তর করিলেন, “হায়, দেব! এত-কাল পরে আপনি কি আমাকে অবিশ্বাসিনী মনে ক'র্‌লেন? আমি অভাগী মনে ক'রেছিলেম, বিবাহের সময় অম্বালিকা, তার সে দীন-বেশী রাখালকে রাজাধিরাজকুমারে পরিণত দেখে, এককালে সকল দুঃখ বিস্মৃত হবে! মনে বড় আশা করে-ছিলেম, সহসা নবদম্পতীকে সুখের সাগরে সাঁতার দিতে দেখে জীবন সফল ক'র্‌ব! সে আশা কি পূর্ণ হবে না? মিনতি করি, ক্ষুদ্রবুদ্ধি বালিকার অপরাধ মার্জ্জনা ক'রে অম্বালিকার জীবন দান করুন! শীঘ্র বলুন, দেব! আপনি উত্তর দিচ্ছেন না দেখে, আমার প্রাণ বড় অধীর হ'চ্চে! এ চিরদুঃখিনীর ইহজীবনের একমাত্র বাসনা কি পূর্ণ হবে না?”

“বৎসে! কাতর হইও না। তোমার সখীর জীবনের আর কোন আশঙ্কা নাই। বিধাতার মঙ্গলময় আদেশে আমরা যথাসময়ে এখানে উপস্থিত হ'য়েছিলেম।”

বিলাসকুমারী সহর্ষে বলিলেন, “তবে অনুমতি করুন, আমি মিবার-রাজকুমারের নিকট এ সুখের সংবাদ ল'য়ে যাই!”

“অপেক্ষা কর, বৎসে! আরও কিছু জিজ্ঞাস্য আছে, তার উত্তর দাও। তোমার স্বামীর সঙ্গে অম্বালিকার পরিণয় হ'লে, ইনি তো চিরজীবনের মত তোমার স্থান অধিকার ক'রে, তোমাকে ইহজীবনে পতি-সুখে বঞ্চিত ক'র্‌বেন। ভবিষ্যতে তোমার দশা কি হবে, স্থির ক'র্‌তে না পেরে, আমার হৃদয় বড় ব্যাকুল হ'চ্ছে! বিধাতঃ! অন্তিম দশায় আমার অদৃষ্টে কি

এই ছিল? আমি কি আজ স্বহস্তে আমার কন্যা-সদৃশী বালিকার ভাবী সুখের উচ্ছেদ সাধন ক'র্‌লেম?"

বিলাসকুমারী পূর্ব্বে কখনও ফকিরের মুখে কাতরোক্তি শুনেন নাই। সে চির-প্রীতিময় স্বর্গীয় আনন্দময় মুখমণ্ডলে আর কখনও বিষাদের রেখা দেখেন নাই! বিলাসকুমারী, ভূতলে জানু পাতিয়া, করজোড়ে করুণ স্বরে বলিলেন, "গুরুদেব! আপনি তো অন্তর্য্যামী! নারীর মনোবৃত্তি কি আপনারও অগোচর? কুমার অমরসিংহ আমার স্বামী, আমার ইহজীবনের ইষ্টদেবতা, আমার পরলোকের অধীশ্বর! আমার এ অকিঞ্চিৎকর প্রাণ কি তাঁর প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর? আপনি জানেন না, গুরুদেব! তাঁর চরণতল হ'তে কুশাঙ্কুর উৎপাটন কর্‌বার জন্য হৃদয়ের শোণিত দানে কি অসীম সুখ! আশীর্ব্বাদ করুন, আমার হৃদয়েশ্বরকে তাঁহার সাধের অম্বালিকার সঙ্গে পরিণীত দেখে, নারী-সুখের পরাকাষ্ঠা লাভ করি।"

ফকির ঊর্দ্ধনেত্রে আকাশের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া, যুক্ত-করে বলিলেন, "দয়াময়! এ পাপতাপময় জগতে এ সুর-সুন্দরীর সৃষ্টি কেন ক'রেছিলে, তুমিই জান!"

তিনি কিয়ৎক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, নীরবে চিন্তা করিয়া, কম্পিত অধরে, করুণ স্বরে বলিলেন, "যাও, বৎসে! রাজকুমারীর জীবন-রক্ষার সংবাদ অমরসিংহকে বিদিত কর। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার আশা ফলবতী হউক!"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—০O০—

কোহিনুর।

নদীতীরস্থ ক্ষুদ্র উপবন প্রাতঃসূর্য্যের কিরণস্পর্শে হাসিতেছে। স্রোতস্বতীর কলনিনাদের সঙ্গে বিহগকুলের কাকলি মিশিয়া, মধুর ঐকতানবাদ্য-নিনাদে নির্জ্জন বুনা-সৈকত প্রতিধ্বনিত। নিদাঘ-প্রভাতের ধীর সমীরণ, ধীরে শীতল জলে সাঁতার দিয়া, ধীরে কুসুমকুল আলিঙ্গনে মৃদুদেহ পরিমলে পূর্ণ করিয়া, ধীরে বিহগকূজনে অমিয় বিকীর্ণ করিয়া, ধীরে ধীরে আসিয়া সুষুপ্তা রাজকুমারী অম্বালিকার অলকদামের সঙ্গে কেলি করিতেছে। অম্বালিকা তখনও সে নির্জ্জন উপবনে ভূমিশয্যায় নিদ্রিতা রহিয়াছেন। রাজকুমারী সুপ্তাবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, যেন তিনি এ শোকতাপময় মর্ত্ত্যলোক ছাড়িয়া সুরলোকে আসিয়াছেন—যেন সেই বিহগদলকূজিত, অপ্সরাকণ্ঠনিনাদিত, মুক্তালতা ও হীরকফুলে সুশোভিত সুরলোকে, আনন্দশ্রী অমরগণের মধ্যদেশে, ফকির, স্বর্গীয় রূপে দেবসভা উজ্জ্বল করিয়া বসিয়া আছেন। অম্বালিকাকে দেখিতে পাইয়া যেন ফকির মধুর সম্ভাষণে বলিলেন,—"আয়, বৎসে! এখানে বিষাদ নাই, বৈষম্য নাই, বর্ণভেদ নাই। এখানে মহৎ ও ক্ষুদ্র, ধনী ও দরিদ্র,

রাজা ও রাখাল, সকলের সমান অধিকার!" যেন অম্বালিকা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে বলিলেন, "তবে পাপ পৃথিবী পরিত্যাগ ক'রে রাখাল এ শান্তি-নিকেতনে কেন এল না?" যেন ফকির বালিকার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া মৃদু হাস্যে কহিলেন,—"অই দেখ, বৎসে! পাপ নরলোক পরিত্যাগ ক'রে রাখালও এ আনন্দধামে উপনীত হ'য়েছে!" রাজকুমারী যেন সবিস্ময়ে দেখিলেন, সুন্দর অমরবেশে ভূষিত হইয়া, রাখাল সহাস্যমুখে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। যেন রাজকুমারী বিস্ময়ে, বিষাদে ও অভিমানে রাখালকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন,— "তুমি এতদিন আমাকে এ আনন্দধামে ল'য়ে এস নাই কেন?" যেন রাখাল তাঁহার পদ-প্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া, বারংবার তাঁহার চরণ চুম্বন করিয়া, বলিল,—"ক্ষমা কর, রাজকুমারি! এ জীবনে আর আমি তোমাকে পরিত্যাগ ক'র্‌ব না!"

সহসা অম্বালিকার ঘুম ভাঙ্গিল, স্বপ্ন শেষ হইল। তিনি চেতনা লাভ করিয়া চাহিয়া দেখিলেন। কি দেখিলেন? রাজাধিরাজবেশী রাখাল সত্য সত্য তাঁহার চরণতলে বসিয়া! রাখাল বলিল,—"ক্ষমা কর, রাজনন্দিনি! আর আমি এ জীবনে তোমাকে পরিত্যাগ ক'র্‌ব না!"

অম্বালিকা একবার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, আবার জ্ঞানশূন্যার মত সে প্রেমময়, অমৃতময় মুখখানি দেখিতে লাগিলেন। রাখাল রাজকুমারীর চরণ চুম্বন করিয়া আবার বলিল, "ক্ষমা কর, রাজকুমারি!"

রাজকুমারী ধীরে ধীরে, ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, "এখানে তুমি কোথা থেকে এলে? তোমার এ রাজবেশ কেন? কিসের ক্ষমা চাহিছ? তুমি আমার নিকট কি অপরাধ ক'রেছ? আমি যে তোমার কথা কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না!"

রাখাল উত্তর করিল, "তোমাকে এত দিন বলি নাই, অম্বালিকে! আমি মিবার-রাজতনয় অমরসিংহ!"

রাজকুমারী কিয়ৎক্ষণ নীরবে, নিস্পন্দ নয়নে অমরসিংহের মুখের দিকে চাহিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে তুমি এতকাল—"

অম্বালিকা আর বলিতে পরিলেন না। তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। নয়ন-যুগলে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। অমরসিংহ এক হাতে অম্বালিকার চরণ ধারণ করিয়া ও অপর হাতে তাঁহার গ্রীবা স্পর্শ করিয়া, তাঁহার অশ্রুজলসিক্ত নয়ন চুম্বন করিলেন। সহসা অম্বালিকার ক্ষীণদেহে যেন প্রভূত বল সঞ্চার হইল। তিনি অমরসিংহের বাহুপাশ হইতে কণ্ঠ বিমুক্ত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডল আরক্তিম হইল; নয়নযুগলে বারিবিন্দু দেখা দিল; অধর কম্পিত হইল। তিনি সাভিমানে, সাশ্রুনয়নে, সরোষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এতদিন তবে আমাকে এত যন্ত্রণা কেন দিয়েছিলে? তুমি নিষ্ঠুর, তোমার হৃদয় পাষাণে নির্ম্মিত। তুমি ক্ষমার অযোগ্য। যাও— যাও! আর আমাকে স্পর্শ করিও না!"

অমরসিংহ আবার তাঁহার চরণতলে লুটাইয়া, চরণ ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "রাজনন্দিনি! আমার পূর্ব্ব কথা সকল

জান্‌তে পার্‌লে, তুমি আমার সকল দোষ ক্ষমা ক'র্‌বে। জননীর আদেশক্রমে, আমি এত দিন গিরিদুর্গ মধ্যে অজ্ঞাতবাসে রাখাল-বেশে অবস্থান ক'র্‌ছিলেম।"

উপবন-পার্শ্বস্থিত কদম্বতরুর অন্তরাল হইতে কে গাহিল, "সখি হে কেশিমথনমুদারম্‌!"

বিলাসকুমারী, গীত গাহিতে গাহিতে, হাসিতে হাসিতে, নব-দম্পতীর নিকটে আসিয়া দাড়াইলেন। অমরসিংহ অম্বালিকার চরণ ছাড়িয়া উঠিয়া দাড়াইলেন। অম্বালিকা চমকিয়া অবগুণ্ঠনে অশ্রুসিক্ত নয়নদ্বয় আবৃত করিলেন। বিলাসকুমারী হাসিতে হাসিতে করতালি দিয়া গাহিতে লাগিলেন,—

"প্রথম-সমাগম-লজ্জিতয়া পটুচাটু-শতৈরনুকূলং
মৃদু-মধুর-স্মিত-ভাষিতয়া—"

অম্বালিকা শীঘ্রগতিতে বিলাসকুমারীর নিকটে আসিয়া, তাঁহার ওষ্ঠাধরে করযুগল স্থাপনে গীত বন্ধ করিয়া বলিলেন, "ছি সখি! তুমি বড় নির্লজ্জা!"

বিলাসকুমারী, অম্বালিকার হাত ধরিয়া, কল্পিত রোষে, অমরসিংহের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি দীনহীন রাখাল-সৈনিক, কোন্‌ সাহসে অম্বর-রাজকুমারীর অঙ্গ স্পর্শ কর?"

অমরসিংহ অম্বালিকার বাহু-যুগল আপন কণ্ঠে লইয়া, সহাস্যে উত্তর করিলেন, "আর আমি এখন দীন-হীন রাখাল নহি! এই দেখুন, দেবি! আজ আমার কণ্ঠে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অমূল্য রত্ন "কোহিনুর!"

পরিশিষ্ট।

ফকির দুর্গাদাসকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই কার্য্যে পরিণত হইল। অল্পকাল পরেই তিনি অজিতসিংহকে যোধপুরের সিংহাসনে অধিরূঢ় করিয়া, যবন-সংগ্রাম হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। মিবারের মহারাণা অতি যত্নে, বহু সমাদরে, অসীম-গুণশালী বীর রাঠোর-সেনাপতিকে আপন রাজধানীতে অবস্থান করিবার জন্য সঙ্গে লইয়া গেলেন। ইতিহাস-পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, দুর্গাদাস অবশিষ্ট জীবন অতীব সুখে, মিবার-রাজধানীতে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। অমরসিংহ মিবারের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া, দুর্গাদাসের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য উদয়পুরের রাজকোষ হইতে প্রতিদিন পাঁচ শত মুদ্রা উপঢৌকন দিতেন।

অমরসিংহের পরিণয়-উৎসবের দিন হইতে বিজয়পাল মনে মনে কল্পনা করিলেন যে, তিনিও স্বয়ং এইরূপ সমারোহে আর একবার বিবাহ করিবেন। তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া, রমণীগণ অনেক কৌতুক করিতে লাগিলেন। কিন্তু কালাপাহাড় তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া, প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিলেন। এক মাস পরে চন্দাবৎ-সেনাপতির কন্যা ঐলবিলার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইল। তিনি স্বয়ং উদয়পুর ও যোধপুর প্রভৃতি স্থানে আসিয়া সকলকে বিবাহস্থলে সঙ্গে লইয়া গেলেন।

অম্বররাজকুমারীর বিবাহের তিন দিবস পরে ফকির মানব-লীলা সম্বরণ করিলেন। সকলের বিশ্বাস ছিল, তিনি কিছুদিনের জন্য ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, অল্পকাল পরেই আবার ফিরিয়া আসিবেন। অমরসিংহের আদেশক্রমে আরবালি-শৈলোপরি মাতৃমন্দিরের পার্শ্বে তাঁহার পবিত্র দেহের সমাধি হইল ও অতি বৃহৎ প্রস্তরস্তম্ভ নির্ম্মিত হইল। এখনও সে স্থান "সমাধি-মন্দির" নামে অভিহিত আছে।

পরিণয়-উৎসব সম্পূর্ণ হইবার পর, বিলাসকুমারীকে আর কেহ দেখিতে পাইল না। কিছুদিন মধ্যেই অমরসিংহ ও অম্বালিকা জানিতে পারিলেন, বিলাসকুমারী দুর্ভাগা সোলাঙ্কি-সেনাপতি বিক্রমসিংহের দুহিতা দেববালা ও অমরসিংহের পরিণীতা স্ত্রী। তাঁহাদের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, সেই নরলোকে সুররমণী কেবল তাঁহাদেরই সুখের জন্য আত্মবলিদান দিয়াছেন। অমরসিংহ ও অম্বালিকা অনেক দিন অবধি অনেক স্থানে বিলাসকুমারীর অন্বেষণ করিলেন,কিন্তু কোন সন্ধান পাইলেন না।

তিন বৎসর পরে, একদিন অমরসিংহ অম্বালিকাকে সঙ্গে লইয়া ফকিরের সমাধিস্থান দেখিতে গিয়াছিলেন। অনুচরগণকে দূরে রাখিয়া, তাঁহারা দুই জনে সন্ধ্যার পর ফকিরের পবিত্র সমাধিস্থানে আসিলেন। সহসা সে নির্জ্জন প্রাণীসমাগমশূন্য শৈলদেশে কাহার গীতধ্বনি শুনিতে পাইলেন। অগ্রসর হইয়া চন্দ্রালোকে দেখিতে পাইলেন,একটী শুভ্রবসনা, আলুলায়িতকুন্তলা রমণী, সমাধিস্তম্ভের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, গীত গাহিতেছে। তাঁহারা

আরও নিকটে আসিলেন; দেখিলেন, সে রমণী—বিলাসকুমারী! সেই নির্জ্জন কৌমুদী-বিধৌত শৈলশৃঙ্গে, পবিত্র সমাধিস্তম্ভের সম্মুখে, ভগ্নাবশেষ মাতৃ-মন্দিরের প্রস্তরস্তূপের উপর দাঁড়াইয়া, সুরলোকের অপূর্ব্ব রূপের আলোকে দশ দিক উজ্জ্বল করিয়া, সুররমণী বিলাসকুমারী গাহিতেছিলেন,—

"ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্—"

সমাপ্ত।

শ্রীযুক্ত ননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

নিম্নলিখিত উপন্যাসগুলি

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট

ও

অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

—o—

যুগল প্রদীপ

মূল্য ১৲; উৎকৃষ্ট বাঁধাই ১।০ পাঁচ সিকা।

"যুগল প্রদীপ" একখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস। * গ্রন্থকার অন্নপূর্ণার চরিত্রে যেমন চিত্রনৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, তেমনই অলোক-সামান্য সৌন্দর্য্য ফলাইয়াছেন।"- বান্ধব।

"গ্রন্থগত চরিত্রগুলি কবির নিপুণ তুলিকাপাতে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। * ননিবাবুর মধুর-গম্ভীর ভাষায় স্বভাব-বর্ণনাগুলি বড়ই মনোমদ হইয়াছে। * তাঁহার উপন্যাসগুলি কখন হাসায়, কখন কাঁদায়, কখন ভয়, বিস্ময় ও আনন্দে আপ্লুত করে।"—

প্রবাসী।

"যুগল প্রদীপের" ন্যায় এমন রহস্যপূর্ণ উপন্যাস বাঙ্গালা ভাষায় আরও রচিত হইয়াছে কিনা আমারা .অবগত নহি। * 'যুগল প্রদীপের' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ অন্নপূর্ণা চিত্র। এ চিত্র যতই দেখি ততই দেখিতে ইচ্ছা হয়।"—আরতি।

"ভাষার একদিকে সরলতা, অপরদিকে মধুরতা। বর্ণনা-চাতুর্য্য ও ভাবগাম্ভীর্য্যের জন্য ইহার এত আদর। * গ্রন্থাভ্যন্তর-গত রহস্য অতি মধুর, মধুময়। নভেল ও রোমান্সের যুগল বস্তুর সমাবেশ "যুগল প্রদীপে" দেখা দিয়াছে। এই উপন্যাস যাঁহার লেখনী-মুখ হইতে বহির্গত—তিনি নিশ্চিতই নিপুণ ও প্রবীণ চিত্রকর।"—নব্যভারত।

"The author has displayed much ingenuity in the workmanship of the novel before us. * Mystery is the soul of novels, and this mystery has been well kept in view in the presentation of the story."—*Indian Mirror.*

"The book before us is interesting and the characters in it are excellently portrayed.—

Amrita Bazar Patrika.

"There is a charm in his style which would carry the reader through the volume. * The plot of the book is such as would do honour to a master-novelist. * He is chaste throughout, both in his language as well as in his ideas and thoughts."—

The Benglee.

"The characters indeed are many and varied and represent the most opposite types of human development * * We are not aware of any other work in which a character—a minor character too—has been made more vivid,—may we add, more beautiful ?—with as few touches as have been employed in this case. * A crystalline clearness and triumphant simplicity, a grave distinctiveness and a melodious power, mark his writings all through."—

The Calcutta Times.

"যেমন সুন্দর ভাষা, তেমনি মনোহর বর্ণনাকৌশল, ততোধিক সুন্দর উপন্যাসের আখ্যানভাগ!"—বসুমতী।

"আলোচ্য পুস্তক ভাবে, ভাষায়, অলঙ্কারে এবং চরিত্রে সৌন্দর্য্যশালী। রসময় বাক্যে সকলেরই প্রস্ফুটন হইয়াছে। * উপন্যাসের গল্পটী কৌতুকোপদ্দীপক ও রহস্যময়!" -বঙ্গবাসী।

"বহুকাল পরে আমরা একখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাসের দর্শন পাইলাম। উপন্যাসের প্রথমে মহা আশঙ্কার কারণ যুগল প্রদীপকে পরিণামে গ্রন্থকার অমৃত প্রদীপে পরিণত করিয়াছেন।—উহা চিরকাল তাঁহার যশের প্রদীপ হইয়া থাকিবে।"—সময়।

"The plan of the book shows considerable skill and design, and the execution is worthy of the plan. * The heroine in particular interests, engages, even overpowers the reader"—*The Calcutta Times,*

বসন্তের রাণী

উৎকৃষ্ট বাধাই মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি, সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, ডি-এল, মহোদয় লিখিয়াছেন,—

"পুস্তকখানির ভাষা অতি সরল, সুন্দর ও স্থানে স্থানে ওজস্বিনা। ইহার ভাবগুলি আদ্যোপান্ত বিশুদ্ধ এবং আখ্যায়িকাটিতে প্রচুর রচনা-নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি কি যুবা কি বৃদ্ধ, কি স্ত্রী কি পুরুষ, সকলেরই পাঠের যোগ্য ও সকলেরই হৃদয়গ্রাহী হইবে। ইহা বঙ্গসাহিত্যে একটী উচ্চ স্থান পাইবার অধিকারী।"

"The piece is pre-eminently one of action, and the reader's mind is kept continually on the jump.—

The Indian Mirror.

"The book is quite an unusual type of Bengali novel. The style is at once chaste, simple and melodious. * Flashes of merriment are also visible."—

Citizen.

অমৃত পুলিন

দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ॥• আনা।

"ননিবাবু ভাষার ঝঙ্কারে অতুল যশস্বী! রাজপুতবীরের পরাক্রমবর্ণনে বুঝি ননিবাবুর দ্বিতীয় নাই! এ গ্রন্থে গ্রন্থকারের কৃতিত্ব আদর্শযোগ্য। আকবরের বিরাট চরিত্র পরিস্ফুট! অজয়সিংহ রাজপুতবীরত্বের সজীব বিগ্রহ। সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি গিরিরাণী ত্রিলোকসুন্দরী তিলোত্তমা; পরন্তু চরিত্রে মাধুর্য্যের দ্যুতিমণি।"—বঙ্গবাসী।

"এই গ্রন্থকারের ভাবনৈপুণ্য, চরিত্রাঙ্কণ-প্রতিভা বা ঘটনা-সামঞ্জস্য কোন্‌টার অধিক প্রশংসা করিব, তাহা আমরা ভাবিয়া পাই না। অমৃত পুলিন—অমৃতে পরিপূর্ণ। * ননিবাবুর ভাষা পাঠকের নিকট কখনও মেঘগর্জ্জনের ন্যায় গুরুগম্ভীর, কখনও বীণাঝঙ্কারের ন্যায় হৃদয়োন্মাদকারী, কখনও পরিপূর্ণতোয়া স্রোতস্বতীর কুলু কুলু তানের ন্যায় সুমধুর। চরিত্রাঙ্কণ-প্রতিভাও তাঁহার অসাধারণ।"—বিকাশ।

পাঁচ রকম

উৎকৃষ্ট বাঁধাই. মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

ইহাতে 'হীরার আংটী', 'পরশমণি', 'পাঁচীর প্রতিশোধ' 'আমার স্বপ্ন' ও 'সোনার কৌটা' এই পাঁচটী গল্প আছে।

শৈলবালা

তৃতীয় সংস্করণ, সুন্দর বাঁধাই মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

কোহিনুর

তৃতীয় সংস্করণ. মূল্য ১৲ এক টাকা।

নলিবাবুর নূতন নাটক

রুদ্রসেন

[মহাকবি সেক্ষপীয়রের ওথেলো (Othello) নাটকের অনুবাদ]

এন্টিক্ কাগজে, কুন্তলীন প্রেসের সুন্দর মুদ্রাঙ্কণ। মূল্য ১৲ এক টাকা—সুন্দর বাঁধাই ১।০ পাঁচ সিকা।

"নন্দিলাল বাবুর বাঙ্গালা ভাল ; সুন্দর কবিতা রচনার ক্ষমতা আছে এবং উপযুক্ত শব্দ নির্ব্বাচনেও তিনি সুপটু। রচনার গুণে সমগ্র গ্রন্থখানি সুপাঠ্য হইয়াছে।"—প্রবাসী।

"*Rudrasen* by Babu Nanilal Banerjee is an adaptation of Shakespeare's *Othello* in Bengali. While following the original with remarkable faithfulness, the gifted author has not lost sight of the canons of poetical justice and has here and there judiciously put in touches of his own to bring his characters into harmony with the sentinents governing Indian society. Possessing a thorough command over Bengali language as also a rare insight into human character, the author has scored a great success in his present venture. We offer him our sincerest congratulation"—*The Citizen.*

প্রকাশক—শ্রীরাজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়।
৪১ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।